সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com

শুক্রবার
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১০ আশ্বিণ ১৪৩৩
১৪ রবিউস সানি ১৪৪৮
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৩৯

Scan for visit Khabor.com

বিনোদন — জয়ার ফ্যাশন সিনেমা লন্ডনের উৎসবে — ২১

মতামত — পঞ্চদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন সাংবিধানিক বাস্তবতা — ৩

আন্তর্জাতিক — পিটিআইর মিছিল ঘিরে কড়া নিরাপত্তা — ১১

খেলাধুলা — ইংলিশ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ — ১৫

জাতিসংঘে রেকর্ড গড়লেন তারেক রহমান

● মো মশিউর রহমান মজুমদার

একই মঞ্চ, সময়ের ব্যবধান ৪৬ বছর। বদলেছে বিশ্বরাজনীতি, বদলেছে বাংলাদেশও। কিন্তু নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সেই মঞ্চে এবার যুক্ত হলো বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক পরিবারের তৃতীয় নাম–তারেক রহমান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো ভাষণ দিয়েছেন তারেক রহমান। এর মধ্য দিয়ে বাবা জিয়াউর রহমান ও মা খালেদা জিয়ার পর একই পরিবারের তৃতীয় সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার বিরল নজিরের অংশ হলেন তিনি। শুরুটা জিয়াউর রহমানের, ইতিহাসের শুরু ১৯৮০ সালে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের ২৬ আগস্ট জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১১তম বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন। তাঁর বক্তব্যে ধনী ও দরিদ্র দেশের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব পেয়েছিল। শান্তি, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেছিলেন।

জিয়াউর রহমানের ভাষণের ১৩ বছর পর, ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এরপরও বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন তিনি। জাতিসংঘের রেকর্ড অনুযায়ী, ১৯৯৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে পাঁচবার সাধারণ পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে বক্তব্য দেন খালেদা জিয়া। এর মধ্যে ছিল ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর স্মারক অধিবেশন এবং ২০০২ সালে শিশুদের নিয়ে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন। ৪৬ বছর পর নতুন নাম তারেক রহমান, ১৯৮০ থেকে ২০২৬–চার দশকের বেশি সময় পর সেই ধারাবাহিকতায় যুক্ত হলো তারেক রহমানের নাম। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভাষণ। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় সন্ধ্যা ৬টার পর তিনি বাংলায় বক্তব্য শুরু করেন। সাধারণ পরিষদের বিকেলের অধিবেশনে তিনি ছিলেন নির্ধারিত বক্তাদের একজন। তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, মানবিক

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

ইতিহাসের শুরু ১৯৮০

▶ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের ২৬ আগস্ট জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১১তম বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন

▶ ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

সংঘাত নয়, সমঝোতা ও সহযোগিতার পথ চাই

▶ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, জলবায়ু ন্যায়বিচার ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ভূমিকা চাইল ঢাকা

● মো মশিউর রহমান মজুমদার

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, সংঘাত, বাস্তুচ্যুতি ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরোধের সমাধানে সামরিক শক্তির পরিবর্তে আলোচনা, কূটনীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘকে একটি সমঝোতামূলক ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, বিশ্বায়নের যুগে কোনো একটি অঞ্চলের সংঘাত বা সংকট আর শুধু সেই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে অর্থনীতি, জ্বালানি সরবরাহ, মূল্যস্ফীতি ও মানবিক পরিস্থিতিতে।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণ তুলে ধরা হলো:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় আমরা আপনাকে পূর্ণ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। একইসঙ্গে আমি বিদায়ী সভাপতি ম্যাডাম এনালেনা বেয়ারবক-কেও তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুরুতেই আমি বাংলাদেশের সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের অবদানকে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

ডোরড্যাশের ২ লাখ ৬০ হাজার কর্মীর পাওনা ফেরত

১৩১.৫ মিলিয়ন ডলারের নিষ্পত্তিতে নিউইয়র্কের নতুন শ্রম-লড়াই

> শুধু বকেয়া মজুরি ফেরত নয়, অ্যাপের অ্যালগরিদম কীভাবে কর্মীদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে তার ওপরও নজরদারির নতুন ব্যবস্থা

● নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের রাস্তায় একজন ডেলিভারি কর্মী কখন কাজ শুরু করেছেন, কতক্ষণ অপেক্ষা করেছেন, কোন ট্রিপের জন্য কতটা সময় ব্যয় করেছেন–এসব তথ্যের বড় অংশই এত দিন নির্ধারিত হতো একটি অ্যাপের ভেতরের অদৃশ্য হিসাবের মাধ্যমে। এখন সেই হিসাবের ওপর সরাসরি নজরদারি বসাতে যাচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি। ডোরড্যাশের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের তদন্ত শেষে নিউইয়র্ক সিটি কোম্পানিটির সঙ্গে ১৩ কোটি ১৫ লাখ ডলারের নিষ্পত্তি করেছে। এর মধ্যে ১১ কোটি ৫০ লাখ ডলারের বেশি সরাসরি ডেলিভারি কর্মীদের দেওয়ার কথা। নিউইয়র্ক সিটির হিসাবে, ২ লাখ ৬০ হাজারের বেশি কর্মী এই অর্থের আওতায় আসবেন। সিটি কর্তৃপক্ষ এটিকে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

গ্রেসি ম্যানশনে ট্রাম্প-মামদানি বৈঠক

● নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার বিকেলে ম্যানহাটনের ঐতিহাসিক গ্রেসি ম্যানশনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নিউইয়র্কের আবাসন সংকট, কুইন্সের সানিসাইড ইয়ার্ড উন্নয়ন প্রকল্প, অভিবাসন এবং সংবাদমাধ্যম নিয়ে আলোচনা হয়। গ্রেসি ম্যানশন নিউইয়র্কের মেয়রের সরকারি বাস-ভবন। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফর বিরল। ট্রাম্প এর আগেও

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

নিউইয়র্কে ভুয়া সেফটি কার্ড দেওয়ার অভিযোগ

দুই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে মামলা

● নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

■ প্রশিক্ষণ না নিয়েই OSHA ও SST কার্ড দেওয়ার অভিযোগ; প্রায় ২,০০০ কার্ড বাতিল করেছে নগর কর্তৃপক্ষ

■ অভিযুক্ত দুজন হলেন লুৎফুর রহমান (৩৪) এবং মোহাম্মদ তুষার (৩৪)

নিউইয়র্কে নির্মাণশ্রমিকদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ছাড়াই OSHA ও Site Safety Training (SST) কার্ড দেওয়ার অভিযোগে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুই ব্যক্তি ও তাদের প্রতিষ্ঠান RedCode Inc.-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছে।

অভিযুক্ত দুজন হলেন লুৎফুর রহমান, ৩৪, জ্যামাইকা, কুইন্সের বাসিন্দা এবং মোহাম্মদ তুষার, ৩৪, হাওয়ার্ড বিচের বাসিন্দা। ব্রুকলিন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির ব্রুকলিন ও কুইন্সে কার্যক্রম ছিল। ৮ সেপ্টেম্বর তাঁদের বিরুদ্ধে ১২ দফা indictment আনা হয় এবং সেদিনই ব্রুকলিন সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের হাজির করা হয়।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, নির্মাণকাজের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

ট্রাম্পের ‘ধ্বংস করে দেওয়ার’ হুমকি

ইরান আত্মসমর্পণ করবে না
–পেজেশকিয়ান

● নিউইয়র্ক খবর

যুদ্ধের অবসানের জন্য কূটনীতির দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি–কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রকাশ্য বক্তব্যে আপসের চেয়ে সংঘাতের ভাষাই এখন বেশি স্পষ্ট। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বুধবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলাকে ‘কাপুরুষোচিত’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের এক দিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, সমঝোতা না হলে ইরানকে ‘ধ্বংস করে দেওয়া’র পথও তিনি বিবেচনা করছেন। তবে এই কঠোর বক্তব্যের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

খবর

Editor in Chief
Shibbir Ahmed

Publisher & Editor
MD Mashiur Rahman Majumder

News Editor
Akbar Haider Kiron

Reporter
Samuel S. Penheiro
Reema Wahid

Dhaka Bureau Chief
Sehab Munawar Wahid

Bangladesh Correspondence
MD Samsul Alam

প্রধান সম্পাদক
শিব্বির আহমেদ

প্রকাশক ও সম্পাদক
মো মশিউর রহমান মজুমদার

নিউজ এডিটর
আকবর হায়দার কিরন

রিপোর্টার
স্যামুয়েল এস. পিনারু
রীমা ওয়াহিদ

ঢাকা ব্যুরো প্রধান
শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ

বাংলাদেশ প্রতিনিধি
মো শামসুল আলম রাজন

হোয়াইট হাউসের দরজা বন্ধ হতে পারে, সত্যের দরজা নয়

প্রেসকে চুপ করানোর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত জনগণের জানার অধিকারকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে

খবর
www.khabor.com

শিব্বির আহমেদ

হোয়াইট হাউসের দরজা যখন সাংবাদিকের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেটি শুধু একজন সাংবাদিককে আটকে রাখা নয়–এটি জনগণের কাছে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন ছুড়ে দেয়: ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার অধিকার কি এখন ক্ষমতাবানের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে?

১৯ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন CNN, MS NOW I Politico-র সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসে প্রবেশে বাধা দেয় এবং তাদের প্রেস ক্রেডেনশিয়াল বাতিল করে।

এর আগে প্রেসিডেন্ট এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনকে "ফেক নিউজ" বলে আক্রমণ করেছিলেন।

এখানেই উদ্বেগের জায়গা।

সরকারের সমালোচনা করা সংবাদমাধ্যমের অপরাধ নয়। সাংবাদিকের কাজ শুধু ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য প্রচার করা নয়; প্রশ্ন করা, তথ্য যাচাই করা এবং জনগণের সামনে সরকারের সিদ্ধান্তের জবাবদিহি নিশ্চিত করাও তার দায়িত্ব।

সংবাদমাধ্যম ভুল করলে প্রতিবাদ করা যায়, সংশোধন দাবি করা যায়, প্রয়োজনে আদালতে যাওয়া যায়। কিন্তু অপছন্দের সংবাদকে শাস্তি দিতে সরকারি প্রবেশাধিকার ব্যবহার করা হলে সেটি স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য একটি গুরুতর সতর্কসংকেত।

আজ CNN, MS NOW I Politico। আগামীকাল অন্য কোনো জাতীয় সংবাদমাধ্যম। তার পরদিন কোনো ছোট স্থানীয় পত্রিকা কিংবা স্বাধীন সাংবাদিক।

ক্ষমতার এমন কোনো নজির তৈরি করা উচিত নয়, যা ভবিষ্যতে যে কোনো প্রশাসন নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করতে পারে।

সরকার সাংবাদিককে সমালোচনা করতে পারে। প্রেসিডেন্ট সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য দিতে পারেন। কিন্তু সরকারের কাজ সংবাদকে পছন্দমতো বাছাই করা নয়।

জাতীয় নিরাপত্তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তার জন্য নিয়মও প্রয়োজন। কিন্তু "জাতীয় নিরাপত্তা" এমন একটি শব্দ হওয়া উচিত নয়, যার আড়ালে সাংবাদিকতার ওপর নির্বিচার নিষেধাজ্ঞা চাপানো যায়।

২৪ সেপ্টেম্বর ফেডারেল বিচারক টিমোথি কেলি তিন সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। আদালত প্রাথমিকভাবে মনে করেছে, সাংবাদিকদের প্রেস পাস বাতিলের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার দাবি যথেষ্ট আইনি ভিত্তি রাখে। বিচারক প্রশাসনের ব্যবহৃত কিছু মানদণ্ডকেও অত্যন্ত অস্পষ্ট বলে প্রশ্ন তুলেছেন।

এরপর সাংবাদিকরা হোয়াইট হাউসে ফিরে যান–যদিও দিনের বিভিন্ন সময়ে প্রবেশ নিয়ে আবারও জটিলতা তৈরি হয়েছিল।

এই ঘটনাটি আমাদের একটি মৌলিক কথা মনে করিয়ে দেয়: প্রেসিডেন্ট শক্তিশালী, কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইনের ঊর্ধ্বে নন।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো মানে সাংবাদিকদের ভুলকে সমর্থন করা নয়। সংবাদমাধ্যমকে তথ্য যাচাই করতে হবে, ভুল হলে সংশোধন করতে হবে এবং সংবাদ ও মতামতের পার্থক্য বজায় রাখতে হবে।

কিন্তু সংবাদমাধ্যমের জবাবদিহি জনগণের কাছে–সরকারের কাছে নয়।

কারণ সাংবাদিকের হাতে বন্দুক নেই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই।

তার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো প্রশ্ন করার অধিকার।

আর সেই প্রশ্ন বন্ধ হয়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন শুধু সাংবাদিক নন–ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই জনগণ, যারা জানতে চায় তাদের নামে, তাদের অর্থে এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

হোয়াইট হাউসের দরজা বন্ধ করা যায়। প্রেস পাস কেড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সত্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনকে তালাবদ্ধ করা যায় না।

আজ প্রশ্ন CNN, MS NOW ev Politico-i নয়।

প্রশ্নটি আমেরিকার প্রতিটি নাগরিকের।

ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার অধিকার থাকবে–নাকি ক্ষমতাই ঠিক করবে কে প্রশ্ন করতে পারবে?

গণতন্ত্রের উত্তর হওয়া উচিত একটাই: প্রেসকে ভয় দেখিয়ে সত্যকে থামানো যায় না।

প্রবাসে দল নয়, আমেরিকায় সক্রিয় নাগরিক হোন

খবর
www.khabor.com

মো মশিউর রহমান মজুমদার

প্রবাসে বসবাস করলেই একজন মানুষের শিকড় বদলে যায় না। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা, উদ্বেগ ও দায়িত্ববোধ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাংলাদেশের নির্বাচন, গণতন্ত্র, অর্থনীতি, মানবাধিকার, উন্নয়ন কিংবা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কথা বলবেন–এটাই প্রত্যাশিত। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের প্রতি ব্যক্তিগত সমর্থনও থাকতে পারে। গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক মত থাকা অপরাধ নয়; বরং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। কিন্তু প্রশ্নটি অন্য জায়গায়। আমরা যারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছি, আমাদের রাজনৈতিক শক্তি, সময় ও সাংগঠনিক সামর্থ্যের কতটা বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির পেছনে ব্যয় করা উচিত, আর কতটা ব্যয় করা উচিত আমাদের বর্তমান সমাজে নিজেদের অধিকার, প্রতিনিধিত্ব ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে? নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, মিশিগান, টেক্সাস, ফ্লোরিডা কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্য যেকোনো অঙ্গরাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঢাকায় নেওয়া হয় না। আমাদের সন্তান কোন মানের স্কুলে পড়বে, এলাকায় বাড়িভাড়া কতটা বাড়বে, ক্ষুদ্র ব্যবসার ওপর কী ধরনের বিধিনিষেধ থাকবে, সম্পত্তি ও অন্যান্য স্থানীয় করের নীতি কী হবে, রাস্তাঘাট কতটা নিরাপদ থাকবে, পুলিশ ও প্রশাসনের সেবা কেমন হবে–এসবের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত হয় এখানকার সিটি হল, কাউন্টি, অঙ্গরাজ্য সরকার, স্কুল বোর্ড, স্টেট লেজিসলেচার এবং ওয়াশিংটনে। অথচ প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের একটি অংশের রাজনৈতিক সক্রিয়তা দেখলে কখনো কখনো মনে হয়, আমরা শারীরিকভাবে আমেরিকায় থাকলেও রাজনৈতিকভাবে এখনো বাংলাদেশের নির্বাচনী মাঠেই অবস্থান করছি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সমর্থন রাখা ব্যক্তিগত অধিকার। দেশের গণতন্ত্র, নির্বাচন, সুশাসন ও মানুষের অধিকার নিয়ে প্রবাস থেকে কথা বলাও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সংকটে প্রবাসীরা বহুবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও প্রবাসীদের অবদান অসামান্য। তাই বাংলাদেশের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগ ছিন্ন করার কথা কেউ বলছে না। বরং প্রয়োজন অগ্রাধিকারের একটি নতুন ভারসাম্য।

আমাদের ভাবতে হবে–আমেরিকায় আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ, আমাদের ব্যবসার নিরাপত্তা, আমাদের কর্মসংস্থান, আমাদের কমিউনিটির সামাজিক মর্যাদা এবং সরকারি নীতিনির্ধারণে আমাদের অংশগ্রহণ কি বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের স্থানীয় শাখার পদ-পদবির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? একটি সভায় কে সভাপতি হবেন, কে সাধারণ সম্পাদক হবেন, কোন গ্রুপের কমিটি বৈধ, কে কেন্দ্রীয় নেতার কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছেন–এসব নিয়ে যদি বছরের পর বছর আমাদের সাংগঠনিক শক্তি ক্ষয় হয়, তাহলে তার সুযোগমূল্যও আছে। একই মানুষ ও একই সংগঠন যদি সেই শক্তির একটি অংশ স্থানীয় স্কুল বোর্ড, সিটি কাউন্সিল, স্টেট অ্যাসেম্বলি, কংগ্রেস সদস্য কিংবা মেয়রের কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে ব্যবহার করে, তাহলে পুরো কমিউনিটি তার সুফল পেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রে একজন নাগরিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি তার ভোট। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকের সংখ্যা যত বাড়ছে, আমাদের রাজনৈতিক সম্ভাবনাও তত বাড়ছে। কিন্তু শুধু নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেই রাজনৈতিক ক্ষমতা তৈরি হয় না। ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করতে হবে, নির্বাচনে অংশ নিতে হবে, প্রার্থীদের সম্পর্কে জানতে হবে এবং কমিউনিটির প্রয়োজন নিয়ে তাদের সামনে প্রশ্ন তুলতে হবে। জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্থানীয় নির্বাচনের প্রভাব অনেক সময় আরও প্রত্যক্ষ। সিটি কাউন্সিল, মেয়র, স্টেট অ্যাসেম্বলি, স্টেট সিনেট, কংগ্রেস, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, বিচার বিভাগসংশ্লিষ্ট কিছু নির্বাচিত পদ কিংবা স্কুল বোর্ড–বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এমন সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, যার প্রভাব আমাদের ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাই প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক আলোচনায় একটি প্রশ্ন নিয়মিত থাকা দরকার–"বাংলাদেশে কে ক্ষমতায় যাবে?" শুধু এই প্রশ্ন নয়; "আমাদের এলাকার পরবর্তী নির্বাচনে কে প্রার্থী, তাঁর নীতি কী এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষয়ে তাঁর অবস্থান কী?"–এই প্রশ্নও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভাজন যদি আমেরিকাতেও হুবহু বহন করি, তাহলে আমরা নিজেদের শক্তিকেই দুর্বল করি। ধরা যাক, একটি এলাকায় হাজার হাজার বাংলাদেশি বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আওয়ামী লীগ সমর্থন করেন, কেউ বিএনপি, কেউ জামায়াত, কেউ অন্য কোনো দল বা মতের সমর্থক, আবার অনেকেই কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে তাঁদের মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু এলাকার একটি ভালো স্কুল, নিরাপদ রাস্তা, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা কিংবা কমিউনিটি সেন্টারের প্রয়োজন নিয়ে তাঁদের স্বার্থ তো একই। সেখানেই প্রয়োজন "ইস্যুভিত্তিক ঐক্য"। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে মতপার্থক্য থাকুক, কিন্তু আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির স্বার্থের প্রশ্নে আমরা একসঙ্গে কথা বলতে পারি। একজন ডেমোক্র্যাট, একজন রিপাবলিকান এবং একজন স্বতন্ত্র ভোটারও একটি স্থানীয় সমস্যার সমাধানে একই টেবিলে বসতে পারেন। এটাই পরিণত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। প্রবাসী রাজনীতিতে আরেকটি প্রবণতা দেখা যায়–কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সঙ্গে একটি ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করলেই আমরা কখনো কখনো সেটিকে রাজনৈতিক প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু প্রকৃত রাজনৈতিক সম্পর্ক তার চেয়ে অনেক গভীর। নির্বাচিত প্রতিনিধির অফিসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, কমিউনিটির সমস্যা লিখিতভাবে উপস্থাপন করা, টাউন হল সভায় অংশ নেওয়া, পাবলিক হিয়ারিংয়ে বক্তব্য দেওয়া, নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের নিয়ে ফোরাম আয়োজন করা এবং নির্বাচনের পরে তাঁদের প্রতিশ্রুতির জবাবদিহি চাওয়া–এসবই কার্যকর নাগরিক অংশগ্রহণ। কমিউনিটির সংগঠনগুলোকেও তাই শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা অভ্যন্তরীণ নির্বাচনকেন্দ্রিক না থেকে নাগরিক শিক্ষা ও নেতৃত্ব তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে হবে। ভোটার নিবন্ধন কর্মসূচি হতে পারে। তরুণদের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে শেখানো যেতে পারে। প্রার্থীদের নিয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা আয়োজন করা যেতে পারে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ছোট ব্যবসায়ী ও নতুন অভিবাসীদের তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

এভাবেই একটি অভিবাসী জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকানদের কথাও ভাবতে হবে।

তাদের অনেকের জন্ম আমেরিকায়। তারা এখানকার স্কুলে পড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং এখানেই পেশাজীবন গড়ে তুলছে।

বাংলাদেশ তাদের শিকড়ের অংশ, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাদের নাগরিক জীবনের বাস্তব ক্ষেত্র।

আমরা যদি তাদের সামনে প্রবাসী রাজনীতিকে শুধু বাংলাদেশের দলীয় সংঘাত, পাল্টাপাল্টি কমিটি, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থাপন করি, তাহলে তারা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতে পারে। বরং তাদের শেখানো দরকার–রাজনীতি মানে জনসেবা, ভোট, নীতি, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি।

আমাদের সন্তানদের মধ্যে ভবিষ্যতের সিটি কাউন্সিল সদস্য, বিচারক, স্টেট সিনেটর, কংগ্রেস সদস্য, মেয়র কিংবা আরও বড় জাতীয় নেতৃত্ব তৈরি হতে পারে। কিন্তু সেই নেতৃত্ব এক দিনে তৈরি হবে না। পরিবার ও কমিউনিটির ভেতর থেকেই নাগরিক অংশগ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশ ও রাজনৈতিক সংগঠনের স্বাধীনতা বিস্তৃত হলেও রাজনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আইন ও স্বচ্ছতার বিভিন্ন বিধান রয়েছে। বিশেষ করে কোনো বিদেশি রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি স্বার্থের পক্ষে নির্দিষ্ট ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফেডারেল আইন ও নিবন্ধনসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। তাই বিদেশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আবেগের পাশাপাশি আইন সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। প্রয়োজন হলে উপযুক্ত আইনগত পরামর্শ নেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ।

ভাদ্র শেষে শরতেও গ্রামবাংলায় তালের পিঠা

ফিচার ডেস্ক

ভাদ্র মাস এলেই বদলে যায় বাংলার গ্রামের চেনা চিত্র। বর্ষার শেষভাগে প্রকৃতিতে তখন শরতের আগমনী বার্তা। মাঠের ধারে কাশফুল দোল খেতে শুরু করে, আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায়। আর গ্রামের আনাচে-কানাচে পাকা তালের মিষ্টি গন্ধ জানান দেয়-এসেছে তালের পিঠার মৌসুম। তবে ভাদ্র শেষে শরতেও চলছে তালের পিঠা খাওয়ার ধুম।

ভাদ্র মাসের সঙ্গে তালের যেন এক গভীর সম্পর্ক। এ মাস এলেই গ্রামবাংলার প্রকৃতিতে দেখা মেলে তালের ব্যস্ততা। তালগাছের মাথায় ঝুলে থাকা পাকা তাল পাড়তে শুরু করেন গ্রামের মানুষ। আবার রাস্তার ধারে কিংবা বাড়ির আঙিনায় থাকা তালগাছের নিচেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় পাকা তাল।

শরতের এই প্রথম মাসের শুরু থেকেই গ্রামের হাট-বাজারগুলোতে তাল উঠতে শুরু করে। কোথাও স্তূপ করে রাখা হয় পাকা তাল, কোথাও আবার বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয় ঝুড়ি ভর্তি তাল। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে পাকা তালের মিষ্টি ঘ্রাণ। সেই ঘ্রাণে যেন মুখর হয়ে ওঠে বাজার।

ভাদ্রের শুরুতেই গ্রামের তালগাছগুলোর দিকে চোখ রাখেন অনেকেই। গাছের নিচে পড়ে থাকা পাকা তাল কুড়িয়ে নেওয়ার দৃশ্যও দেখা যায় হরহামেশাই। একটি পাকা তাল পাওয়ার আশায় শিশুরা কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের নিচে অপেক্ষা করে। তাদের চোখ থাকে তালগাছের ওপরে দিকে-কখন একটি পাকা তাল মাটিতে পড়বে, আর তারা ছুটে গিয়ে সেটি কুড়িয়ে নেবে। তাল পড়ার শব্দ শোনা মাত্রই শুরু হয় ছোট্ট সেই দৌড়। একটি পাকা তাল যেন তাদের কাছে তখন মহামূল্যবান কোনো আনন্দের উপহার।

পাকা তালের আগমনে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে চলে বিভিন্ন ধরনের তালের পিঠা তৈরির ধুম। এই আয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আত্মীয়-স্বজনের দাওয়াত আর পারিবারিক মিলনমেলার আনন্দও। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও কাছের মানুষদের দাওয়াত দেওয়া হয়। অনেক পরিবারে জামাইকে দাওয়াত করে তালের পিঠা খাওয়ানো ছিল ভাদ্র মাসের বিশেষ রীতি। জামাইয়ের জন্য আলাদা যত্নে তৈরি হতো তালের বড়া, পিঠা, পায়েসসহ নানা পদ।

এছাড়া মেয়ের শ্বশুরবাড়িতেও পাঠানো হতো তালের তৈরি নানান পদের খাবার। আর মেয়ের বাড়িতে তালের পিঠার আয়োজন হলে বাবার বাড়ি থেকে আত্মীয়-স্বজন যেতেন। এসব আয়োজনে খাবারের সঙ্গে থাকত আন্তরিক আপ্যায়ন, হাসি-আনন্দ আর দীর্ঘ সময়ের গল্প-আড্ডা। বাড়িতে তাল আনার পর শুরু হয় আসল কাজ। প্রথমে তালের খোসা ছাড়িয়ে শাঁস বের করা হয়। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে মেখে আঁশ থেকে তাল বের করা হয়। কেউ কেউ কয়েক ঘণ্টা তাল ভিজিয়ে রেখে পরে ছেঁকে নেন। তারপর সেই তালরসের সঙ্গে চালের গুঁড়া, নারকেল, গুড় বা চিনি মিশিয়ে তৈরি করা হয় পিঠার মিশ্রণ।

গ্রামের অনেক বাড়িতে এই কাজটি যেন ছোটোখাটো উৎসবের মতো। পরিবারের কয়েকজন মিলে তাল পরিষ্কার করেন, কেউ চালের গুঁড়া প্রস্তুত করেন, কেউ চুলায় আগুন ধরান। ছোটরা পাশে দাঁড়িয়ে আগ্রহ নিয়ে দেখে। পিঠা তৈরি হওয়ার আগেই তাদের চোখ থাকে রান্নাঘরের দিকে।

তালের পিঠা তৈরির সময় গ্রামের বাড়ির রান্নাঘরের পরিবেশটাই হয়ে ওঠে আলাদা। মাটির চুলায় জ্বলে কাঠ বা খড়ের আগুন। চুলার ওপর বসানো হয় কড়াই। গরম তেলে একে একে ছাড়া হয় তালের গোলা। কিছুক্ষণ পর সোনালি রং ধারণ করে ভেসে ওঠে পিঠা।

কোথাও তৈরি হয় তালের বড়া, কোথাও তালের পিঠা। আবার অনেকে তালের সঙ্গে নারকেল ও গুড় মিশিয়ে তৈরি করেন ভিন্ন স্বাদের পদ। পিঠা ভাজার সময় চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তালের মিষ্টি ঘ্রাণ। সেই ঘ্রাণ যেন মুহূর্তেই বাড়ির সবাইকে রান্নাঘরের কাছে টেনে আনে। গরম গরম পিঠা নামতেই ছোটদের আবদার 'একটা দাও।' বড়রা অবশ্য একটু অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু অপেক্ষা কি আর তাদের ভালো লাগে! পিঠা ঠান্ডা হওয়ার আগেই অনেক সময় শুরু হয়ে যায় খাওয়ার পর্ব।

একসময় এসব আয়োজন ছিল গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক অংশ। তালের মৌসুম মানেই ছিল আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া, আপনজনকে দাওয়াত করা এবং একসঙ্গে বসে মৌসুমি খাবারের স্বাদ নেওয়া। এখন সময় বদলেছে, ব্যস্ততা বেড়েছে, অনেক পুরোনো আয়োজনও হারিয়ে যাচ্ছে। তবে এমন নয় একদম হারিয়ে গেছে, এখনো দেশের অনেক গ্রামেই ভাদ্রের পাকা তালের ঘ্রাণে নতুন নতুন পিঠার আয়োজন হয়। এ পিঠা কেবল একটি খাবারের নাম নয়। এটি বাংলার গ্রামীণ জীবনের এক টুকরো গল্প, এক মুঠো শৈশব, আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলা এক মধুর ঐতিহ্য।

ঢাকা ঘিরে ভূমিকম্প বলয় এখনই প্রস্তুতির সময়

ফিচার ডেস্ক

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার সক্ষমতা বিজ্ঞান এখনো অর্জন করতে পারেনি। তাই ভূমিকম্প হবে কি না, এই প্রশ্নের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ভূমিকম্প হলে আমরা কতটা প্রস্তুত? সম্প্রতি বাংলাদেশে একের পর এক ছোট ও মাঝারি মাত্রার ভূকম্পন মানুষের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে ঢাকার কাছাকাছি উৎপত্তিস্থল হওয়া কয়েকটি ভূমিকম্প রাজধানীর ভূমিকম্প-ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্নকে সামনে এনেছে। ২০২৬ সালের ২২ জুন রূপগঞ্জে প্রায় ৪ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকার খুব কাছাকাছি ছিল। এর আগে ২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর নরসিংদীর মাধবদীতে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পও রাজধানীর নিকটবর্তী এলাকায় আঘাত হানে। এই ঘটনাগুলোকে বড় ভূমিকম্পের নিশ্চিত পূর্বাভাস বলা যাবে না। কিন্তু এগুলো আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক সংকেত, বিশেষ করে এমন একটি মহানগরের জন্য; যেখানে বিপুল জনসংখ্যা, ঘনবসতি, দুর্বল বা পুরোনো ভবন, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং সীমিত উদ্ধার-অবকাঠামো একসঙ্গে বিদ্যমান।

ঝুঁকি শুধু ভূমিকম্পে নয়, দুর্বল প্রস্তুতিতেও ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু ভূমিকম্পে কত মানুষ মারা যাবে, কত ভবন ধসে পড়বে কিংবা কতটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে, তার বড় অংশ নির্ভর করে মানুষের তৈরি পরিবেশের ওপর। গবেষণায় ঢাকার ভূমিকম্প-ঝুঁকির ক্ষেত্রে ভবনের নকশা, নির্মাণের মান, তদারকি এবং বিল্ডিং কোড অনুসরণের ঘাটতিকে গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ভূমিকম্প নিজে হয়তো ভবন নির্মাণ করে না; কিন্তু একটি দুর্বল ভবনকে ধসিয়ে দেওয়ার শক্তি তার আছে। একটি ভবন যদি প্রকৌশলগতভাবে নিরাপদ হয়, যথাযথ মাটি পরীক্ষা করা হয়, নকশা অনুমোদিত হয় এবং নির্মাণের প্রতিটি ধাপে মান বজায় থাকে। তাহলে একই মাত্রার ভূকম্পনের ক্ষতি অনেক কমানো সম্ভব। এখানেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

দুর্বল নির্মাণ কাঠামো: নীরব বিপদ

ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ভবনের বয়স, নকশা, নির্মাণসামগ্রী, ভিত্তি, মাটির ধরন ও নির্মাণপ্রক্রিয়ায় ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। কোথাও ভবন নির্মাণের সময় অনুমোদিত নকশা পরিবর্তন করা হয়েছে, কোথাও অতিরিক্ত তলা যুক্ত হয়েছে, আবার কোথাও ভবনের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়েছে। ভূমিকম্পের সময় এসব অনিয়ম একসঙ্গে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। রাজউকের সাম্প্রতিক উদ্যোগের মধ্যেও তাই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন শনাক্তকরণ, র‍্যাপিড ভিজ্যুয়াল অ্যাসেসমেন্ট এবং পর্যায়ক্রমে প্রকৌশলগত মূল্যায়নের কথা এসেছে। রাজউক চেয়ারম্যানও বলেছেন, ভবন ধসের ঝুঁকি শুধু ভবনের উচ্চতার ওপর নির্ভর করে না; নকশার ত্রুটি, মাটির অবস্থা এবং নির্মাণের অনিয়মও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সুতরাং এখন প্রয়োজন শুধু নতুন ভবনকে নিরাপদ করা নয়; পুরোনো ও বিদ্যমান ভবনগুলোর ভূমিকম্প-সহনশীলতা যাচাই করা।

বিএনবিসি ২০২০ আছে, বাস্তবায়ন কতটা : বাংলাদেশের জাতীয় বিল্ডিং কোড, বিএনবিসি ২০২০ সরকারিভাবে গেজেটভুক্ত হয়েছে এবং হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে এর পার্ট-১ ও পার্ট-২ প্রকাশিত রয়েছে। কিন্তু একটি কোড থাকা এবং সেটি বাস্তবে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা, দুটি ভিন্ন বিষয়। ভবনের নকশা অনুমোদনের সময় কাঠামোগত নিরাপত্তা যাচাই, নির্মাণকালে মান নিয়ন্ত্রণ, মাটি পরীক্ষা, রড-কংক্রিটের মান, অনুমোদিত নকশা অনুসরণ এবং নির্মাণ শেষে ব্যবহার সনদ–প্রতিটি ধাপেই কার্যকর তদারকি প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটির সরকারি তথ্যেও বিএনবিসি ২০২০-এর অধীনে ভবন নির্মাণসংক্রান্ত কারিগরি নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামোর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই প্রশ্ন হওয়া উচিত, আইন আছে কি না, শুধু তা নয়; আইন মাঠপর্যায়ে কতটা কার্যকর?

অপরিকল্পিত নগরায়ন ঝুঁকি বাড়াচ্ছে : ঢাকার ভূমিকম্প-ঝুঁকি শুধু ভবনের ভেতরে সীমাবদ্ধ নয়। রাস্তা, খোলা জায়গা, জলাধার, বিদ্যুৎ ও গ্যাসলাইন, হাসপাতাল, ফায়ার স্টেশন, সেতু এবং জরুরি যোগাযোগব্যবস্থা, সবকিছু মিলিয়েই একটি শহরের দুর্যোগ-সহনশীলতা তৈরি হয়। ভূমিকম্পের পর যদি সরু রাস্তার কারণে ফায়ার সার্ভিস বা উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে না পারে, যদি ধসে পড়া ভবনের কারণে পাশের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, যদি বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করা যায় কিংবা হাসপাতালগুলো অতিরিক্ত রোগীর চাপ সামলাতে না পারে, তাহলে একটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পও বড় মানবিক সংকটে পরিণত হতে পারে। ঢাকার ক্ষেত্রে তাই ভূমিকম্প-সহনশীল নগর পরিকল্পনা এখন আর ভবিষ্যতের বিষয় নয়; এটি বর্তমানের প্রয়োজন।

'ভেনিজুয়েলা' থেকে শিক্ষা, আতঙ্ক নয়: ২০২৬ সালের ভেনিজুয়েলার ভূমিকম্পের ভয়াবহতা বিশ্বকে আবারও দেখিয়েছে, ভূমিকম্পের ক্ষতি কেবল ভূতাত্ত্বিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না; ভবনের দুর্বলতা, মাটির বৈশিষ্ট্য, নগর পরিকল্পনা ও নির্মাণমান ক্ষয়ক্ষতিকে বহুগুণ বাড়াতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে সেখানে দুর্বল নির্মাণ, অনিরাপদ মাটি ও বিল্ডিং-কোড প্রয়োগের ঘাটতির বিষয় উঠে এসেছে। তবে বাংলাদেশকে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা ঠিক হবে না। দুই দেশের ভূতাত্ত্বিক, নগর ও সামাজিক বাস্তবতা ভিন্ন। বরং ওই দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা হলো, দুর্যোগের পর প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেয়ে দুর্যোগের আগে ঝুঁকি কমানো অনেক বেশি কার্যকর। এখন কী করা জরুরি?

প্রথমত, ঢাকাকে কেন্দ্র করে একটি জাতীয় ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এর আওতায় ওয়ার্ডভিত্তিক ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাজধানীর সব ভবন একসঙ্গে পরীক্ষা করার পরিবর্তে ঝুঁকির ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যেতে পারে। হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কেট, সরকারি ভবন, ফায়ার স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং জনসমাগমস্থল আগে পরীক্ষা করা জরুরি। তৃতীয়ত, পুরোনো ও সন্দেহজনক ভবনের জন্য র‍্যাপিড ভিজ্যুয়াল অ্যাসেসমেন্ট, ডিটেইলড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট, রেট্রোফিটিং বা প্রয়োজন হলে পুনর্নির্মাণ, এই তিন ধাপের ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থত, নতুন ভবনের ক্ষেত্রে বিএনবিসি ২০২০ বাস্তবায়নে শূন্য-সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করা দরকার। অনুমোদিত নকশা ছাড়া নির্মাণ, নকশাবহির্ভূত পরিবর্তন এবং নির্মাণমানের অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে। পঞ্চমত, শুধু ভবন নয়, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিযোগাযোগ ও পরিবহন অবকাঠামোরও ভূমিকম্প-ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে। ষষ্ঠত, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আর্থকোয়াক ড্রিল চালু করা প্রয়োজন। ভূমিকম্পের সময় কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, কীভাবে বের হতে হবে, লিফট ব্যবহার না করা, গ্যাস-বিদ্যুৎ বন্ধ করা এবং আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। সপ্তমত, ঢাকার প্রতিটি এলাকায় জরুরি সমাবেশস্থল বা এমার্জেন্সি ওপেন স্পেস চিহ্নিত করে তা সংরক্ষণ করতে হবে। ভূমিকম্পের পর খোলা জায়গা হবে মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। অষ্টমত, উদ্ধারকাজকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে। ড্রোন, জিআইএস, স্যাটেলাইট ডেটা, মোবাইল লোকেশন-ভিত্তিক জরুরি যোগাযোগ, এআই-ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন এবং ডিজিটাল কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করে দুর্যোগ-পরবর্তী সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া সম্ভব। নবমত, জনগণের জন্য একটি সহজ 'আর্থকোয়াক সেফটি কার্ড' চালু করা যেতে পারে; যেখানে ভূমিকম্পের আগে, সময় এবং পরে কী করতে হবে তা বাংলা ভাষায় সংক্ষেপে থাকবে। জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবেই দেখতে হবে : ভূমিকম্পকে শুধু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের বিষয় হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি জাতীয় অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, আবাসন, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ঢাকায় একটি বড় ভূমিকম্প হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ সাময়িকভাবে অচল হয়ে যেতে পারে। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সরবরাহব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হবে, হাসপাতালের ওপর চাপ বাড়বে এবং পুনর্গঠনে বিপুল অর্থ প্রয়োজন হবে।

ইশারায় যারা মনের কথা বলেন

ফিচার ডেস্ক

চারপাশে মানুষের কোলাহল। কেউ কথা বলছে, কেউ হাসছে, কেউ ডাকছে প্রিয়জনকে। কোথাও গাড়ির হর্ন, কোথাও দোকানির হাঁকডাক। নানা শব্দে ভরা এই পৃথিবীতেই এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের কাছে এসব শব্দ যেন অচেনা। তারা শুনতে পায় না চারপাশের কোনো শব্দ। অনেকের মুখেও উচ্চারিত হয় না কোনো শব্দও। তবে কি তাদের পৃথিবী নীরব? না। তাদেরও আছে কথা। আছে হাসি-কান্না, ভালোবাসা, অভিমান, স্বপ্ন আর অনুভূতি। শুধু সেই অনুভূতিগুলো প্রকাশের ভাষাটি একটু আলাদা। হাতের আঙুল, চোখের দৃষ্টি ও শরীরের নানা ভঙ্গির মাধ্যমে তারা মনের ভাব প্রকাশ করেন।

বর্ণমালা আবিষ্কারের আগে মানুষ নিজেদের মনের ভাব ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে শিকারের সময় এটি ছিল একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সময়ের সঙ্গে মানুষের ভাষা ও যোগাযোগব্যবস্থায় এসেছে নানা পরিবর্তন। তবে ইশারার ভাষা হারিয়ে যায়নি, বরং আধুনিক যুগেও এটি পেয়েছে নতুন গুরুত্ব। আজকের এই ইশারার ভাষা সাধারণ মানুষের যোগাযোগের জন্য নয়, বরং যাদের কথা বলা বা শোনার সক্ষমতা নেই, তাদের জন্য এটি হয়ে উঠেছে অনুভূতি ও ভাব প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইশারা ভাষার ইংরেজি হচ্ছে 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ'। এটি সাংকেতিক ভাষা বা প্রতীকী ভাষা নামেও পরিচিত। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে হাত ও বাহুর নড়াচড়ার মাধ্যমে মনের ভাব ও তথ্য আদান-প্রদানের পদ্ধতিই হলো ইশারা ভাষা। যখন মুখের ভাষায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না বা কোনো কারণে তা ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন ইশারা ভাষা যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য এই ভাষা জরুরি। মুখের বিকৃত ভঙ্গিমা, কাঁধের ওঠা-নামা কিংবা আঙুল তাক করাকে একধরনের মোটা দাগের ইশারা ভাষা হিসেবে গণ্য করা যায়। সভ্যতার বিকাশের আগে এমন ইশারা ভাষা প্রচলিত ছিল। তবে প্রকৃত অর্থে ইশারা ভাষা আরও সুসংগঠিত ও অর্থবহ। এতে হাত ও আঙুলের নির্দিষ্ট নড়াচড়া, ভঙ্গি এবং সূক্ষ্ম সংকেতের মাধ্যমে একটি ভাব, শব্দ কিংবা পুরো বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি ইশারার রয়েছে নির্দিষ্ট অর্থ।

নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির সমাবেশ
আওয়ামীলীগের বিক্ষোভ

347-646-7979

প্রথম পড়া ছোটদের উপন্যাস : রামের সুমতি

হুমায়ূন কবীর ঢালী

স্মৃতির ধুলোবালি উড়িয়ে যদি জীবনের অনেকটা পথ পেছনে ফিরে তাকাই, তবে ১৯৭৬ সালের সেই সোনালী দিনগুলো আজও আমার মনের ক্যানভাসে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। তখন আমি শরীফ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির এক কৌতূহলী ছাত্র। কৈশোরের সেই বয়সে দুনিয়াটাকে চেনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর চারপাশের চেনা গণ্ডির ভেতরেই অন্য এক জগত খোঁজার চেষ্টা ছিল সবসময়। ঠিক সেই সময়েই আমার জীবনে এক পরম বিস্ময় হয়ে দেখা দিয়েছিল অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি 'রামের সুমতি'। এটিই ছিল আমার জীবনের প্রথম পড়া ছোটদের উপন্যাস। বইটি পাওয়ার পেছনের গল্পটাও বেশ চমৎকার এবং স্মৃতিমধুর। আমার জ্যাঠাত ভাই রুহুল আমীন ঢালী উ তখন আমাদের স্কুলেই আমার চেয়ে দু-তিন ক্লাস ওপরে পড়ে। সে সম্ভবত অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সেই মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাকে এই চমৎকার বইটি উপহার দেওয়া হয়।
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন পেছনের দিকে তাকাই, তখন আমাদের সেই শরীফ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দূরদর্শিতার কথা ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তখন স্কুলে একটি দারুণ ও অনুকরণীয় রীতি ছিল–মেধাবী ছাত্রদের শুধু জড় কোনো ট্রফি বা মেডেল না দিয়ে, পুরস্কার হিসেবে চমৎকার সব বই উপহার দেওয়া হতো। কিশোর মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেওয়ার এই মহতী প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন আমাদের স্কুলের তৎকালীন পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক রহীম স্যার। তবে এই সৃজনশীল কাজে তাঁকে পেছন থেকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ ও প্রাণিত করেছিলেন আমাদের সহকারী শিক্ষক নজরুল স্যার। নজরুল স্যার ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা ও রুচিশীল একজন মানুষ।
তিনি শুধু শ্রেণিকক্ষেই পাঠদান করতেন না, বরং আমাদের প্যারেড ও স্কাউটসের শিক্ষক হিসেবেও ছিলেন ভীষণ জনপ্রিয়। ছাত্রদের মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুকুমার বৃত্তির বিকাশ কীভাবে ঘটাতে হয়, তা নজরুল স্যার খুব ভালো করেই জানতেন। তাঁরই পছন্দের তালিকায় থাকা সেই 'রামের সুমতি' একদিন রুহুল আমীনের হাত ঘুরে আমার টেবিলে এসে হাজির হলো।
'রামের সুমতি' বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই হৃদয়স্পর্শী রচনাটিকে নিয়ে অবশ্য সাহিত্যিক মহলে কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। অবয়ব ও কাঠামোগত কারণে কেউ কেউ এটিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলতে নারাজ; তাঁরা এটিকে শরৎচন্দ্রের একটি 'বড় গল্প' বা দীর্ঘ গল্প হিসেবেই বিবেচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে এটি গল্প হোক কিংবা উপন্যাস, এর ভেতরের চিরন্তন মানবিক আবেদন ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা যেকোনো মলাটবদ্ধ উপন্যাসের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে এই অমর সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এক দারুণ ইতিহাস। ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসের কথা। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার) একটি সরকারি অফিসে চাকরি করেন। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের ক্লান্তি দূর করতে তিনি এক মাসের ছুটি নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। এই সংক্ষিপ্ত স্বদেশবাসকালীন সময়ে তাঁর মাতুল (মামা) উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তৎকালীন বিখ্যাত 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে একদিন তাঁর আকস্মিক পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্রের ভেতরের লেখকসত্তাকে চিনতে ফণীবাবুর একদমই দেরি হয়নি। তিনি প্রথম সাক্ষাতেই ফণীবাবু তাঁর কাগজে লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অনুরোধ জানান। স্বভাবসুলভ বিনয়ে শরৎচন্দ্র কথা দেন যে, রেঙ্গুনে ফিরে গিয়েই তিনি তাঁর জন্য লেখা পাঠিয়ে দেবেন।
কথা নড়চড় করার মানুষ শরৎচন্দ্র ছিলেন না। রেঙ্গুনে পৌঁছানোর পর পরই তিনি তাঁর কলমের জাদুতে ফুটিয়ে তুললেন এক অবাধ্য অথচ সরল কিশোরের গল্প–'রামের সুমতি'। পাণ্ডুলিপিটি হাতে পাওয়ার পর ফণীন্দ্রনাথ পাল অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁর সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকার ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় এটি দুই কিস্তিতে প্রকাশ করেন। গ্রন্থাকারে এটি প্রথম আলোর মুখ দেখে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে।
যমুনার পাতায় 'রামের সুমতি' প্রকাশিত হওয়া মাত্রই বাংলা সাহিত্য জগতে যেন এক বিশাল তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। এক গল্প লিখেই শরৎচন্দ্র রাতারাতি একজন মহাশক্তিশালী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক হিসেবে পাঠক ও বিদগ্ধ সাহিত্যিক মহলে নিজের স্থান পাকা করে নিলেন। তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্যের পর তৎকালীন নবপ্রকাশিত ও অত্যন্ত প্রভাবশালী 'ভারতবর্ষ' এবং 'সাহিত্য' পত্রিকার কর্তৃপক্ষও তাঁদের সাময়িকীর জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে লেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। শরৎচন্দ্র যমুনার পাশাপাশি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেও নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। তবে একসময় ব্যস্ততা ও নানাবিধ কারণে যমুনার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি কেবল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্যই একনিষ্ঠভাবে লিখতে থাকেন। পরবর্তীতে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স' শরৎচন্দ্রের একের পর এক কালজয়ী বইগুলো প্রকাশ করতে শুরু করে, যা বাংলা প্রকাশনা জগতের ইতিহাসকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল।
আমার আজও মনে আছে, জ্যাঠাত ভাইয়ের ঘর থেকে বইটি যখন আমার হাতে এলো, তখন তার প্রচ্ছদ আর ভেতরের অক্ষরের মায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কৌতূহলবশত উপন্যাসের প্রথম প্যারাটি পড়তে গিয়েই আমি যেন এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রথম কয়েকটি লাইন পড়ে রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম। সেখানে লেখা ছিল:
"রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন্? দিক দিয়া কিভাবে দেখা

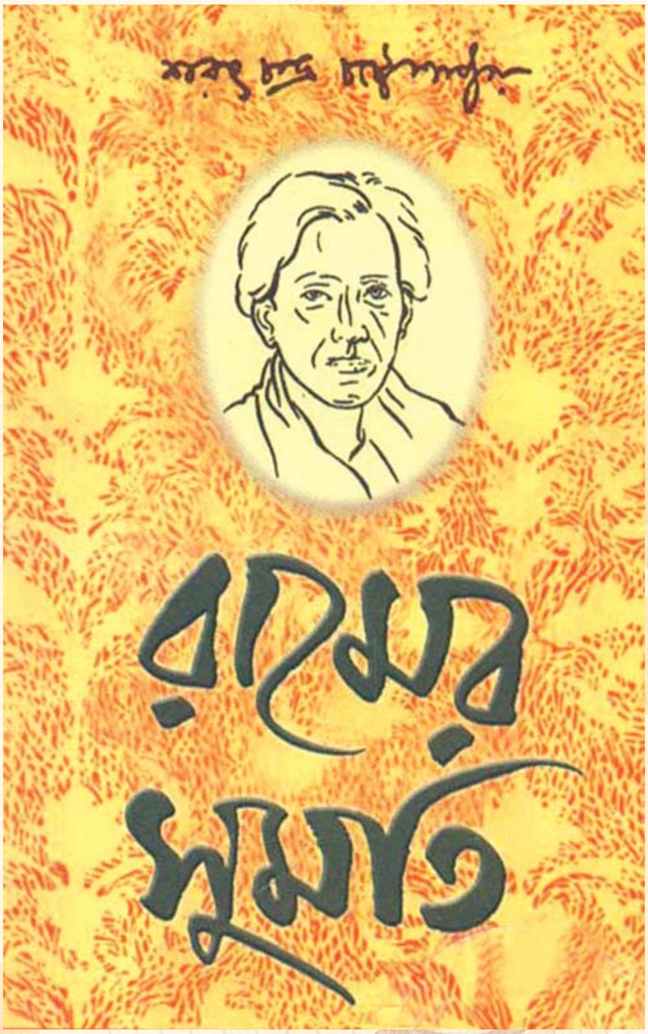

দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু, সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারিতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত।
তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু'-দশ ঘর বাগদী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন,–সে আজ তের বছরের কথা–সেই বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বৎসরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তেরো বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।"
এই একটিমাত্র অনুচ্ছেদ আমার কিশোর মনকে উপন্যাসের সেই চেনা-অচেনা গ্রামীণ পরিমণ্ডলে টেনে নিয়ে গেল। একবার পড়া শুরু করার পর চারপাশের বাস্তব জগৎটা যেন আমার চারপাশ থেকে বিলীন হয়ে গেল। খাওয়া-নাওয়া, খেলাধুলা সবকিছু ভুলে আমি বইয়ের পাতায় ডুবে রইলাম। শুরু থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত না গিয়ে আমি দম ফেলার সুযোগ পাইনি। জীবনের প্রথম হাতে পাওয়া কোনো সাহিত্যকীর্তি এমন গোগ্রাসে গিলে খাওয়ার আনন্দই আলাদা। সত্যি বলতে, আমার মনের ভেতর বই পড়ার, সাহিত্যের ভেতরে অবগাহন করার যে চিরস্থায়ী নেশা ও ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল, তার মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল এই 'রামের সুমতি'র হাত ধরেই।
'রামের সুমতি'র মূল গল্পটি গড়ে উঠেছে দুই সৎ ভাই–শ্যামলাল ও রামলালের মনস্তত্ত্ব এবং তাদের পারিবারিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে। শ্যামলাল বয়সে রামের চেয়ে অনেক বড়, সংসারী ও দায়িত্বশীল।
অন্যদিকে, রামলাল যখন মাত্র আড়াই বছরের এক দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখন তার মা মারা যান। মৃত্যুর আগে মা তাঁর এই অবুঝ সন্তান এবং বিশাল সংসারের ভার তুলে দিয়ে যান তাঁর মাত্র তেরো বছর বয়সী বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে। সেই তেরো বছরের বালিকা থেকে আজকের পূর্ণাঙ্গ গৃহিণী হয়ে ওঠার যাত্রায় নারায়ণী নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি মমতায়, কোলে-পিঠে করে আগলে মানুষ করেছে রামকে। তাই রামের কাছে তার এই বড় ভাইয়ের বউ তথা বউদি কেবল সম্পর্কের কেউ ছিল না, সে ছিল তার পরম জননী, তার পুরো পৃথিবী।
সময়ের সাথে সাথে রামের বয়স এখন ষোলো। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে তার দুষ্টুমি আর অবাধ্যতাও আকাশ ছুঁয়েছে। গ্রামের এমন কোনো মানুষ নেই, যে তার উৎপাতে অতিষ্ঠ নয়। কিন্তু এই চরম দুরন্তপনা আর অবাধ্যতার আড়ালে রামের ভেতরে ছিল এক অদ্ভুত সরল ও সংবেদনশীল মন, যার চাবিকাঠি ছিল কেবল তার বউদির স্নেহের আঁচলে।
গল্পের মোড় ঘোরে তখন, যখন নারায়ণী একবার মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সাতদিন পার হয়ে গেলেও যখন বউদির গায়ের তীব্র জ্বর কমে না, তখন রামের ভেতরের অস্থিরতা হিংস্র রূপ নেয়। সে সোজা ডাক্তারের কাছে গিয়ে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে আসে–ভালো মানের কুইনাইন দিয়ে যদি তার বউদির জ্বর অবিলম্বে না কমানো যায়, তবে ডাক্তারের সাধের আমবাগান সে তছনছ করে দেবে! বউদির প্রতি এই অবুঝ অথচ গভীর ভালোবাসাই রামের চরিত্রের মূল সৌন্দর্য।
কিন্তু এই নিটোল সংসারে বিষের বাষ্প নিয়ে আগমন ঘটে নারায়ণীর মা দিগম্বরীর। সংকীর্ণমনা ও কুটিল স্বভাবের এই প্রবীণ নারী রামের এই অধিকারবোধ ও অবাধ্যতাকে একদমই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি প্রতিনিয়ত রামের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করতে শুরু করেন। রামের শখের বসে লাগানো একটি প্রিয় অশ্বত্থ গাছ তিনি নির্মমভাবে উপড়ে ফেলেন।
শুধু তাই নয়, রামের প্রাণপ্রিয় দুটি পোষা মাছ ছিল, যাদের সে ভালোবেসে নাম রেখেছিল 'কার্তিক' ও 'গণেশ'। দিগম্বরী বুড়ি চরম নিষ্ঠুরতায় বাঘা মাঝিকে দিয়ে রামের সাধের সেই পোষা মাছ একটিকে রান্নার জন্য ধরিয়ে আনেন।
নিজের পরম যত্নের আবেগে এমন নির্মম আঘাত কিশোর রাম সহ্য করতে পারেনি। ক্রোধে অন্ধ হয়ে সে একদিন দিগম্বরী বুড়ির দিকে একটি শক্ত পেয়ারা ছুঁড়ে মারে। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে সেই পেয়ারাটি বুড়ির গায়ে না লেগে গিয়ে লাগে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, মেঝের ওপর বসে থাকা বউদি নারায়ণীর কপালে। কপাল কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায়।

এই চরম ঘটনার পর শান্ত ও সহনশীল বড় ভাই শ্যামলাল আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দুই ভাইয়ের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি চিরতরে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং কড়া ভাষায় নারায়ণীকে নির্দেশ দেন, সে যেন আর কোনোদিন রামের সাথে কোনো কথা না বলে বা যোগাযোগ না রাখে।
বউদির সাথে বিচ্ছেদ, ঘরের মাঝে এক অদৃশ্য দেয়ালের অন্তরাল এবং সমস্ত আপনজনের হঠাৎ তৈরি হওয়া এই শূন্যতা রামের ভেতরের অহংকার ও অবাধ্যতার দেওয়ালটাকে এক নিমেষে গুঁড়িয়ে দেয়। নিজের ভুলগুলো সে আয়নার মতো পরিষ্কার দেখতে পায়।
একাকীত্ব আর অনুশোচনার আগুনে পুড়ে অবশেষে সেই অবাধ্য, দুর্দান্ত কিশোরটির ভেতরে জন্ম নেয় এক শান্ত, সুবোধ মানুষ–ঘটে তার জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত 'সুমতি'।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রকে অত্যন্ত নিখুঁত তুলির টানে এঁকেছেন। এই কাহিনীর মূল চালিকাশক্তি চরিত্রগুলো হলো:
রামলাল: উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। একাধারে চরম দুরন্ত, অবাধ্য, গ্রামীণ কিশোর, আবার অন্যদিকে বউদির প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসায় অন্ধ এক সরল বালক।
শ্যামলাল: রামের বৈমাত্রেয় বড় ভাই। সংসারী, কিছুটা কঠোর কিন্তু লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড না করা এক নীতিবান পুরুষ।
নারায়ণী: শ্যামলালের স্ত্রী এবং রামের বউদি। এই উপন্যাসের সবচেয়ে মহিমান্বিত চরিত্র, যিনি মাতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।
দিগম্বরী: নারায়ণীর মা ও শ্যামলালের শাশুড়ি। উপন্যাসের খলচরিত্র বা নেতিবাচক প্রভাবক, যাঁর কুটিলতা কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
গোবিন্দ: শ্যামলাল ও নারায়ণীর ছোট ছেলে, অর্থাৎ রামের আদরের ভাইপো।
ভোলা ও নৃত্যকালী: রামের একান্ত সহযোগী এবং তাদের বাড়ির বিশ্বস্ত গৃহভৃত্য।
এই চিরন্তন মানবিক আবেদনময় গল্পটি শুধু বইয়ের পাতার অক্ষরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এর নাট্যগুণ ও গভীর আবেগের কারণে দুই বাংলার রূপালী পর্দার পরিচালকদের বারবার আকর্ষণ করেছে।
প্রথমবারের মতো ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতের প্রেক্ষাপটে (দেশভাগের ঠিক অবয়বে) বিখ্যাত পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'রামের সুমতি' গল্পটি অবলম্বনে একই সাথে হিন্দি ও বাংলা–উভয় ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সেই সাদা-কালো যুগে চলচ্চিত্রটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হিন্দি সংস্করণে রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাকুর এবং বাংলা সংস্করণে রামের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন স্বগত। এছাড়া বড় ভাই শ্যামলালের চরিত্রে জহর গাঙ্গুলি এবং স্নেহময়ী বউদি নারায়ণীর চরিত্রে কিংবদন্তি অভিনেত্রী মলিনা দেবী এক অবিস্মরণীয় অভিনয় উপহার দেন। ছবিটিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ছবি রায়, প্রফুল্লবালা, রাজলক্ষ্মী দেবী ও শিশির ভট্টবল প্রমুখ।
এর ঠিক বহু বছর পর, ১৯৮৫ সালে স্বাধীন বাংলাদেশেও এই কালজয়ী গল্পটিকে সেলুলয়েডে বন্দি করা হয়। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছিলেন প্রখ্যাত পরিচালক শহিদুল আমিন। এই চলচ্চিত্রে রামের সেই চিরচেনা দুরন্ত চরিত্রটিকে রূপালী পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন পরিচালকের নিজের সুযোগ্য পুত্র জয়। শ্যামলালের গম্ভীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শক্তিমান অভিনেতা প্রবীর মিত্র এবং বাঙালি মায়ের শাশ্বত রূপ নিয়ে বউদি নারায়ণীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেত্রী ববিতা। এছাড়াও অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে রওশন জামিল, সুচন্দা, সাইফুদ্দিন, আশীষ কুমার লোহ, সাদেক বাচ্চু এবং এটিএম শামসুজ্জামানের মতো প্রখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয় ছবিটিকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। চলচ্চিত্রটি শুধু ব্যবসাই করেনি, বরং গুণগত মানের জন্য তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে ইতিহাস তৈরি করেছিল। এই চলচ্চিত্রে অসাধারণ ও জীবন্ত অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ কিশোর অভিনেতা জয় 'শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী' এবং মেকআপ ও অভিনয়ের জাদুতে মুগ্ধ করে ববিতা 'শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী' বিভাগে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানজনক জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।
আজকের এই যান্ত্রিক সময়ে বসে যখন পেখম তোলা শৈশবের দিনগুলোর কথা ভাবি, তখন মনে হয়–'রামের সুমতি' কেবল একটা বই ছিল না, ওটা ছিল আমার কল্পনার ডানায় ভর করে এক নতুন পৃথিবীর খোঁজে বেড়িয়ে পড়ার ছাড়পত্র। শরৎচন্দ্রের সেই রামলাল হয়তো একসময় সুমতির দেখা পেয়েছিল, আর আমার ভেতরে থাকা পাঠকটি দেখা পেয়েছিল সাহিত্যের এক অন্তহীন মহাসমুদ্রের। শৈশবের সেই প্রথম উপন্যাসের সুবাস আজও আমার লেখক সত্তাকে আবিষ্ট করে রাখে।

খবর
www.khabor.com

জোছনার জলের কাছে

গল্প

শিব্বীর আহমেদ

নিউ ইয়র্কের তপ্ত দুপুরের রেশ তখনও বাতাসে ভারী হয়ে মিশে আছে। সামারের এই বিশেষ শনিবারটিতে শহরের কংক্রিটের জঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল রিহান। ওর পরনে একটা হালকা নীল লিনেন শার্ট, চোখে গাঢ় সানগ্লাস। লং আইল্যান্ড এক্সপ্রেসওয়ের চিরচেনা ট্রাফিক জ্যাম পেরিয়ে যখন সে জোন্স বিচের কাছাকাছি পৌঁছাল, সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে কিছুটা হেলে পড়েছে। আটলান্টিকের নোনা বাতাসের একটা ঝাপটা গাড়ির জানলা দিয়ে এসে রিহানের চুলে বিলি কেটে গেল। সেই বাতাসের ঘ্রাণে যেন এক অদ্ভুত মুক্তির স্বাদ ছিল। রিহান জানত, আজ শুধু মুক্তির দিন নয়, আজ প্রাপ্তিরও দিন। দীর্ঘ তিন বছর পর সে আজ আবার পায়েলের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।

জোন্স বিচের ৬ নম্বর পার্কিং লটে গাড়িটা রেখে ও যখন বালির ওপর পা রাখল, পায়ের নিচে গরম বালির স্পর্শ ওকে মনে করিয়ে দিল–এই তপ্ত বালির মতোই ওর বুকের ভেতর এক ধরণের দহন কাজ করছে গত কয়েকদিন ধরে। পায়েল, যার হাসিতে শরতের মেঘমুক্ত আকাশ দেখা যায়, আর যার চোখের গভীরে তাকালে মনে হয় কোনো শান্ত হ্রদে গভীর নীল নৌকো ভাসছে। ঠিক তখনই টুং টাং শব্দ করে ফোনটা জানান দিল মেসেজ এসেছে। রিহান পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখল। পায়েলের মেসেজ এসেছে,

'আমি ট্রেনের ধকল কাটিয়ে জ্যামাইকা স্টেশনে, বাস ধরছি। আর আধা ঘণ্টা।'

রিহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও জানে, পায়েলের জন্য অপেক্ষা করাটাও এক ধরণের শিল্প। এই অপেক্ষার প্রতিটা সেকেন্ড যেন রিহানকে সেই পুরনো দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যখন তারা প্রথমবার এই শহরে একে অপরের হাত ধরেছিল।

পায়েল আসছিল ম্যানহাটন থেকে। ট্রেনের ভিড় আর সামারের ভ্যাপসা গরম কাটিয়ে ও যখন বিচে পৌঁছাল, রিহান দূর থেকে ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বিকেলের মায়াবী সোনালি আলো পায়েলের গাঢ় খয়েরি চুলে খেলা করছে। ও একটা ধবধবে সাদা ম্যাক্সি ড্রেস পরেছে, যা সমুদ্রের তীব্র বাতাসে অবাধ্য হয়ে উড়ছে। দূর থেকে ওকে কোনো স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার মতো লাগছিল। কাছে আসতেই পায়েল ওর সানগ্লাসটা মাথার ওপর তুলল। ওর চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও ঠোঁটের কোণে সেই চিরচেনা মায়াবী হাসিটা লেপ্টে ছিল। পায়েল রিহানের খুব কাছে এসে দাঁড়াল, সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে মৃদু স্বরে বলল,

'অনেক দেরি করে ফেললাম, তাই না রিহান? নিউ ইয়র্কের ট্র্যাফিক আর এই সামার হিট যেন আজ আমায় পরীক্ষা নিচ্ছিল।'

রিহান শুধু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। কোনো উত্তর দিল না। ও বুঝতে পারল, তিন বছরে অনেক কিছু বদলে গেলেও পায়েলের গলার স্বর সেই আগের মতোই আছে–শান্ত আর স্নিগ্ধ। রিহান নিজের আবেগ সংবরণ করে হাসল।

'অপেক্ষা যখন তোমার জন্য, তখন সময়টা আসলে কোনো বিষয় নয়।'

দুজন পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। আটলান্টিকের নীল ঢেউগুলো তখন তীরের বালি ছুঁয়ে বারবার ফিরে যাচ্ছিল। মানুষের ভিড় ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে, কারণ সবাই বিচের বোর্ডওয়াক বা রেস্তোরাঁগুলোর দিকে ছুটছে। কিন্তু রিহান আর পায়েল হাঁটছিল জলের একদম কিনারা দিয়ে। নোনা জল এসে বারবার তাদের পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

রিহান লক্ষ্য করল পায়েল খুব চুপচাপ হয়ে গেছে। ও সমুদ্রের দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে আকাশ আর জল মিলেমিশে একাকার। রিহান জিজ্ঞেস করল,

'কেমন চলছে তোমার পিএইচডি? কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেই ব্যস্ত দিনগুলো কি এখনও তোমাকে খুব নাজেহাল করে?'

পায়েল একটু ম্লান হাসল। 'শহরটা বড্ড দ্রুত দৌড়ায় রিহান। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি দম হারিয়ে ফেলছি। লাইব্রেরির বই আর ল্যাবের ধোঁয়াটে পরিবেশের বাইরে যে একটা পৃথিবী আছে, সেটা আজ এই সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন করে মনে পড়ছে। কিন্তু তুমি বলো, এই তিন বছরে তুমি নিজেকে কতটা বদলেছ?'

রিহান একটু থামল। পায়ের আঙুল দিয়ে ভেজা বালির ওপর অর্থহীন কিছু একটা আঁকার চেষ্টা করে বলল,

'আমি বদলাইনি পায়েল, শুধু অভ্যস্ত হয়ে গেছি। একাকীত্বের সাথে, অফিসের কীবোর্ডের শব্দের সাথে আর তোমার স্মৃতির সাথে। নিউ ইয়র্ক শহরটা আমাদের অনেক কিছু দেয়। কিন্তু বিনিময়ে অনেক কিছু কেড়েও নেয়। আজ এই বিচে আসার সময় ভাবছিলাম, আমাদের শেষ দেখাটাও তো এক সামারের বিকেলেই হয়েছিল।'

পায়েল থমকে দাঁড়াল। ওর চোখে এক মুহূর্তের জন্য বিষণ্ণতা খেলে গেল। ও রিহানের হাতটা আলতো করে ধরল।

'পুরনো কথা থাক না আজ। আমরা কি আজকের এই দিনটাকে একটু অন্যভাবে কাটাতে পারি না? কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অতীত নেই–শুধু আমি, তুমি আর এই বিশাল সমুদ্র।'

রিহান পায়েলের চোখের দিকে তাকাল। সেই চোখে তখন বিকেলের শেষ সূর্যের আভা প্রতিফলিত হচ্ছে। ও বুঝতে পারল, পায়েল ঠিকই বলেছে। স্মৃতি মাঝে মাঝে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু বর্তমান হলো এক উপহার। তারা বিচের একটু নির্জন উত্তর দিকে এগিয়ে গেল, যেখানে বড় বড় পাথরগুলোর আড়ালে মানুষের আনাগোনা একদম নেই বললেই চলে। সেখানে রিহান ঘাসের ওপর বিছিয়ে দেওয়ার মতো একটা চাদর বের করল। সূর্য তখন ডুবতে শুরু করেছে। আকাশটা তখন এক অদ্ভুত ক্যানভাস–বেগুনি, কমলা আর গাঢ় নীল রঙের এক অপার্থিব খেলা চলছে সেখানে। রিহান চাদরটা বিছিয়ে দিয়ে বলল,

'বস পায়েল। আজ আকাশে 'সুপারমুন' দেখা যাবে। সামারের সবচেয়ে বড় আর উজ্জ্বল চাঁদ। জোয়ারের জল যখন বেড়ে উঠবে, তখন সেই জোছনার আলোয় সমুদ্রের রূপ দেখার মতো হবে।'

পায়েল বসল। ওর দীর্ঘ সাদা ড্রেসটা বালির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ও হাঁটু জড়িয়ে ধরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। সমুদ্রের গর্জন এখন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বিচের কোলাহল যেন কোনো জাদুমন্ত্রে উবে গেল। দূরে বোর্ডওয়াকের হলদেটে আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছে, যা দেখতে অনেকটা নক্ষত্রপুঞ্জের মতো। কিন্তু তাদের সামনে শুধু অন্তহীন কালো জলরাশি আর ঢেউয়ের অবিরত শব্দ। রিহান লক্ষ্য করল পায়েলের কাঁধটা একটু কাঁপছে। সামারের রাত হলেও সমুদ্রের বাতাসে একটা শিরশিরে ভাব আছে। ও নিজের লিনেন শার্টের ওপর থাকা পাতলা জ্যাকেটটা খুলে পায়েলের কাঁধের ওপর জড়িয়ে দিল। পায়েল চমকে উঠে রিহানের দিকে তাকাল। তারপর আলতো করে রিহানের কাঁধে মাথা রাখল।

'ধন্যবাদ রিহান। জানো, এই মুহূর্তটার জন্য আমি মনে হয় কয়েক জন্ম ধরে অপেক্ষা করছিলাম।'

রিহানের মনে হলো ওর বুকের ভেতর জমে থাকা দীর্ঘদিনের পাথরটা এক লহমায় গলে জল হয়ে গেল। ও পায়েলের চুলের ঘ্রাণ নিল। সেই পরিচিত শ্যাম্পুর সুবাস ওর স্নায়ুগুলোকে শান্ত করে দিল। ও জানত, আজকের এই রাতটা সাধারণ কোনো সামার নাইট নয়। আজ রাতে চাঁদ উঠবে, সমুদ্র ফুঁসে উঠবে, আর তাদের হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা কথাগুলো জোছনার জলের মতো টলমল করে উঠবে। তারা দুজনেই জানত, এই প্রশান্তিটুকুর জন্যই তারা এই বিশাল শহরে টিকে আছে। ঠিক তখনই পূর্ব আকাশে দিগন্তের ওপার থেকে এক বিশাল আগুনের গোলার মতো চাঁদের অগ্রভাগ উঁকি দিল। কোনো এক জাদুকরের ইশারায় যেন পুরো পৃথিবীটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শুরু হলো সেই প্রতীক্ষিত প্রহর। রিহান পায়েলের কানে ফিসফিস করে বলল, 'তাকাও পায়েল, আজ রাতে জোছনার জল শুধু আমাদের গল্প শুনবে।'

চাঁদ যত উপরে উঠতে লাগল, তার রঙ বদলাতে শুরু করল। দিগন্তের সেই রক্তিম আভা কাটিয়ে চাঁদ যখন মাঝ আকাশে থিতু হলো, তখন তা হয়ে উঠল একদম সাদা–বরফের মতো শীতল আর স্বচ্ছ। সেই তীব্র জোছনা যখন আটলান্টিকের ঢেউয়ের মাথায় আছড়ে পড়তে শুরু করল, মনে হলো কেউ যেন তরল হীরে ছিটিয়ে দিয়েছে সমুদ্রের বুকে। রিহান আর পায়েল দুজনেই স্তব্ধ হয়ে সেই রূপ দেখছিল। একটু আগেও যে জলরাশিকে গাঢ় কালো আর রহস্যময় মনে হচ্ছিল, চাঁদের জাদুকরী স্পর্শে তা এখন রূপালি চাদরে ঢাকা পড়েছে।

পায়েল মুগ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর সাদা ম্যাক্সি ড্রেসটা জোছনার আলোয় আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ও রিহানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রিহান, চলো না জলের একদম কাছে যাই। দেখো, ঢেউগুলো কেমন রূপালি ফেনার মুকুট পরে নাচছে।'

রিহান হাসল। পায়েলের ভেতরের সেই ছোট্ট মেয়েটি আজও হারিয়ে যায়নি। ও পায়েলের হাত ধরল। তারা যখন একদম জলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন জোয়ার শুরু হয়েছে। প্রতিটা ঢেউ গর্জন করে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাদের পা। বালিগুলো পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সমুদ্র তাদের নিজের গভীরে টেনে নিতে চাইছে। কিন্তু জলটা অদ্ভুতভাবে উষ্ণ ছিল, সারা দিনের প্রখর রোদের ওম তখনও সমুদ্রের নোনা জলের গভীরে লুকিয়ে আছে।

চাঁদের আলোয় পায়ের নিচের ভিজে বালিগুলো একদম শ্বেতপাথরের মতো চকচক করছিল। পায়েল হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

'রিহান, দেখো! আমাদের ছায়াগুলো বালির ওপর কেমন লম্বা হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে দুজন মানুষ নয়, দুটো দীর্ঘ স্মৃতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।'

রিহান পায়েলের মুখের দিকে তাকাল। চাঁদের আলো ওর মুখে পড়ে এক অপার্থিব শ্রী তৈরি করেছে। ও ধীর স্বরে বলল, 'স্মৃতিরা তো সবসময় দীর্ঘই হয় পায়েল। বিশেষ করে সেই স্মৃতিগুলো, যা আমরা মনের খুব গোপন কোণে সযত্নে লুকিয়ে রাখি।'

পায়েল একটু গম্ভীর হয়ে গেল। ও ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে আছে আমাদের সেই প্রথম দেখার দিনটা? ব্রুকলিন ব্রিজের ওপর দিয়ে যখন হাঁটছিলাম? আমি তখন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে নতুন ভর্তি হয়েছি। হাতে একগুচ্ছ ভারি বই আর মনে রাজ্যের ভয়। তুমি আমাকে রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছিলে।'

রিহান স্মৃতিতে ডুব দিল। 'হ্যাঁ, তুমি তখন এতই ঘাবড়ে ছিলে যে ম্যানহাটন বাউন্ড ট্রেনের বদলে কুইন্স বাউন্ড ট্রেনে উঠে পড়েছিলে। আর আমি? আমি ছিলাম এক গম্ভীর আইটি প্রফেশনাল, যে কিনা কোডিং ছাড়া আর কিছু বুঝত না। কিন্তু তোমার সেই ঘাবড়ে যাওয়া মুখটা দেখে কেন জানি মনে হয়েছিল, এই মেয়েটার হাত ধরা খুব প্রয়োজন।'

হাসির রোলে ভরে উঠল নির্জন বিচ। সমুদ্রের ঢেউ যেন সেই হাসিতে তাল মেলাচ্ছিল। রিহান তখন পকেট থেকে একটা ছোট্ট ব্লুটুথ স্পিকার বের করল। খুব মৃদু স্বরে বাজতে শুরু করল একটা ধ্রুপদী যন্ত্রসংগীত–বেহালা আর সেতারের এক চমৎকার মেলবন্ধন। সেই সুর আর জোছনার আলো মিলে বিচের সেই নির্জন কোণটিতে এক মায়াবী মণ্ডপ তৈরি করল। রিহান একটু ইতস্তত করে পায়েলের কোমরে হাত রাখল, পায়েলও পরম নির্ভরতায় হাত রাখল রিহানের কাঁধে। তারা ধীর লয়ে নাচতে শুরু করল সেই ভেজা বালির ওপর। চারপাশে কোনো দর্শক নেই, কোনো কোলাহল নেই–শুধু বিশাল চাঁদ আর অন্তহীন সমুদ্র সাক্ষী হয়ে আছে তাদের এই ফিরে পাওয়ার মুহূর্তের। পায়েল মাথা রাখল রিহানের বুকে। ও শুনতে পাচ্ছিল রিহানের হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন। ও ফিসফিস করে বলল, 'রিহান, মাঝে মাঝে মনে হয় এই শহরটা একটা গোলকধাঁধা। আমরা সবাই একে অপরের খুব কাছে থাকি, অথচ কত যোজন যোজন দূরত্ব আমাদের মাঝে। গত তিন বছরে কতবার ফোনটা হাতে নিয়েছি তোমার নামটা ডায়াল করার জন্য, কিন্তু প্রতিবারই মনে হয়েছে–আমি কি তোমার সেই ব্যস্ত জীবনে আর জায়গা পাব?'

রিহান পায়েলের চুলে মুখ ডুবিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'জায়গা তো তুমি কখনও ছাড়োনি পায়েল। অফিস মিটিংয়ের ফাঁকে, লং আইল্যান্ডের নির্জন ড্রাইভগুলোতে কিংবা মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে যেত–সবখানেই তুমি ছিলে। আমি আসলে ভয় পেতাম তোমার ক্যারিয়ারের পথে বাধা হতে। নিউইয়র্কের এই ইঁদুর দৌড়ে আমরা সবাই নিজের অজান্তেই একা হয়ে যাই।'

হঠাৎ একটা বিশাল বড় ঢেউ এসে তাদের হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে গেল। পায়েল চমকে উঠে রিহানকে সজোরে জাপটে ধরল। সেই আকস্মিক স্পর্শে এক বিদ্যুৎ খেলে গেল দুজনের শরীরে। ভিজে যাওয়া সাদা ড্রেসটা পায়েলের শরীরের সাথে লেপ্টে আছে, আর ওর চুলে জমে থাকা সমুদ্রের নোনা বিন্দুগুলো চাঁদের আলোয় মুক্তোর মতো চিকচিক করছে। রিহান আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ও ধীরে ধীরে ঝুঁকে এল পায়েলের ঠোঁটের খুব কাছে। সমুদ্রের নোনা স্বাদ, রাতের শীতলতা আর পায়েলের তপ্ত নিশ্বাসের উত্তাপ মিশে একাকার হয়ে গেল সেই প্রথম গভীর চুম্বনে। মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত সময় এক বিন্দুতে এসে থমকে গেছে।

মধু চুম্বনের পর পায়েল রিহানের বুকে মুখ লুকিয়ে হাঁপাতে লাগল। ওর গলার স্বর কাঁপছে।

'রিহান, যদি সময়টা এখানেই থমকে যেত? যদি আমাদের আর কখনও সেই যান্ত্রিক সাবওয়ে, সেই ল্যাপটপ আর ডাব্লিউ-টু ফরমের জীবনে ফিরে যেতে না হতো?'

রিহান ওর চিবুকটা আলতো করে উঁচিয়ে ধরল। 'সময় কখনও থমকে থাকে না পায়েল, কিন্তু আজকের এই রাতটা আমাদের মনের ভেতর আজীবন এই জোছনার জলের মতো টলমল করবে। কাল সকালে যখন আমরা শহরে ফিরব, তখন আমরা আর আগের সেই একা রিহান বা পায়েল থাকব না। আমরা থাকব একসূত্রে গাঁথা।'

রাত গভীর। পূর্ণ যৌবনে সমুদ্রের জোয়ার। ঢেউগুলো পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে সাদা ফেনা তৈরি করছে। রিহান আর পায়েল আবার চাদরের ওপর ফিরে এল। পায়েল রিহানের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। আকাশের তারাগুলো আজ চাঁদের দাপটে কিছুটা ম্লান, কিন্তু নিউইয়র্কের এই খোলা আকাশ থেকে সমুদ্রের ওপর তাকালে মনে হয় এক রূপালি চাদর বিছানো আছে। রিহান পায়েলের কপালে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবছিল–মানুষ আসলে কত অল্পেই খুশি হতে পারে, যদি সঠিক মানুষটি পাশে থাকে। জোন্স বিচের এই বালি আর জল আজ তাদের শিখিয়ে দিচ্ছে যে, জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহারগুলো আসলে কেনা যায় না, শুধু অনুভব করতে হয়।

পায়েল রিহানের আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, 'জানো রিহান, ছোটবেলায় শুনতাম চাঁদের বুড়ি সুতো কাটে। আজ মনে হচ্ছে সেই বুড়ি আমাদের দুজনের জীবনের সুতোগুলো দিয়ে এক নতুন নকশা বুনছে।'

রিহান হাসল, কিন্তু ওর পকেটের ভেতর থাকা সেই ছোট্ট মখমলের বাক্সটা ওর হাতের তালুতে এক মধুর চাপের সৃষ্টি করছিল। ও জানত, গল্পের আসল মোড় এখনও বাকি। জোছনার এই জল আজ শুধু তাদের ভিজিয়ে দেবে না, আজ এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করবে।

রাত তখন আড়াইটা ছুঁইছুঁই। আটলান্টিকের বুক চিরে আসা বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। তবে তাতে এখন আর কোনো অস্থিরতা নেই। সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন আগের চেয়ে একটু বেশি গম্ভীর, একটু বেশি ছন্দময়। রিহান আর পায়েল সেই সাদা চাদরটার ওপর চুপচাপ বসে আছে। পায়েলের মাথা রিহানের কাঁধে স্থির, আর রিহানের দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরের সেই দিগন্তরেখায়, যেখানে আকাশ আর জল এক মায়াবী অন্ধকারে মিশে গেছে। কিছুক্ষণ আগের সেই গভীর আবেগের রেশ এখনও তাদের চারপাশে এক অদৃশ্য বলয় তৈরি করে রেখেছে। পায়েল হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। ওর বড় বড় চোখ দুটোতে এখন জোছনার প্রতিচ্ছবি। ও রিহানের হাতের আঙুলগুলো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, 'রিহান, আমার খুব ভয় হয়। এই যে আমাদের চারপাশে এত বিশালতা, এত আলো–এগুলো কি কাল সকালে সূর্যের প্রথম আলোয় মিলিয়ে যাবে? নিউ ইয়র্ক শহরটা আমাদের এত সুযোগ দেয়, কিন্তু আমাদের মানসিক শান্তিটুকু চুষে নেয়। কাল থেকে আবার সেই ম্যানহাটনের উঁচু বিল্ডিংগুলোর ভিড়ে আমরা কি হারিয়ে যাব না?'

রিহান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও জানত পায়েলের এই সংশয়টা অমূলক নয়। ও আলতো করে পায়েলের চিবুক ধরে নিজের দিকে ফেরাল। ওর চোখে চোখ রেখে শান্ত স্বরে বলল, 'হারিয়ে যাওয়ার ভয় তাদেরই থাকে পায়েল, যাদের কোনো ফেরার ঠিকানা নেই। গত তিন বছরে আমি হয়তো তোমার থেকে কয়েক মাইল দূরে কুইন্সে থেকেছি, কিন্তু আমার ফেরার ঠিকানা সবসময় ছিলে তুমি। শহরটা নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু সেই শহরের ভিড়ে যখন আমরা একে অপরের হাত ধরে হাঁটব, তখন ওই কংক্রিটের জঙ্গলটা আমাদের কাছে অরণ্যের মতো সুন্দর মনে হবে। দূরত্ব তো শরীরের হয় পায়েল, আত্মার নয়।

আমাদের এই ভালোবাসা এই সমুদ্রের জলের মতো–যা বাষ্প হয়ে আকাশে যায় ঠিকই, কিন্তু আবার বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে এই বুকেই।'

পায়েলের চোখে জল চিকচিক করে উঠল। ও রিহানকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল। সমুদ্রের নোনা বাতাসের সাথে পায়েলের চুলের সুবাস মিশে এক অদ্ভুত আবেশ তৈরি করল। রিহান অনুভব করল, এটাই সেই মুহূর্ত। যে মুহূর্তের জন্য ও গত কয়েক মাস ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। ওর পকেটের ভেতর থাকা সেই ছোট্ট মখমলের বাক্সটা যেন এখন ওর হৃদপিণ্ডের চেয়েও দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে। ও বুঝতে পারছিল, জোছনার এই আলো, সমুদ্রের এই গর্জন আর এই নির্জনতা–সবই যেন আজ তাদের জন্যই সাজানো হয়েছে।

রিহান খুব সন্তর্পণে পকেট থেকে বাক্সটা বের করল। ও ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে ভেজা বালির ওপর বসল। পায়েল চমকে উঠে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। ওর নিশ্বাস যেন থমকে গেছে। রিহান বাক্সটা খুলল। জোছনার রূপালি আলো সেই হীরের আংটির ওপর পড়ে এক অদ্ভুত দ্যুতি ছড়াতে লাগল। মনে হলো আকাশের একটা নক্ষত্র সরাসরি রিহানের হাতে এসে ধরা দিয়েছে।

রিহান পায়েলের চোখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, 'পায়েল, এই তিন বছরে আমি একটা দিনও তোমাকে ছাড়া পূর্ণতা অনুভব করিনি। প্রতিদিনের কাজের শেষে যখন আমি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতাম, তখন জানলার বাইরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে শুধু তোমার কথা ভাবতাম। আমি চাই আমার জীবনের প্রতিটা জোছনা রাত তোমার সাথে কাটাতে। আমি চাই তুমি আমার সকালের কফি আর রাতের প্রার্থনায় থেকো। পায়েল, তুমি কি আমার হবে? তুমি কি আমায় অনুমতি দেবে তোমার বাকিটা জীবন আগলে রাখার?'

পায়েল কথা বলতে পারছিল না। ওর দুচোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ও শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। রিহান পরম মমতায় পায়েলের ডান হাতটা টেনে নিল এবং অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে দিল। সেই মুহূর্তে একটা বিশাল ঢেউ তীরের পাথরে আছড়ে পড়ে সাদা ফেনার চাদর ছড়িয়ে দিল তাদের চারপাশ। মনে হলো প্রকৃতি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের এই মিলনকে আশীর্বাদ করছে। পায়েল রিহানের হাত ধরে ওকে টেনে তুলল এবং গভীর আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরল। কান্নার তোড়ে ওর কথা আটকে যাচ্ছিল, ও শুধু ফিসফিস করে বলল, 'আমি সবসময় তোমারই ছিলাম রিহান। এই শহর, এই সমুদ্র–সবই জানে আমি কতটা তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।'

দুজন আবার সেই চাদরের ওপর ফিরে এল। তবে এখন ওদের বসার ধরনে এক নতুন সখ্যতা। রিহান পায়েলের মাথা নিজের কোলে টেনে নিল। পায়েল শুয়ে শুয়ে আকাশের উজ্জ্বল চাঁদটাকে দেখছিল। রিহান ওর কপালে হাত বোলাতে বোলাতে তাদের ভবিষ্যতের গল্প শোনানো শুরু করল।

'হয়তো একদিন এই সমুদ্রের তীরেই একটা ছোট কাঠের ঘর বানাবো তোমার জন্য। কোনো ট্র্যাফিক জ্যাম থাকবে না, থাকবে না কোনো অফিসের ডেডলাইন। সকালবেলা সমুদ্রের গর্জনে ঘুম থেকে জেগে উঠব আর রাত নামলে জোছনার জল দেখতে দেখতে বারান্দায় বসে চা খাব।'

পায়েল হাসল। 'আর সেই ঘরের একটা বড় লাইব্রেরি থাকবে তো রিহান? যেখানে আমরা আমাদের প্রিয় বইগুলো রাখব?'

রিহান ওর চুলে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'অবশ্যই থাকবে। আর সেই লাইব্রেরির জানলা দিয়ে সবসময় সমুদ্র দেখা যাবে। তুমি যখন বই পড়বে, তখন সমুদ্রের বাতাস তোমার চুলে বিলি কেটে দেবে।'

রাত যত গভীর হচ্ছে, জোন্স বিচের আবহাওয়া তত মায়াবী হয়ে উঠছে। দূরের বোর্ডওয়াকের আলোগুলো এখন আর কৃত্রিম মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওগুলো কোনো উৎসবের আলো। রিহান আর পায়েল এখন আর কোনো জটিল জাগতিক কথা বলছিল না। তারা বলছিল সেইসব ছোট ছোট আনন্দের কথা, যা তারা গত তিন বছরে একে অপরকে বলতে পারেনি। পায়েল রিহানের শার্টের বোতাম নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, 'জানো, আজ থেকে তিন বছর আগে আমরা যখন আলাদা হয়েছিলাম, তখন আমি ভেবেছিলাম এটাই হয়তো শেষ। কিন্তু আজ এই আংটিটা আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, কিছু সম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়ার জন্যই তৈরি হয় না।'

রিহান মাথা নাড়ল। 'সত্যিই তাই। ভালোবাসা অনেকটা এই সমুদ্রের মতো পায়েল। কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত। কিন্তু এর গভীরতা কখনও মাপা যায় না। আজ এই জোছনার জলের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা যে অঙ্গীকার করলাম, তা কোনোদিন ম্লান হবে না।'

পায়েল রিহানের বুকের ওপর হাত রেখে শান্ত হয়ে শুয়ে রইল। ও শুনতে পাচ্ছিল রিহানের হৃদপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ–যা এখন এক শান্ত ছন্দে বইছে। ভোরের আলো ফুটতে তখনও ঢের বাকি। জোছনার তীব্রতা এখন যেন তার চরম সীমায়। বালির কণাগুলো হীরের মতো জ্বলছে। এই নিস্তব্ধতায় শুধু সমুদ্রের অবিরত সুর বাজছে। রিহান আর পায়েল দুজনেই জানত, আজকের এই রাত তাদের জীবনের সমস্ত বিষণ্ণতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। তারা এখন আর একা নয়, তারা এখন এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা।

রাত প্রায় শেষ প্রহরে। আকাশের সেই তীব্র রূপালি চাঁদটা এখন পশ্চিমের দিকে কিছুটা হেলে পড়েছে, তার রঙেও এসেছে এক ধরণের ম্লান ভাব। সামারের রাতগুলো ছোট হয়, তাই ভোরের আগমনী বার্তা যেন একটু দ্রুতই চলে আসছে। জোন্স বিচের সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে রিহান আর পায়েল এখনও একইভাবে বসে আছে। দুজনের শরীর ক্লান্তিতে কিছুটা শিথিল হয়ে এলেও মনে এক অদ্ভুত সজীবতা। গত কয়েক ঘণ্টার জাদুকরী মুহূর্তগুলো তাদের মানসিকতাকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। তারা এখন আর সেই তিন বছর আগের বিচ্ছিন্ন দুজন মানুষ নয়; বরং এক নতুন অঙ্গীকারে আবদ্ধ এক জোড়া আত্মা।

পায়েল রিহানের কোল থেকে মাথা তুলে উঠে বসল। ওর সাদা ড্রেসের নিচের দিকটা ভেজা বালি আর নোনা জলে মাখামাখি হয়ে আছে, কিন্তু সেদিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। ও পরম মমতায় নিজের অনামিকার আংটিটার দিকে তাকাল। ভোরের হালকা আলোয় হীরেটা তখন এক স্নিগ্ধ আভা ছড়াচ্ছে। পায়েল রিহানের হাতটা নিজের গালের সাথে চেপে ধরে বলল, 'জানো রিহান, ভোরের এই সময়টা আমার খুব প্রিয়। যখন অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি, আবার আলোও পুরোটা ফুটে ওঠেনি। একটা সন্ধিক্ষণ। আমাদের জীবনটাও যেন এখন এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। পেছনে ফেলে আসা বিরহ আর সামনে এক অজানার পথে একসাথে পথচলা।'

রিহান হাসল। ও পকেট থেকে ফোন বের করে দেখল ভোর সাড়ে চারটে বাজে। ও দিগন্তের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'তাকাও পায়েল। আকাশটার রঙ বদলাচ্ছে।'

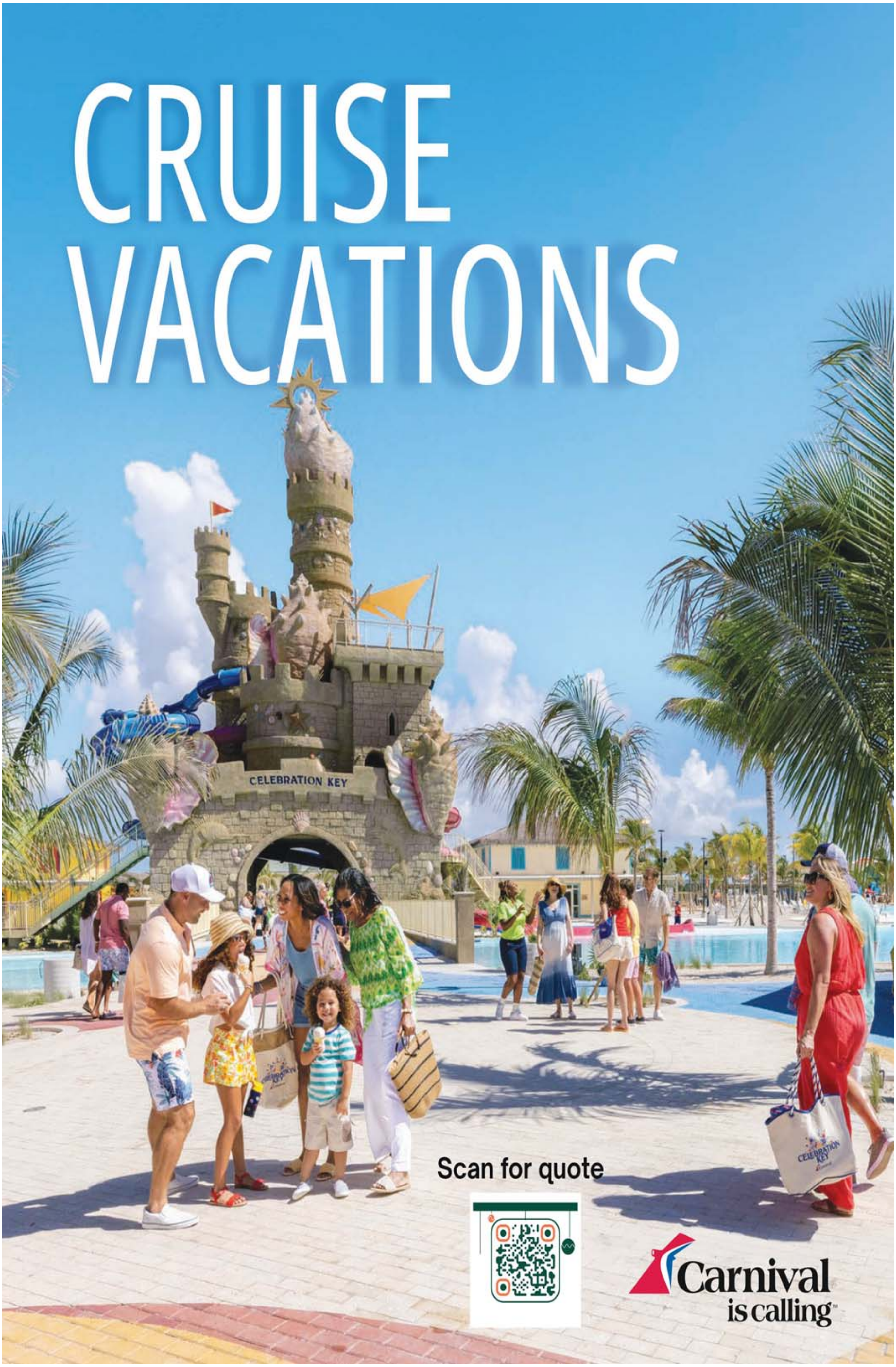
CRUISE
VACATIONS
CELEBRATION KEY
Scan for quote
Carnival
is calling

ইতালি যাওয়ার পথে লিবিয়ায় নিখোঁজ

টাকা দিয়েও মেলেনি সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইতালি যাওয়ার স্বপ্নে দালালের মাধ্যমে বিদেশ পাড়ি জমিয়েছিলেন মাদারীপুর সদরের সাইদুল বেপারী (৩৫)। শ্রীলঙ্কা ও দুবাই হয়ে তাকে লিবিয়ায় নেওয়ার পর একটি মাফিয়া চক্রের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। এরপর দফায় দফায় পরিবারের কাছ থেকে ৩৯ লাখ টাকা নেওয়া হলেও গত দুই মাস ধরে সাইদুলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। ভুক্তভোগীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, সাইদুল মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর দত্তের হাট এলাকার মৃত জহিরুল বেপারীর ছেলে। ইতালি যাওয়ার জন্য একই উপজেলার ঘটকচর এলাকার মৃত বাদশা ফরাজির ছেলে দালাল আনোয়ার ফরাজী আনুর সঙ্গে ২৩ লাখ টাকায় চুক্তি করেছিলেন তিনি। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৬ মে অগ্রিম ১২ লাখ টাকা নেওয়া হয়। পরে একই বছরের ৯ জুন শ্রীলঙ্কা ও দুবাই হয়ে ইতালির উদ্দেশ্যে সাইদুলকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরিবারের অভিযোগ, পরে তাকে লিবিয়ায় নিয়ে একটি বন্দিশালায় আটকে রাখে মাফিয়া চক্র। সেখানে তাকে নির্যাতন করা হয়। সাইদুলকে আরও নির্যাতন করা হবে–এমন ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্টসহ বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবারের কাছ থেকে মোট ৩৯ লাখ টাকা নেওয়া হয়। এরপর গত দুই মাস ধরে সাইদুলের সঙ্গে পরিবারের কোনো যোগাযোগ নেই। সাইদুল নিখোঁজ হওয়ার পর তার মা, দুই ভাই, স্ত্রী ও দুই ছোট সন্তান চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। চার বছরের মেয়ে ও ১১ মাস বয়সী ছেলেকে নিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় আছেন স্ত্রী মেরি আক্তার। সংসারের খরচ ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তায় তিনি। মেরি আক্তার বলেন, আমার মেয়েটা প্রতিদিন তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মোবাইল সামনে এনে বলে, বাবার সঙ্গে কথা বলবো। কিন্তু ওর বাবা তো আর ফোনের ওপাশে নেই। তাই কষ্ট নিয়ে চুপ হয়ে থাকতে হয় আমাদের। আমি কীভাবে সন্তানদের মানুষ করব, বুঝতে পারি না। তিনি কীভাবে আছেন, কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না–কিছুই জানি না। গত দুই মাস ধরে তার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই।' সাইদুলের ভাই মাহিদুল হোসেন বেপারী বলেন, দালাল আমাদের প্রলোভন দেখিয়ে আমার ভাইকে ইতালি নেওয়ার কথা বলে লিবিয়ায় নিয়ে মাফিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। পরে আমার ভাইকে নির্যাতন করা হতো। আরও বেশি নির্যাতন করা হবে–এই ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে ৩৯ লাখ টাকা নিয়েছে। আমরা জায়গাজমি সব বিক্রি করে দিয়েছি। আমরা দালালদের বিচার চাই এবং আমার ভাইয়ের সন্ধান চাই। সাইদুলের মা সূর্যবান বেগম বলেন, ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য জমিজমা বিক্রি, ধারদেনা ও সুদে টাকা নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৯ লাখ টাকা দেওয়া হলেও ছেলের কোনো সন্ধান মিলছে না। আমার ছেলে কোথায় আছে, কেমন আছে, কিছুই জানি না। প্রতিদিন দরজার দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে হয়, এই বুঝি আমার ছেলে এসে ডাকবে। আমি আমার ছেলেকে বুকের মধ্যে ফিরে পেতে চাই। আমার ছেলের সন্ধান চাই।'

সাইদুলের নিখোঁজের ঘটনায় গত ১১ সেপ্টেম্বর তার বড় ভাই সামাদ হোসেন বেপারী বাদী হয়ে মাদারীপুর আদালতে মামলা করেন।

মামলায় দালাল আনোয়ার ফরাজী আনু, শিল্পী আক্তার, বাদল জমাদ্দার, সাহেব আলী জমাদ্দার, মামুন বেপারী, ইভা বেগম ও ছলে বেগমসহ সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। অভিযুক্ত দালাল আনোয়ার হোসেন আনু বলেন, আমি তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেইনি। আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

জেলি মিশ্রিত চিংড়ি মাছ বিক্রি, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

খবর প্রতিবেদক

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে চিংড়ি মাছে ক্ষতিকর জেলি মিশ্রিত চিংড়ি বিক্রির দায়ে তিন প্রতিষ্ঠানকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে সাড়ে ৫টার দিকে ভৈরব পুলতাকান্দা এলাকার নৈশ্যকালীন মৎস্য আড়তে এ অভিযান চালানো হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এএইচএম আজিমুল হকের নেতৃত্বে একটি টিম ভৈরব পুলতাকান্দা নৈশ্যকালীন মৎস্য আড়তে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ডলফিন মৎস্য আড়তে জেলি মিশ্রিত ২৫ কেজি চিংড়ি জব্দ করা হয়। এসময় জেলি মিশ্রিত চিংড়ি বিক্রির দায়ে আড়ৎ মালিক ফরহাদ মিয়াকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই অপরাধে অন্তর ফিস এন্টারপ্রাইজ মালিক অন্তর বর্মণকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এসময় জেলি মিশ্রিত ৩৫ কেজি চিংড়ি জব্দ করা হয়। এছাড়া অভিযানে বিসমিল্লাহ মৎস্য আড়তের ১০ কেজি জেলি মিশ্রিত চিংড়ি মাছ জব্দ করা হয়। এসময় আড়ৎ মালিক সেলিম মিয়াকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, ভৈরব উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. সারোয়ার হোসেন, ভৈরব নৌপুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. রহিদুল ইসলাম প্রমুখ। এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এএইচএম আজিমুল হক জানান, মৎস্য আড়তে অভিযান চালিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৭০ কেজি ক্ষতিকর জেলি মিশ্রিত চিংড়ি মাছ জব্দ করা হয়।

কৃষকের ফলন্ত ৭০০ কলাগাছ কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা

খবর প্রতিবেদক

জয়পুরহাট সদরে রাতের আঁধারে এক দরিদ্র কৃষকের প্রায় ৭০০ কলাগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এসব গাছে মোচা এসেছিল। ভুক্তভোগী নুর মোহাম্মদ (৩৬) উপজেলার পুরানাপৈল ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা লুৎফর রহমানের ছেলে।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী কৃষক জানান, স্থানীয় এনজিও ও বিভিন্ন লোকের থেকে প্রায় অর্ধলাখ টাকা ঋণ নিয়ে পাশের গতন শহর গ্রামের মাঠে দেড়বিঘা জমিতে তিনি কলাগাছ লাগিয়েছিলেন। এসব গাছে মোচা আসা শুরু হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা ফলন্ত কলাগাছগুলো কেটে ফেলে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জয়পুরহাট সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি। কৃষক নুর মোহাম্মদ বলেন, 'দীর্ঘদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর বুকভরা আশা নিয়ে এই বাগান গড়ে তুলেছিলাম। বেশিরভাগ গাছেই থোড় (মোচা) এসেছিল, কাঁচা কলা ঝুলছিল। গত বছর ৪৫ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। এবার বাজার ভালো থাকায় আরও বেশি লাভের স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু এক রাতের অন্ধকারেই সব শেষ হয়ে গেল।'

এ বিষয়ে জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

ভারত থেকে ইলিশ আমদানি বন্ধ

খবর প্রতিবেদক

বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় ইলিশ আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর। এ ঘটনায় দেশি ইলিশ ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্তি দেখা দিয়েছে। আমদানি করা ইলিশের সরবরাহ বন্ধ থাকায় দেশি ইলিশের বাজারে চাহিদা বাড়বে বলে আশা করছেন তারা। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে কোনো ভারতীয় ইলিশ প্রবেশ করেনি। এর আগে, ভারত থেকে ইলিশ আমদানির ১০৩টি অনাপত্তি সনদ (এনওসি) বাতিল করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনকের স্বাক্ষর করা এক চিঠিতে মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) এসব অনাপত্তি সনদ বাতিল করা হয়। এরপর থেকেই ভারত থেকে ইলিশ আমদানি বন্ধ। তবে হঠাৎ আমদানি বন্ধের নির্দিষ্ট কারণ মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। বন্দরসংশ্লিষ্টরা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে তুলনামূলক বেশি লাভের আশায় ভারত থেকে ইলিশ আমদানি বেড়েছিল। আমদানির সময় প্রতি কেজি ইলিশের মূল্য ৪৮ সেন্ট থেকে ২ মার্কিন ডলার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। পরে নির্ধারিত রাজস্ব পরিশোধ করে বন্দর থেকে মাছ ছাড় করা হয়।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি কেজি প্রায় ৫০০ টাকার মধ্যে আমদানি করা ইলিশ বাজারে পদ্মার ইলিশ হিসেবে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি করা হয়েছে। আমদানি করা ইলিশ দেশি ইলিশ হিসেবে বিক্রি করে ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগও রয়েছে। সাধারণ ক্রেতা আশিকুর রহমান বলেন, আমদানি করা ভারতীয় ইলিশ দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশের মতো। এ কারণে সাধারণ ক্রেতারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। স্বাদে পার্থক্য থাকলেও বাহ্যিকভাবে মিল থাকায় অনেকে দেশি ইলিশ ভেবে ভারতীয় ইলিশ কিনছেন। সম্প্রতি বাজার তদারকির সময় চড়া দামে ভারতীয় ইলিশ বিক্রির অভিযোগে কয়েকজন বিক্রেতাকে জরিমানা করা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। বাজারে ভারতীয় ইলিশের সরবরাহ বাড়লে দেশীয় ইলিশ আহরণে জেলেদের আগ্রহ কমতে পারে বলেও সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা। এছাড়া বাজারমূল্যের তুলনায় কম মূল্য দেখিয়ে ইলিশ আমদানি করা হলে 'আন্ডার ইনভয়েসিং'র মাধ্যমে অর্থপাচারের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টদের কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকার ইলিশ আমদানি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ধারণা করছেন তারা।

ইলিশ আমদানিকারক সৈয়দ মহিদুল হক রুবাই বলেন, 'হঠাৎ আমদানি বন্ধ করায় আমরা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছি। আমদানির উদ্দেশ্যে ওপারে ইলিশ কিনে রাখা হয়েছিল। এখন কম দামে তা ফেরত দিতে হবে। এছাড়া আমদানি খরচের লোকসান তো রয়েছেই।' আমদানি বন্ধ হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন দেশীয় ইলিশ ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে, এবার দেশীয় ইলিশ বিক্রির সুযোগ বাড়বে এবং ক্রেতারা প্রকৃত দেশি ইলিশ কেনার সুযোগ পাবেন। বেনাপোলের মৎস্য ও মান নিয়ন্ত্রণ অফিসের পরিদর্শক আসাওয়াদুল ইসলাম বলেন, মৎস্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায় ইলিশ আমদানি বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি জানান, চলতি বছরের জুলাই, আগস্ট ও ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ৫৩৫ মেট্রিক টন ভারতীয় ইলিশ আমদানি হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছর ভারত থেকে বাংলাদেশে ১ হাজার ৭৩৯ দশমিক ৫০ টন ইলিশ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ৫৩৫ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানি হয়েছে।

পিটিআইর মিছিল ঘিরে কড়া নিরাপত্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) ডাকা মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজধানী ইসলামাবাদে নিরাপত্তা জোরদার করেছে সরকার। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে প্রবেশের প্রধান পথগুলোয় পণ্যবাহী কনটেইনার দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। মোতায়েন করা হয়েছে কয়েক হাজার অতিরিক্ত পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য। আগামী রোববার এই মিছিল হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে গত কয়েক দিনে ইমরান খানের তিন বোনসহ দলের শত শত কর্মীকে আটক করেছে কর্তৃপক্ষ। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ইমরানের দল ও সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিরোধের কারণে পাকিস্তানে বিভাজন আরও গভীর হয়েছে। দুই বছর আগে পিটিআইয়ের বড় একটি বিক্ষোভ নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং এতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

ইসলামাবাদে বাড়তি নিরাপত্তা: পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, রাজধানী ও এর আশপাশে প্রায় ৩৫ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তিনি এ তথ্য জানান। দেশের অন্যান্য এলাকায়ও সম্ভাব্য বিক্ষোভস্থলগুলোতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে ইসলামাবাদকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা দুটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ। ওই প্রদেশে ইমরানের দল ক্ষমতায় রয়েছে। রাজধানীর সরকারি এলাকা ঘিরেও ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। ওই এলাকায় পাকিস্তানের পার্লামেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং বিভিন্ন দেশের দূতাবাস রয়েছে। সহিংসতা হলে কঠোর ব্যবস্থা : ৭৩ বছর বয়সী ইমরান খান সাবেক ক্রিকেট তারকা। ২০২২ সালে অনাস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রীর পদ হারান তিনি। ২০২৩ সালে গ্রেফতারের পর থেকে কারাগারে। তিনি নিজেকে 'রাজনৈতিক বন্দি' বলে দাবি করে আসছেন। তবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তার এই দাবি অস্বীকার করেছে। ইমরান প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকাকালে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তার গ্রেফতারের পর পাকিস্তানজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। বিক্ষোভকারীরা সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনায়ও হামলা চালায়। সোমবার পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি সতর্ক করে বলেন, মিছিল সহিংস হয়ে উঠলে পুলিশকে কঠোরভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার বক্তব্য, কেউ এসে গুলি চালালেও পুলিশ নীরব থাকবে–এমন পরিস্থিতি হতে দেওয়া হবে না।

মিছিল অব্যাহত রাখার ঘোষণা পিটিআইয়ের: সরকারের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সড়ক অবরোধের মধ্যেও মিছিল করার সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা জানিয়েছে পিটিআই। দলের চেয়ারম্যান গওহর খান জানিয়েছেন, বাধা সত্ত্বেও কর্মসূচি চলবে। এই বিক্ষোভ এমন সময়ে হচ্ছে, যখন ইমরানের চিকিৎসা নিয়েও রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। এক মাসেরও বেশি আগে একটি আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে দেয়নি বলে অভিযোগ করেছে তার দল। তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে এরই মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যেও অসন্তোষ বাড়ছে। এই অসন্তোষ শুধু ইমরানের সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজধানীর এক শিক্ষার্থী মুহাম্মদ আসাদ উল আসাফ বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্য ছাড়তে হবে: ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস বা আইআরজিসি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে অবশ্যই সরে যেতে হবে। আইআরজিসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই অঞ্চলকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের 'জঘন্য ও অপরাধমূলক উপস্থিতি' থেকে মুক্ত করতে হবে। এদিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন দূত মাইক ওয়াল্টজ বলেছেন, ইরান যাতে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তিনি বলেন, ইরান আন্তরিকভাবে আলোচনায় ফিরতে চাইলে এখনো 'আলোচনার টেবিলে' ফেরার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী আলী আল-জায়েদি মার্কিন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইরান ইরাকি তেলবাহী ট্যাংকারগুলোকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেয়নি।

তিনি বলেন, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরাক প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব হারিয়েছে। একই সময়ে দেশটির মাসিক রপ্তানি আয়ও প্রায় ৬০ শতাংশ কমেছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন, বুধবারের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ইরানের সব বিমান সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।

তবে এর কয়েক ঘণ্টা পরই ইরানের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা ইরান এয়ার জানিয়েছে, তেহরান, মাশহাদ ও ইসফাহান থেকে ইরাকের নাজাফে তাদের ফ্লাইট চলাচল অব্যাহত থাকবে। ফলে ইরানের বিমান চলাচল খাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

আবার কবে হাতের নাগালে আসবে সোনার দাম?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

সোনার বাজার নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সবসময়ই কৌতূহল ও জল্পনা রয়েছে। অনেকদিন ধরে মূল্যবান এই ধাতুর দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বিশ্ববাজার থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজার–সবখানেই সোনা কেনার সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বড় দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

তবে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামের গতিপ্রকৃতি কিছুটা বদলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে আবার ফিরবে সোনা? নাকি এই চড়া দামি ট্রেন্ড বজায় থাকবে দীর্ঘকাল? বিশ্ববাজারের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, স্বল্পমেয়াদে সোনার দামে আরও চাপ তৈরি হওয়ার সুযোগ আছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে চাহিদা ও বৈশ্বিক অর্থনীতির কয়েকটি কারণ সোনার দামকে আবারও রেকর্ড পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

এক মাসে বড় ওঠানামা: আগস্টের শেষ সপ্তাহে আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৬৯৬ ডলারের কাছাকাছি উঠেছিল। ৩১ আগস্টও দাম ছিল প্রায় ৪ হাজার ৪৪৮ ডলার।

এরপর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এসে বাজারে বড় সংশোধন দেখা যায়। ১৬ সেপ্টেম্বর সোনার দাম প্রায় ছয় সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়। পরদিন অবশ্য আবার দুই ২ শতাংশের বেশি বাড়ে।

১৭ সেপ্টেম্বর স্পট সোনার দাম ছিল ৪ হাজার ৩৬০ ডলার ৩৬ সেন্ট। অর্থাৎ আগস্টের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সোনার দাম প্রায় ৩০০ ডলারের বেশি কমেছে।

সামনে আরও কমার পূর্বাভাস: স্বল্পমেয়াদে সোনার বাজারে চাপ থাকার কয়েকটি কারণ রয়েছে। সেপ্টেম্বরের সাম্প্রতিক বাজার বিশ্লেষণগুলোতে ৪ হাজার ২৪০ থেকে ৪ হাজার ২৮০ ডলার অঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই অঞ্চল ধরে রাখতে না পারলে ৪ হাজার ২০০ ডলারের কাছাকাছি নেমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

ফিলিস্তিনের গাজায় দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে ১৮ লাখের বেশি মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর অত্যাচারে গাজায় মানবিক বিপর্যয় ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। উপত্যকার অধিকাংশ মানুষ তীব্র খাদ্যসংকটে ভুগছেন এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে প্রশ্ন আসে এই সংকটকে আর কতদিন উপেক্ষিত হবে?

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গাজার ১৮ লাখের বেশি মানুষ তীব্র ক্ষুধার মুখোমুখি। এ সংখ্যাটি গাজার মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশেরও বেশি। আনুমানিক ৩ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ এখন আইপিসি ফেজ-৫ (ওহঃবমৎধঃবফ ঋড়ড়ফ ঝবপঁৎরঃু চযধংব ঈষধংংরভরপধঃরড়হ-ওচঈ) এ রয়েছে। খাদ্যনিরাপত্তার এই সর্বোচ্চ সংকটপূর্ণ পর্যায়ে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা শুধু সম্ভাবনা নয়, অনেকের জন্য তা বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।

'হাঙ্গার হটস্পট' কী?

ডব্লিওএফপি (ডঋচ) ৪টি দেশকে 'হাঙ্গার হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত করছে। সুদান, দক্ষিণ সুদান, ইয়েমেনের সঙ্গে এই গ্রুপ আছে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা। (ঐঁহমবৎ ঐড়ঃংঢ়ড়ঃং) বলতে এমন দেশ বা অঞ্চলকে বোঝানো হয়, যেখানে ক্ষুধা ও খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করার আশঙ্কা থাকে এবং দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

মাসের পর মাস ধরে চলা সংঘাত, মানবিক সহায়তার ওপর কঠোর অবরোধ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ব্যাপক ধ্বংস গাজাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থা গাজা উপত্যকাকে 'বসবাসের অযোগ্য' বলে বর্ণনা করছে। তথ্য মতে, গাজায় ইসরায়েলের ফেলা শত শত টন বোমার বারুদে ৯৭ শতাংশ জমি অনুর্বর কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। চলতি বছরের ২৪ জুন পর্যন্ত জাতিসংঘের স্যাটেলাইট সেন্টার UNOSAT-এর সঙ্গে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এর যৌথভাবে পরিচালিত এক মূল্যায়নে এ তথ্য উঠে এসেছে। এছাড়া অবশিষ্ট কৃষিজমি অনাবাদি পড়ে আছে, মাছ ধরা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আর গাজার মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য সরবরাহের অন্যতম প্রধান মাধ্যম বেকারিগুলো জ্বালানি সংকট ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে দ্য টাইমস অব গাজা।

গাজায় খাবারের জন্য হাহাকার: এক টুকরো রুটির জন্য মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো কখনো দিনের পর দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন। সন্তানদের খাবার নিশ্চিত করতে মায়েরা নিজেরা না খেয়ে থাকছেন। অতিরিক্ত জনাকীর্ণ বাস্তুচ্যুত মানুষের শিবিরগুলোতে অপুষ্টি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। গাজার বর্তমান পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, প্রতি তিন শিশুর একজন তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। অনেক পরিবার দুই বা তিন দিনে মাত্র একবার খাবার খেয়ে বেঁচে আছে।

Carnival®
CHOOSE FUN®
4-DAY
Western Caribbean
CRUISE
FROM TAMPA
Sun, Sea & Unforgettable Moments!
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Carnival Paradise
SAILING DATE
NOV 1, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
TAMPA, FL
FROM
$309 PP
SPECIAL OFFER
75% OFF 2ND GUEST
+ UP TO $400 INSTANT SAVINGS
+ $100 BONUS
ON ELIGIBLE PROMOTION TERMS
ITINERARY
DAY 1 NOV 1
TAMPA, FLORIDA
Departure: 4:00 PM
DAY 2 NOV 2
FUN DAY AT SEA
Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 3 NOV 3
COZUMEL, MEXICO
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM
DAY 4 NOV 4
AT SEA
Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 5 NOV 5
TAMPA, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM
COZUMEL Mexico
Vibrant Culture
SHOP · DINE · EXPLORE
Tropical Paradise
BEAUTIFUL BEACHES
WHY CHOOSE CARNIVAL?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
PREMIUM FUN AWAITS
Stunning Pools & Decks
World-Class Entertainment
Comfortable Staterooms
Make Memories at Sea
BOOK YOUR CRUISE TODAY!
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

Carnival®
CHOOSE FUN®
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Small Getaway Big Memories
4-Day The Bahamas Cruise
FROM MIAMI
Sun, Sand & Endless Smiles
CARNIVAL SUNRISE
SAILING DATE
NOV 29 – DEC 03, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
MIAMI, FL
SHIP
Carnival Sunrise®
Half Moon Cay™
PRIVATE ISLAND PARADISE
Celebration Key™
NEWEST PORT OF FUN
Miami
FLORIDA
ITINERARY
DAY 1 NOV 29
MIAMI, FLORIDA
Departure: 6:00 PM
DAY 2 NOV 30
AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 3 DEC 01
HALF MOON CAY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 4:00 PM
DAY 4 DEC 02
CELEBRATION KEY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM
DAY 5 DEC 03
MIAMI, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM
Escape to Paradise
FROM $199 PP*
Average per person, based on 2-person room
4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!
CHOOSE YOUR PERFECT CABIN
INTERIOR From $199 PP
OCEANVIEW From $280 PP
BALCONY From $484 PP
SUITE From $828 PP
WHY CARNIVAL SUNRISE?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
MORE FUN AWAITS!
Stunning Pools & Decks
Live Shows & Nightlife
Delicious Dining Options
Shore Excursions & More!
More Beaches More Smiles More Carnival
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

মালদ্বীপের পর ভ্রমণপিপাসুদের নজরে ইন্দোনেশিয়ার যে নির্জন দ্বীপ

ভ্রমণ ডেস্ক

ইন্দোনেশিয়ার রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জের অংশ বাওয়াহ দ্বীপ। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার কাছাকাছি অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জের নিরিবিলি এলাকায় গড়ে উঠেছে বাওয়াহ রিজার্ভ নামে একটি বিলাসবহুল অবকাশকেন্দ্র।

সন্ধ্যা নামার পর সেখানে অতিথিদের ফোনে জরুরি বার্তা আসতে শুরু করে, ছোট ছোট সামুদ্রিক কচ্ছপ দেখতে সাগরে যাওয়ার সময় হয়েছে।

সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বাওয়াহ রিজার্ভকে এমন এক বিলাসবহুল দ্বীপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে অতিথিরা নিরিবিলি অবকাশের পাশাপাশি খুব কাছ থেকে সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণের কাজ দেখার সুযোগ পান।

রিসোর্টের তিনজন সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করেন, যাতে গিরগিটি বা অন্যান্য প্রাণী সেগুলোকে খেয়ে না ফেলে। পরে রিসোর্টের একটি সৈকতের নিরাপদ, ঢাকনাযুক্ত স্থানে ডিমগুলো নতুন করে সংরক্ষণ করা হয়। সেখানেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সামুদ্রিক কচ্ছপ শত বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। তবে সেই দীর্ঘ জীবন শুরুর আগেই তাদের পাড়ি দিতে হয় কঠিন পথ। বাওয়াহর বিজ্ঞানীরা এমনভাবে কচ্ছপের বাসা তৈরি করেছেন, যেখান থেকে বের হওয়ার একটিই পথ। ডিম ফুটে বের হওয়া কচ্ছপগুলো সেই পথ ধরে সাগরের দিকে এগিয়ে যায়। বালুর ওপর তৈরি সরু পথে দুপাশে ছোট দেয়াল থাকায় কচ্ছপগুলো সোজা পানির দিকে যেতে পারে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, জীববিজ্ঞানীরা যখন বুঝতে পারেন কিছু ডিম ফুটেছে, তখন রিসোর্টের কর্মীরা অতিথিদের বার্তা পাঠান। উদ্দেশ্য, সৈকতে গিয়ে কচ্ছপের সাগরে যাওয়ার দৃশ্য যেন সবাই দেখতে পান। অনেক অতিথিই তখন রাতের খাবার ফেলে কিংবা গোসলের পানি ঠান্ডা হওয়ার অপেক্ষা না করেই সৈকতের দিকে ছুটে যান।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অতিথিরা এই দৃশ্য দেখা এবং ভিডিও করার জন্যই হাজার হাজার ডলার খরচ করেন।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ১৭ হাজার দ্বীপ রয়েছে। রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জ সেই বিশাল দ্বীপমালার উত্তরাঞ্চলের একটি অংশ। সমুদ্রের মধ্যে মালার মতো ছড়িয়ে থাকা এই দ্বীপপুঞ্জের ছয়টি দ্বীপের মালিক বাওয়াহ রিসোর্ট। ফলে দক্ষিণ চীন সাগরের একটি নিরিবিলি অংশে গড়ে উঠেছে তাদের নিজস্ব একান্ত অবকাশকেন্দ্র।

সিএনএনের তথ্য অনুযায়ী, বাওয়াহ রিজার্ভে যেতে সাধারণত যাত্রা শুরু হয় সিঙ্গাপুর থেকে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অতিথিরা প্রথমে সিঙ্গাপুরের হোটেলে ওঠেন। এরপর সকাল ৭টায় কালো রঙের গাড়িতে করে তাদের নেওয়া হয় সিঙ্গাপুরের একটি ফেরিঘাটে। পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণ শেষে ফেরিতে করে সিঙ্গাপুর প্রণালি পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জেরই অংশ ইন্দোনেশিয়ার বাতাম দ্বীপে।

সেখান থেকে বিলাসবহুল গাড়িতে করে অতিথিদের নেওয়া হয় বাতামের হাং নাদিম বিমানবন্দরে। সাধারণ যাত্রীদের ভিড় এড়িয়ে তারা সরাসরি রানওয়েতে থাকা একটি ব্যক্তিগত জলবিমানে ওঠেন।

একেকটি জলবিমানে সর্বোচ্চ ১০ জন যাত্রী যেতে পারেন। বাওয়াহে যাতায়াত ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য এমন দুটি বিমান রয়েছে, একটি নীল ও অন্যটি সবুজ। বিমানে মালপত্রের পরিমাণও কঠোরভাবে সীমিত। প্রত্যেক অতিথি সর্বোচ্চ ১৫ কেজি মালপত্র নিতে পারেন। বিমানে ওঠার আগে যাত্রী ও তার ব্যাগের সম্মিলিত ওজনও পরীক্ষা করা হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দীর্ঘ ভ্রমণের শেষে যারা বাওয়াহে যান, তারা চাইলে বাতামের ফেরিঘাটে অতিরিক্ত মালপত্র রেখে যেতে পারেন। কম মালপত্র নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সহজ করতে রিসোর্ট থেকেই দেওয়া হয় সানস্ক্রিন, শ্যাম্পু, কটন বাড, বাথরোব, রোদ ঠেকানোর টুপি, সৈকতের তোয়ালে, এমনকি পোশাকও। বাতাম থেকে উড্ডয়নের প্রায় ৭৫ মিনিট পর জলবিমানটি বাওয়াহর সরু একটি জেটির পাশে পানিতে অবতরণ করে। সেখানে ইউনিফর্ম পরা কর্মীরা অতিথিদের স্বাগত জানান এবং ঠান্ডা তোয়ালে এগিয়ে দেন। রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। জাকার্তার চেয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার কাছাকাছি। বাতাম এই অঞ্চলের সবচেয়ে পরিচিত দ্বীপগুলোর একটি। তবে পুরো এলাকায় আরও অনেক জনমানবহীন দ্বীপ রয়েছে। এসব দ্বীপে দাগি ঘুঘু, ফলখেকো বাদুড় এবং ব্ল্যাকটিপ রিফ হাঙর দেখা যায়। দীর্ঘ যাত্রার পর বাওয়াহর সবুজ, শান্ত পরিবেশে পৌঁছালে বাইরের পৃথিবীকে ভুলে যাওয়া সহজ।

ব্যক্তিগত বাটলাররা অতিথিদের তাদের স্যুটে পৌঁছে দেন। কক্ষের বাইরে হাতে খোদাই করা কাঠের বোর্ডে অতিথির নাম লেখা থাকে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে না চাইলে দ্বীপজুড়ে ওয়াই-ফাই রয়েছে। তবে রিসোর্ট থেকে এমন সাধারণ ফোনও দেওয়া হয়, যেগুলো শুধু কনসিয়ার্জের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা যায়।

এই বিলাসবহুল অভিজ্ঞতার খরচও কম নয়। বাওয়াহর সবচেয়ে সাধারণ কক্ষের ভাড়া শুরু ১ হাজার ৯৮০ ডলার থেকে। দ্বীপে যাওয়া-আসার জটিলতার কারণে কমপক্ষে তিন রাত থাকতে হয়।

এই খরচের মধ্যে প্রতিদিন তিন বেলা খাবার এবং একটি স্পা সেবা রয়েছে। তবে অতিথিরা চাইলে আরও খরচ করে ব্যক্তিগত সৈকতভোজের আয়োজন করতে পারেন, যার খরচ এক হাজার ডলার। চাইলে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় এবং ৪৫ মিনিটের বদলে ৯০ মিনিটের স্পা সেবাও নেওয়া যায়।

সবচেয়ে সাধারণ থাকার ব্যবস্থা হলো বাগানের মধ্যে তাঁবুর মতো স্যুট। আর সবচেয়ে ব্যয়বহুল হলো চার শয়নকক্ষের একটি স্যুট, যেখানে রয়েছে নিজস্ব ইনফিনিটি পুল। ভরা মৌসুমে এর ভাড়া ১২ হাজার ৩০০ ডলার। আরও বিলাসবহুল অভিজ্ঞতার জন্য বাওয়াহর আরেকটি দ্বীপ পুরোপুরি ভাড়া নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেখানে থাকার পাশাপাশি পুরো দ্বীপের কর্মীরাও অতিথিদের জন্য নিয়োজিত থাকেন।

রিসোর্টটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা পল রবিনসন সিএনএনকে বলেন, বাওয়াহ এমন অতিথিদের জন্য তৈরি, যারা 'মালদ্বীপে বিরক্ত'। তার মতে, মালদ্বীপের রিসোর্টগুলো বিলাসবহুল পানির ওপর নির্মিত বাংলো এবং কিছু না করার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ। তবে ধনী হলেও সক্রিয় জীবনযাপন পছন্দ করেন এমন অতিথিদের জন্য বাওয়াহ আরও বেশি কর্মকাণ্ডের সুযোগ রাখে। রবিনসনের ভাষ্য, এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে কফি সংগ্রহ ও সুগন্ধি তৈরির কর্মশালা। পাশাপাশি রয়েছে স্নরকেলিং, খোলা সাগরে সাঁতার ও স্কুবা ডাইভিংয়ের মতো জলভিত্তিক নানা আয়োজন। এছাড়াও প্রতিদিন পানির ওপর তৈরি ছোট একটি বাংলোয় যোগব্যায়ামের ক্লাস হয়। সেখানেই রয়েছে ব্যায়ামের সরঞ্জাম ও ভারোত্তোলনের ব্যবস্থা। কেউ নিজের কক্ষেই ব্যায়াম করতে চাইলে কর্মীরা দ্বীপজুড়ে চলাচল করা গলফ কার্টে করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পৌঁছে দেন।

যাত্রার আগেই শুরু হয় প্রস্তুতি

সিএননের প্রতিবেদনে বাওয়াহর বিলাসিতাকে এমন এক অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে সবকিছু খুব যত্নে সাজানো হলেও কোনো কিছুই অতিরিক্ত সাজানো মনে হয় না। এখানে সোনার কল বা বড় বড় ব্র্যান্ডের লোগোযুক্ত বিছানার চাদরের বদলে রয়েছে স্থানীয় ইন্দোনেশীয় কাঠে তৈরি বাথটাব এবং সিলিং ফ্যানের নিচে নরম রেশমি কাপড়ে সাজানো বিছানা। অতিথিদের চেক-ইনের এক সপ্তাহ আগে তাদের ঘুমের অভ্যাস থেকে শুরু করে খাবারে অ্যালার্জি পর্যন্ত বিভিন্ন পছন্দের তথ্য দিতে হয়। পরে সেই তথ্য অনুযায়ী পুরো অবস্থানকে ব্যক্তিগতভাবে সাজানো হয়। কর্মীরা অতিথিদের পছন্দগুলো মনে রাখেন। যেমন কেউ লাল ওয়াইন পছন্দ না করলে তাকে সাদা ওয়াইন দেওয়া হয়। কারও আঙুরফলে অ্যালার্জি থাকলে তার ফলের সালাদে সেটি রাখা হয় না। রাতে পছন্দের স্বাদের চকোলেট বা মিষ্টিও উপহার হিসেবে দেওয়া হয়।স্থানীয় উপাদান ও সামুদ্রিক খাবারনির্ভর খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন রিসোর্টে তৈরি কমবুচা বা ফলের রস পরিবেশন করা হয়। বারিস্তার তৈরি ফ্ল্যাট হোয়াইট ও ক্যাপুচিনো সবসময় পাওয়া যায়। চাইলে অতিথিরা কক্ষে থাকা যন্ত্রে তাজা কফির দানা গুঁড়া করে নিজেরাই কফি তৈরি করতে পারেন। সপ্তাহে দুই রাত রিসোর্টের সমুদ্রসৈকতের রেস্তোরাঁটি ইন্দোনেশীয় খোলা বাজারের আদলে সাজানো হয়। এর মাধ্যমে অতিথিরা দ্বীপে পৌঁছানোর পথে যেসব স্থানীয় সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে সরাসরি যেতে পারেননি, তার কিছুটা স্বাদ নেওয়ার সুযোগ পান। দ্বীপের ছোট একটি দোকানে পুনর্ব্যবহৃত সমুদ্রের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি সাঁতারের পোশাকসহ নানা পণ্য বিক্রি হয়। সেখানে প্রতিদিন ভিন্ন স্বাদের জেলাটোও পাওয়া যায়, যার স্বাদের তালিকা চকবোর্ডে লেখা থাকে। দ্বীপের লাইব্রেরিতে ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি ও স্থানীয় উদ্ভিদ নিয়ে তথ্যবহুল বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে থ্রিলার ও হালকা পড়ার বই। সিএননের ভাষ্য, পুরো অভিজ্ঞতাটিতে 'দ্য হোয়াইট লোটাস' সিরিজের মতো বিলাসিতা ও বিচ্ছিন্নতার আবহ থাকলেও, এখানে অঘটনের আশঙ্কা নেই।

ঘুরে আসুন ঢাকার বিনোদনকেন্দ্র অ্যাকুয়ারিয়াম পার্কে

ভ্রমণ ডেস্ক

মাছের রঙিন দুনিয়া, ৪০ ফুট উঁচু কৃত্রিম পাহাড়ি ঝরনা, ম্যাকাউ পাখির সঙ্গে ছবি তোলাসহ আরও অনেক আয়োজন নিয়ে গত ২৮ আগস্ট উদ্বোধন হয়েছে অ্যাকুয়ারিয়াম পার্ক। ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাদুঘরে যাঁরা গেছেন, তাঁরা আবারও নতুন করে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।

কারণ, সম্প্রতি এখানে চালু হয়েছে অ্যাকুয়ারিয়াম পার্ক। ঘুরে ঘুরে কাচের দেয়ালের ওপাশে থাকা মাছের রঙিন দুনিয়া দেখা, মাছ ধরা, মাছকে খাওয়ানো–সবকিছুই মুগ্ধ করবে।

৪০ ফুট উঁচু কৃত্রিম পাহাড়ি ঝরনা, ম্যাকাউসহ ভিনদেশি সব পাখির সঙ্গে ছবি তোলাসহ আরও অনেক আয়োজন নিয়ে গত ২৮ আগস্ট উদ্বোধন হয়েছে অ্যাকুয়ারিয়াম পার্ক।

সেটাই আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন অ্যাকুয়ারিয়াম পার্কের পরিচালক তাহসিন রহমান ও এস এম এহসানুল হক।

বিস্ময়কর মাছের জগৎ: সম্প্রতি বিমানবাহিনী জাদুঘরে উদ্বোধন হয়েছে অ্যাকুয়ারিয়াম পার্কে আছে ৩৫টি অ্যাকুয়ারিয়াম ট্যাংক। প্রতিটি ট্যাংকের ওপরে প্ল্যাকার্ডে মাছের নাম, আবাস, পরিচিতি লেখা আছে।

এখানে রয়েছে ঝুঁটিওয়ালা ফ্লাওয়ার হর্ন, চিংড়ির মতো দেখতে ক্রেফিশ, কুমিরের মতো মুখ অ্যালিগেটর গার, ভয়ংকর অ্যালবিনো শার্ক, রেইনবো শার্ক, পেরুন শার্ক, পাঙাশ মাছের মতো দেখতে পাঙ্গাসিয়াস শার্কসহ আরও অনেক মাছ। মনে হচ্ছিল, টিভি পর্দায় বা মুঠোফোন স্ক্রিনে দেখা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের মাছের দুনিয়া যেন বাস্তবে চোখের সামনে এসে হাজির হয়েছে। শামুক খেয়ে বড় হওয়া ৪ বছর বয়সী ১২ কেজি ওজনের ব্ল্যাক কার্প, ৮ কেজি ওজনের গ্রাস কার্প, আড়াই কেজি ওজনের তেলাপিয়া–কোনটা রেখে কোনটার কথা বলব! আছে শোল, খলশেসহ দেশি মাছের সংগ্রহ।

মাছের জগৎ থেকে বেরিয়ে এক পাশে পদ্মফুলের বাগান রেখে সামনে এগোলেই একটা টানেল। কৃত্রিম ধোঁয়া সময়ে সময়ে রং পাল্টাচ্ছে। এরপরই সামনে ঝমঝমিয়ে পড়া কৃত্রিম পাহাড়ি ঝরনাধারার পানি। সেই পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে রঙিন সব কই, কার্প মাছ। মাছকে নিজ হাতে খাবার খাওয়ানোর সুযোগ মিলবে।

আছে পাখির রাজ্য: ম্যাকাউ পাখি হাতে নিয়ে ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকছে এখানে কৃত্রিম পাহাড়ি ঝরনাধারার পর লোহার শিকলের পর্দা সরিয়ে পা ফেলি পাখির রাজ্যে। এখানে রয়েছে গ্রিন-উইংড ম্যাকাউ, ব্লু অ্যান্ড গোল্ড ম্যাকাউ, লাভবার্ডসহ বিচিত্র সব পাখি। পার্কের পাখিশালায় বিভিন্ন রঙের পাখিকে কাছ থেকে দেখার সঙ্গে রয়েছে ছবি তোলার সুযোগও।

শিশুদের মাছ ধরা: ১২ ও এর কম বয়সী শিশুরা ১০০ টাকার বিনিময়ে ছোট নেট দিয়ে মাছ ধরার সুযোগ পাবে। অ্যাকুয়ারিয়াম চাষের উপযোগী সেই ছোট ছোট মাছ যে কয়টা ধরতে পারবে, তা সে সঙ্গে করে নিয়েও যেতে পারবে। চাইলে এখান থেকে অ্যাকুয়ারিয়ামের জারও কিনে নিতে পারবে।

মাছকে খাবার খাওয়ানো: ৫০ টাকার টিকিটে যে কেউ নির্দিষ্ট দুটি জায়গায়–লিচুতলার বড় পানির ট্যাংক আর ৪০ ফুট উঁচু থেকে পড়া পাহাড়ি ঝরনার তলা–নিজ হাতে মাছকে খাবার দিতে পারবেন। ছোট্ট কৌটায় শর্ষের দানার মতো খাবার হাতে নিয়ে পানিতে ফেলবেন, অমনি ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা মাছগুলো সব দল বেঁধে ছুটে আসবে আপনার কাছে। টিকিট কেটে পাখিশালায় ম্যাকাউ পাখি হাতে নিয়ে ছবি তোলার ব্যবস্থাও আছে।

চাইলে ৩০০ টাকার বিনিময়ে ম্যাকাউ কাঁধে নিয়ে ৩৬০ ডিগ্রি ফটো বুথেও ছবি ওঠাতে পারেন। পুরো পার্ক ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হলে অ্যাকুয়ারিয়াম পার্ক ক্যাফেতে আছে খাবারদাবারের ব্যবস্থা।

একদুয়ারিয়ার গ্রামীণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ বিদেশি পর্যটকরা

ভ্রমণ ডেস্ক

নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার একদুয়ারিয়া গ্রামে গত তিন বছরে অন্তত শতাধিক বিদেশি পর্যটক এসেছেন। তারা উপভোগ করছেন গ্রামের ধানখেত, পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা, কাদামাটিতে ছেলেদের ফুটবল নিয়ে মত্ত হওয়া, মেঠোপথে হাঁটাহাঁটি, ক্যারাম খেলাসহ গ্রামীণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ।

এসব দৃশ্য বিদেশিদের কাছে পরিচিত করে তুলছেন স্থানীয় যুবক জাফর তুহিন। ২০২২ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য। বিদেশিদের অনেকেই একাধিকবারও এসেছেন। বাংলার চিরায়ত গ্রামীণ জীবনের স্বাদ নিতে আগ্রহীদের জন্যই কাজ করছেন তুহিন।

আজ শনিবার ব্রিটিশ দম্পতি টাজ ও লিব্বি একদুয়ারিয়া গ্রামে বেড়াতে এসে মিশে যান স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভ্রমণ ভিডিও তৈরি ও ব্লগ লেখার জন্য পরিচিত এই দম্পতিকে সকালে দেখা যায় গ্রামের নানা কাজে অংশ নিতে। লিব্বি ও টাজ গরুর দুধ দোহন, রুটি তৈরি, ডিম ভাজা, পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা, ক্যারাম খেলায় অংশ নেন। ভাষা না মিললেও স্থানীয়রা ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের সঙ্গে মিশে যান, আর তারাও উপভোগ করেন গ্রামীণ জীবনের আনন্দগুলো।

বিকেলে ফসল কাটা ফাঁকা মাঠে ফুটবল খেলে সন্ধ্যায় পাড়ার চায়ের দোকানে আড্ডা দেন তারা। শুধু উপভোগই নয়, নিজেদের উচ্ছ্বসিত ভিডিও প্রকাশ করেন নিজেদের ভ্লগে। দুইজন পর্যটকের জন্য চার রাত তিন দিনের থাকা-খাওয়া, গাইড ও অন্যান্য সুবিধাসহ প্যাকেজমূল্য হিসেবে তিনি ৪০০ ডলার নেন। পর্যটকেরা আরও গভীরভাবে গ্রামের সংস্কৃতি উপভোগ করতে চাইলে অতিরিক্ত ফি'র বিনিময়ে সেই সুযোগও রয়েছে। এতে পারেন।

দ্য ডেইলি স্টারকে লিব্বি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুবই অতিথিপরায়ণ। এলাকার মানুষ আমাদের স্বাভাবিকভাবে আপন করে নিয়েছে, যা খুব ভালো লেগেছে। তিন দিনেই আমি রুটি বানানো ও ডিম ভাজা শিখে গেছি।'

খাবার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এখানে খাবারে অনেক মসলা ব্যবহার করা হয়, তবে আমরা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। দেশে ফিরে আমি আমার ভিডিওর মাধ্যমে বাংলাদেশ ভ্রমণে মানুষকে উৎসাহিত করব। কেননা এখানকার মানুষ খুবই ভালো।' টাজ বলেন, 'লুঙ্গি পরে মাছ ধরেছি, ধানখেতে গিয়েছি। এখানকার পরিবেশ সবুজ ও অত্যন্ত সুন্দর। আমরা আগে একবার এসেছিলাম, আবার সুযোগ পেলে আসব।' স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাফর তুহিনের বাবা নেই। মাকে নিয়ে একসময় ঢাকায় থাকতেন। ২০২০ সালে করোনা শুরু হলে শহর ছেড়ে তিনি একদুয়ারিয়ায় ফিরে আসেন।

ইংলিশ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

স্পোর্টস ডেস্ক

ইংল্যান্ডে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছেন কাউন্টি দল এসেক্সের ক্রিকেটার রবিন দাস। আগামী ৯ অক্টোবর ইনার লন্ডন ক্রাউন কোর্টে তাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, রবিন দাশের বাবা মৃদুল দাশ বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। সেখানে রবিন দাশের জন্ম হয়। ২৪ বছর বয়সী রবিন দাশের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ। মেট্রোপলিটন পুলিশের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ওয়াল্টাম ফরেস্টের কুইন্স রোডের বাসিন্দা রবিন দাসের বিরুদ্ধে চলতি বছরের ২৩ জুলাই ধর্ষণের ঘটনায় অভিযোগ গঠন করা হয়। ২০২৪ সালের ৩০ মার্চ ব্রিক্সটনে এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে গত বছরের ২৭ আগস্ট তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এদিকে এসেক্স ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে ওয়ানডে কাপে মিডলসেক্সের বিপক্ষে নিজের একমাত্র ম্যাচের মাত্র দুদিন পর গত ২৩ জুলাই তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়। এরপরই ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে। ২০২০ সালে এসেক্সের হয়ে পেশাদার ক্রিকেটে অভিষেক হয় রবিন দাসের। কাউন্টি দলটির জার্সিতে তিনি ৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে ২০২৩ সালে ট্যুরিং আয়ারল্যান্ড দলের বিপক্ষে একটি সেঞ্চুরিও রয়েছে তার।

৬২৬ রানের থ্রিলারে শ্রীলঙ্কার জয়

স্পোর্টস ডেস্ক

শেষ দুই ওভারে দরকার ২০। উইকেটে দুই মারকুটে ব্যাটার জস বাটলার আর উইল জ্যাকস, দুজনই তখন সেট।

তুলে নিয়েছেন হাফসেঞ্চুরি। সেখান থেকে ম্যাচ বের করে নিলো শ্রীলঙ্কা। লিডসে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে লঙ্কানরা। প্রথমে ব্যাট করে কুশল মেন্ডিসের সেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে ৩২১ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। জবাবে ৯ উইকেটে ৩০৫ রানে থামে ইংল্যান্ড। ৬২৬ রানের থ্রিলারে জিতে সিরিজে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে সফরকারীরা। উইকেটে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই ইতিবাচক ক্রিকেট খেলেছে শ্রীলঙ্কা। দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন কুশল মেন্ডিস। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ক্যারিয়ারের সপ্তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি তুলে নেন তিনি।

তার ১০০ বলে ১৪ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় ১২১ রানের ইনিংসের ওপর ভর করে বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে শ্রীলঙ্কা।

কুশলকে ভালোভাবে সঙ্গ দেন কামিন্দু মেন্ডিস। তিনি করেন ৫৪ রান। এ ছাড়া পাভান রাথনায়েকে ৪৮, জানিথ লিয়ানাগে ৩২ এবং পাথুম নিসাঙ্কা ২৫ রান করেন। জবাবে ইংল্যান্ড শুরুতে দারুণভাবে রান তাড়া করছিল। টম ব্যান্টন (৬২ বলে ৭৩) আর বেন ডাকেট (৬৩ বলে ৬৭) মারকুটে ওপেনিং জুটি শ্রীলঙ্কার জন্য বড় হুমকি হয়ে ওঠে। এরপর জস বাটলারের (৪৯ বলে ৬৯) আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ইংল্যান্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। শেষ দিকে উইল জ্যাকসও (৬১ বলে ৫২) লড়াই চালিয়ে যান। তবে মাঝের ও শেষ ওভারে বল হাতে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। বিশেষ করে দুনিথ ওয়েলালাগের স্পিনে চাপে পড়ে ইংল্যান্ড। তিনি ৪৯ রানে ৩ উইকেট নিয়ে দলের জয়ের পথ তৈরি করেন। দুটি করে উইকেট নেন ইশান মালিঙ্কা এবং দিলশান মাদুশঙ্কা

শেষ মুহূর্তে কপাল খুলল রহস্য স্পিনার আলিসের

স্পোর্টস ডেস্ক

জাপানে ২০তম এশিয়ান গেমসের বাংলাদেশ স্কোয়াডে পরিবর্তন এসেছে। অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ছিটকে গেছেন। তার জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন আলিস আল ইসলাম। এখনো জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হয়নি এই রহস্য স্পিনারের। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মিডিয়া বিভাগ। বিসিবি জানিয়েছে, ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে এশিয়ান গেমস থেকে ছিটকে গেছেন অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন। জাতীয় দলের আশপাশে থাতা আলি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় বিসিবি 'এ' দলের হয়ে ওয়ানডে সিরিজে খেলেছেন। একটি ম্যাচে সুযোগ পেয়ে ১০ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে নেন ৩টি উইকেট।

২০১০ সালে প্রথম আসরেই বাজিমাত। এরপর পেরিয়ে গেছে ১৬ বছর। ২০১৪ ও ২০২৩ সালের এশিয়ান গেমস পুরুষ ক্রিকেটে আর স্বর্ণপদক গলায় পরা হয়নি বাংলাদেশের। এবারের টুর্নামেন্টে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটাতে চান অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। জাপানের আইচি-নাগোয়ার এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ছেলেদের ক্রিকেট শুরু হবে বৃহস্পতিবার। তবে র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে প্রথম রাউন্ডে 'বাই' পেয়ে যাওয়ায় সরাসরি কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলবে বাংলাদেশ। তাই তাদের প্রথম ম্যাচ আগামী মঙ্গলবার। এখনও চূড়ান্ত হয়নি কোয়ার্টারে কোন দলের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২৬ বছরের এডওয়ার্ডসের অভিষেক

স্পোর্টস ডেস্ক

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আমন্ত্রিত হয়ে ব্যাট করছে স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা। ডারবানে এই ম্যাচ দিয়েই ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে ২৬ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার জ্যাক এডওয়ার্ডসের।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ম্যাচে টস জিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বি-পাক্ষিক সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার সাফল্য বেশ পুরোনো। ২০১৪ সালের পর থেকে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে কোনো দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ জিততে পারেনি তারা।

এবার সেই অপেক্ষা কাটানোর লক্ষ্যেই সিরিজ শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া। আর প্রথম ম্যাচেই জাতীয় দলের ওয়ানডে একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন এডওয়ার্ডস।

২৬ বছর বয়সী এডওয়ার্ডস মূলত সিম বোলিং অলরাউন্ডার। চলতি বছর লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেছিলেন তিনি। এবার প্রথমবারের মতো ওয়ানডে ক্রিকেটেও আন্তর্জাতিক অভিষেক হলো তার।

অস্ট্রেলিয়ার একাদশে ফিরেছেন অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনও। কাঁধের চোটের কারণে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে খেলতে পারেননি তিনি। চোট কাটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের একাদশে জায়গা পেয়েছেন গ্রিন।

অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা বেশ বড় ধরনের চোট সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। দলের চারজন মূল বোলার এই সিরিজে খেলতে পারছেন না।

তাদের মধ্যে রয়েছেন কাগিসো রাবাদা ও কোয়েনা মাফাকা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে তারা সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন।

চোটের কারণে বোলিং বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনকে না পাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার বেঞ্চের শক্তিরও পরীক্ষা হবে বলে মনে করছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। টস জিতলে তিনিও প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিতেন বলে জানিয়েছেন তিনি। বাভুমা বলেন, চোটের কারণে বোলিং বিভাগে দলের 'গভীরতার পরীক্ষা' হবে।

তবে চোটের মধ্যেও দক্ষিণ আফ্রিকার দলে ফিরেছেন ফাস্ট বোলার জেরাল্ড কোয়েৎজি। তিন বছরেরও বেশি সময় পর ওয়ানডে ক্রিকেটে ফিরলেন তিনি। সর্বশেষ ২০২৩ বিশ্বকাপে ওয়ানডে খেলেছিলেন কোয়েটজি। এবার দলে ফেরার পর পেস আক্রমণের নেতৃত্বে থাকছেন মার্কো ইয়ানসেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশে রাখা হয়েছে দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনার বিজর্ন ফোর্টুইন ও কেশব মহারাজকেও। ম্যাচের সময় উইকেট কিছুটা ধীর হয়ে আসতে পারে এবং পরে স্পিনারদের সহায়তা করতে পারে- এমন প্রত্যাশা থেকেই তাদের একাদশে রাখা হয়েছে।

প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশে রয়েছেন কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা, ম্যাথু ব্রিটজকে, রায়ান রিকেলটন, ডেভিড মিলার, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বোশ, জেরাল্ড কোয়েৎজি, বিজর্ন ফোর্টুইন ও কেশব মহারাজ।

অস্ট্রেলিয়ার একাদশে রয়েছেন ট্রাভিস হেড, অধিনায়ক মিচেল মার্শ, কুপার কনোলি, জশ ইংলিস, ম্যাট রেনশ, ক্যামেরন গ্রিন, জ্যাক এডওয়ার্ডস, মিচেল স্টার্ক, নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পা ও জশ হ্যাজলউড।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর অস্ট্রেলিয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই সিরিজ শুরু করলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয়ের খরা কাটানোর চ্যালেঞ্জ থাকছে তাদের সামনে। আর সেই সিরিজের শুরুতেই আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে নতুন মুখ হিসেবে অভিষেক হলো ২৬ বছর বয়সী জ্যাক এডওয়ার্ডসের।

জাপানে গামিনির কাছ থেকে উইকেটের আইডিয়া নিতে চায় বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক

এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের লক্ষ্য নিয়েই জাপানের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। টুর্নামেন্টের আগে অধিনায়ক লিটন দাসও নিজেদের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন। এবার তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে পেস বোলিং কোচ তালহা জুবায়েরও সোনার পদক জয়ের আশা প্রকাশ করেছেন। জাপানের কন্ডিশন বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য কিছুটা অচেনা হলেও উইকেটের ধরন নিয়ে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছে দল। দেশটির উইকেট সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের সাবেক পিচ কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার কাছ থেকেও। তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জাপানে ভালো করার প্রত্যাশা তালহার। তিনি বলেন, 'উইকেট তো অচেনা, কিন্তু তারপরেও কিছু আইডিয়া আমরা নিয়েছি। আশা করি আমরা দলীয়ভাবে ভালো কিছু করে আসতে পারব। গামিনির সঙ্গে আলাপ করে আইডিয়া নেব আবারও।'

জাপানে উইকেট ধীরগতির হওয়ার সম্ভাবনাকেও ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ। তার মতে, এমন কন্ডিশনে খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা সুবিধা পেতে পারেন। তবে সাফল্যের জন্য ব্যাটার, স্পিনারসহ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই দায়িত্ব নিতে হবে।

তালহা বলেন, 'এই ধরনের উইকেট হলে অবশ্যই আমাদের পক্ষে থাকবে। আমরা জানি এই ধরনের উইকেটে কীভাবে খেলতে হয়। দায়িত্ব থাকবে ব্যাটার, স্পিনার, সবমিলিয়ে সকল প্লেয়ারদের ওপর।' এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের অভিযান শুরু হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। প্রথম ম্যাচে বেলা ১১টায় বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। 'বি' গ্রুপে হংকং, মালয়েশিয়া ও ওমানের মধ্যকার চ্যাম্পিয়ন দলের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে জিততে পারলে ১ অক্টোবর বেলা ১১টায় সেমিফাইনালে নামবে বাংলাদেশ। আর সোনার পদকের লড়াইয়ের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৩ অক্টোবর।

রোনালদোর গোল বাতিল তবু জিতলো পর্তুগাল

স্পোর্টস ডেস্ক

উয়েফা নেশন্স লিগে জয় দিয়ে নতুন অভিযান শুরু করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। লিসবনে ওয়েলসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেছেন জোয়াও ফেলিক্স। ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলে আধিপত্য দেখায় পর্তুগাল। পুরো ম্যাচে ওয়েলসের গোলমুখে ১৯টি শট নেয় তারা, বিপরীতে ওয়েলসের শট ছিল মাত্র ৪টি। তবে একের পর এক সুযোগ তৈরি করেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি স্বাগতিকরা।

২২ মিনিটে আসে পর্তুগালের কাঙ্ক্ষিত গোল। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে ফেলিক্সের নেওয়া নিচু শট ওয়েলস অধিনায়ক বেন ডেভিসের গায়ে সামান্য লেগে দিক পরিবর্তন করে। এরপর বলটি গোলরক্ষক ড্যানি ওয়ার্ডের নাগালের বাইরে দিয়ে পোস্ট ঘেঁষে জালে জড়িয়ে যায়। নতুন কোচ হোর্হে জেসুসের অধীনে এটিই পর্তুগালের প্রথম ম্যাচ। জয় পেলেও দলের আক্রমণভাগের বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট হওয়ায় বড় ব্যবধানে জয় পায়নি তারা। পর্তুগালের আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ৪১ বছর বয়সী এই তারকা ২০০৩ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফুটবলে রেকর্ড ১৪৬ গোল করেছেন। ম্যাচে রোনালদো বল পেলেই গ্যালারিতে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়। রোনালদো একবার গোলের পাশের জালে বল মেরেছেন। কাছ থেকে পাওয়া আরেকটি সুযোগে ভলির শট ঠিকমতো নিতে না পেরে বল উঁচুতে তুলে দেন। ম্যাচের এক ঘণ্টা পর ওয়েলসের জালে বল পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়। সিদ্ধান্তে স্পষ্টতই বিস্মিত রোনালদোকে সাত মিনিট পরই মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। রোনালদো মাঠ ছাড়ার পর পর্তুগালের আক্রমণে কিছুটা ছন্দপতন দেখা যায়। সেই সুযোগে সমতা ফেরানোর কাছাকাছি চলে যায় ওয়েলস। একটি আক্রমণ থেকেই দুইবার গোলের সুযোগ পায় সফরকারীরা।

SHIP HIGHLIGHTS

NEIGHBORHOODS
1. Thrill Waterpark®
2. Surfside®
3. The Hideaway®
4. Central Park®
5. Chill Island℠
6. AquaDome®
7. Royal Promenade
8. Suite Neighborhood

ICONIC THRILLS
9. Category 6 Waterpark
10. Crown's Edge®
11. FlowRider®
12. Sports Court & Rock Wall
13. Lost Dunes℠ Mini Golf

ICONIC WOWS
14. AquaDome® & AquaTheater
15. Absolute Zero℠
16. Royal Theater

ICONIC CHILLS
17. Hideaway Pool*
18. Royal Bay℠ Pool
19. The Cove℠ Pool
20. Cloud 17®
21. Swim & Tonic℠*
22. Water's Edge & Splashaway Bay℠
23. The Grove at Suite Sundeck
24. The Lime and Coconut®

DINING
25. Dining Room
26. Windjammer Marketplace
27. Empire Supper Club℠
28. Pier 7℠
29. Izumi Hibachi℠
30. Chops Grille℠
31. Park Cafe
32. AquaDome Market
33. Hooked Seafood℠

ENTERTAINMENT
34. Playmakers℠ Sports Bar & Arcade
35. 1400℠ Lobby Bar
36. Lou's Jazz'n Blues℠
37. Dueling Pianos℠
38. Music Hall
39. The Overlook℠ Lounge

ICONIC STAYS
40. Ultimate Family Townhouse®

Features vary by ship. Additional charges apply to Specialty Dining venues and some onboard activities like Crown's Edge. *Adults-only area.

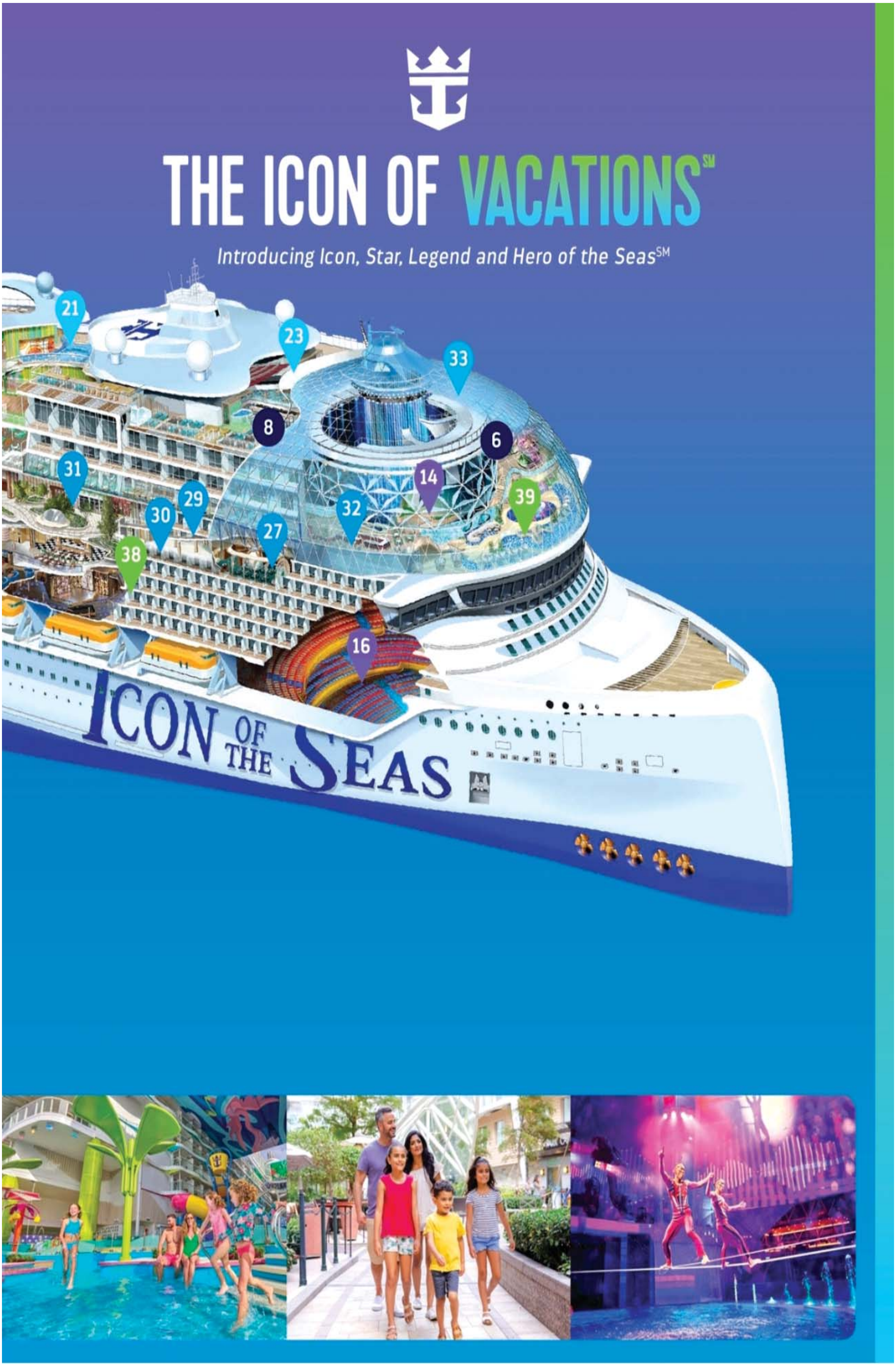
THE ICON OF VACATIONS SM
Introducing Icon, Star, Legend and Hero of the Seas SM
21
23
33
8
6
31
14
29
39
30
32
27
38
16
ICON OF THE SEAS

PM Pledges To Establish Prosperous Democratic Bangladesh

Shibbir Ahmed, New York

Prime Minister Tarique Rahman today pledged to build a prosperous, self-reliant and welfare-oriented democratic Bangladesh by ensuring political and economic empowerment of the people and creating equal opportunities for all.
"We want to establish a prosperous, self-reliant, welfare-oriented democratic state where everyone, irrespective of political affiliation, religion or race, can live without anxiety and in safety, with equal rights, respect and dignity," he said. The Prime Minister made the remarks while addressing the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York.
He said his government was working to establish a safe and stable Bangladesh with a business- and investment-friendly environment while strengthening democracy, human rights, good governance, accountability and political stability.
Tarique Rahman said the government was pursuing a three-pronged strategy — Recovery, Restoration and Reconstruction — to rebuild Bangladesh.
"Bangladesh is now once again embarking on the path of democracy," he said, adding that the government was taking steps to transform the country's working-age population into skilled human resources by harnessing its demographic dividend. He said detailed measures had been taken to create extensive employment opportunities and develop Bangladesh as a "manufacturing hub."
The government has allocated US$50 million in the current fiscal year to provide opportunities for young entrepreneurs, researchers and innovators to implement start-up initiatives, he said. The Prime Minister said women were at the forefront of the government's plans for the country's socio-economic transformation, noting that women account for more than half of Bangladesh's population.
"The government is giving priority to women's education, women's employment and the creation of women entrepreneurs," he said. He said access to cash financing had been expanded for women, particularly in the small and medium-sized industries sector, to support the development of women-led businesses.
The government had also introduced free education opportunities for women up to the undergraduate level, he said.
Tarique Rahman said the government sought to ensure not only electoral democracy but also the democratisation of the economy so that the benefits of economic growth and prosperity reached every family and citizen. To this end, the government had introduced social protection initiatives, including the Family Card, Farmers' Card, Sports Card and e-Health Card, to support economically disadvantaged people.

"The government considers the 'Family Card', issued in the name of the female head of each household, to be a symbol of women's economic empowerment," the Prime Minister said. He said the government also planned to introduce a "Universal Card" by integrating the various cards designed to provide support in different sectors. The Prime Minister said the government had placed special emphasis on education, health and sports and had made the highest-ever allocation for the education sector in the country's history. "There are plans to gradually increase education spending to 5 per cent of GDP within the next five years," he said. He said a new curriculum had been developed with greater emphasis on technical and practical education to build an ethically sound and employment-oriented education system.
Secretary-General António Guterres (right) meets with Tarique Rahman, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh.UN Photo/Ariana Lindquist
School bags, uniforms and free midday meals were being provided to primary school students from the first grade, he said, expressing hope that the initiatives would boost school enrolment and improve the quality of education. Tarique Rahman said sports had also been introduced as a subject in the education curriculum for the first time, with the aim of establishing sports as a profession.
As part of the initiative, more than two million students participated in a month-long football tournament held across the country in June, he said. The Prime Minister said science and technology would shape the future as the world entered a new era driven by artificial intelligence, biotechnology and scientific innovation. He said Bangladesh's large young population and expanding digital capabilities had created new opportunities, but access to advanced technology, knowledge and research needed to be made available to all.
"We do not want today's digital divide to become tomorrow's artificial intelligence divide," he said. Tarique Rahman said Bangladesh respected innovation and intellectual property while stressing the importance of technology transfer, skills development and affordable access to modern technologies. "It is now time for the United Nations to adopt an effective policy framework so that the benefits of the development and rapid expansion of artificial intelligence and social media can be used positively in countries around the world," he said. Turning to the Rohingya crisis, Tarique Rahman said Bangladesh had been sheltering more than 1.2 million forcibly displaced Rohingyas from Myanmar for more than nine years.
He said the only solution to the crisis was the safe and dignified return of the displaced Rohingya population to their homeland in Myanmar and called for continued life-saving assistance until their repatriation. The Prime Minister said Bangladesh was continuing its progress in democracy, human rights, good governance, accountability, political stability and improving the investment environment. "In the present democratic Bangladesh, we welcome partnership, innovation and both domestic and foreign investment," he said. Tarique Rahman said the government wanted to build a Bangladesh where young people could pursue their dreams without fear or hindrance, women could lead their lives with confidence and every child could grow up with opportunities to realise their full potential. "Above all, the people will have the assurance of a safe and peaceful life. That is why we say, 'Bangladesh First: Bangladesh for All'," he added.

Biman Bangladesh Airlines Orders 11 More Boeing Aircraft in New York

Shibbir Ahmed, New York

Biman Bangladesh Airlines has ordered 11 additional Boeing aircraft as Bangladesh's national flag carrier moves to expand and modernize its fleet.
Boeing and Biman announced the agreement Wednesday in New York on the sidelines of the 81st session of the United Nations General Assembly. The order comprises five Boeing 787-10 Dreamliners and six Boeing 737-8 aircraft, according to Boeing. The latest purchase follows Biman's order for 14 Boeing aircraft announced in April, bringing the airline's planned Boeing acquisitions to 25 aircraft this year. The April order included eight 787-10s, two 787-9s and four 737-8s. Reuters reported the April deal at approximately $3.7 billion based on list prices. The agreement was signed between Biman Bangladesh Airlines and Boeing during a ceremony in New York. Rumee A. Hossain, chairman of Biman Bangladesh Airlines, and Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing, represented the two organizations at the signing ceremony. Boeing's official photograph shows Hossain and McMullen in the front row of the ceremony.
The signing was attended by senior Bangladeshi and U.S. officials, reflecting the broader economic and trade context surrounding the aircraft purchase.
Among those present were M. Rashiduzzaman Millat, Bangladesh Minister of Civil Aviation and Tourism; Humaiun Kobir, State Minister of Foreign Affairs; Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, chairman of the Invest Bangladesh Authority; Madhi Amin, Advisor to the Prime Minister; U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick; and U.S. Deputy Secretary of State Christopher Landau. Also pictured at the ceremony were William Kimmitt, Under Secretary of Commerce for International Trade; Brendan Nelson, Boeing Global senior vice president; Stephanie Pope, Boeing Commercial Airplanes president and CEO; S. Paul Kapur, Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs; Kaanthi Bhuvanagiri, Boeing sales director for India and South Asia; and Paul Righi, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Eurasia, India and South Asia.
Biman Chairman Rumee A. Hossain described the supplemental agreement as part of the airline's ongoing fleet-renewal and network-expansion program.

U.S. Sanctions Iranian Digital Asset Network Over Sanctions Evasion

Shibbir Ahmed, *Washington DC*

The United States has imposed new sanctions on an Iranian digital asset network accused of helping the Iranian regime evade sanctions and move funds through cryptocurrency. The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced the measures on September 17 as part of Operation Economic Outcast, a broader U.S. campaign targeting Iran's financial networks and sources of revenue. The sanctions target BitBank, an Iranian digital asset exchange controlled by Iranian financier Babak Zanjani, along with its developer, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Three individuals associated with Zanjani—Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, and Seyed Adel Heidari—were also designated. According to the Treasury Department, the targeted entities and individuals form part of an Iranian digital asset-based sanctions-evasion infrastructure. U.S. officials said BitBank has been used to transfer payments received by the Iranian regime and that the broader network was involved in laundering funds and transferring hundreds of millions of dollars in Bitcoin to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Treasury Secretary Scott Bessent said the action demonstrates that cryptocurrency-based financing linked to the Iranian regime remains within the reach of U.S. sanctions authorities.

The latest measures were issued under Executive Order 13902, which authorizes sanctions targeting certain sectors of Iran's economy, including its digital asset sector. Treasury said the expanded use of the authority is intended to disrupt Iran's efforts to use digital assets to circumvent U.S. sanctions. The action is part of Operation Economic Outcast, launched by the Treasury Department on August 24, 2026. The campaign focuses on financial networks, facilitators and channels that U.S. authorities say Iran uses to generate revenue, evade sanctions and finance activities linked to the regime.

Treasury has warned that entities involved in money laundering or sanctions evasion on behalf of Iran could face restrictions on access to the U.S. financial system. The department has also increased the potential exposure to secondary sanctions for foreign entities that continue certain business dealings with Iran.

UN Experts Cite Possible US War Crimes in Iran

GENEVA

United Nations-backed human rights experts said Thursday they found "reasonable grounds" to believe that the United States committed war crimes in two military strikes in Iran, including an attack on a school that killed more than 150 people. The findings come from the Independent International Fact-Finding Mission on Iran, which investigated the conduct of the United States during the war that began in February, as well as human rights violations allegedly committed by Iranian authorities. The mission's report is due to be presented to the UN Human Rights Council in Geneva. The experts said they found reasonable grounds to believe U.S. forces were responsible for a February 28 strike on the Shajareh Tayyebeh Primary School in Minab, southern Iran. Iranian officials said more than 150 people were killed, including about 120 schoolchildren. According to the mission, the school was a clearly identifiable civilian facility and investigators found no evidence that it was being used for military purposes. The experts concluded that the attack was indiscriminate and caused civilian deaths and damage to civilian infrastructure, amounting to a war crime under international law. The mission also examined a strike on a sports center in Lamerd. Investigators said the attack damaged nearby residential buildings and a school and killed or injured 22 civilians. They concluded that the strike was indiscriminate and therefore constituted a war crime.

U.S. Central Command said in March that American forces did not conduct strikes in Lamerd on the day in question. U.S. officials have also previously said that American military operations are carried out in accordance with the law of armed conflict.The report also addressed Iran's response to nationwide anti-government protests that began in late December. The experts said Iranian authorities carried out a widespread and systematic attack against civilians, including unlawful killings, torture, arbitrary detention and enforced disappearances, which they characterized as crimes against humanity.

The fact-finding mission is an investigative body rather than a court and cannot initiate criminal proceedings. Its findings, however, can be used in future investigations or proceedings before national courts or international tribunals. The United States and Iran have previously rejected allegations of wrongdoing, and the two governments did not immediately respond to requests for comment on the latest findings.

ADB Approves $200m For Dhaka Power Upgrade

Dhaka

The Asian Development Bank (ADB) has approved a $200 million loan to help Bangladesh modernise and strengthen its electricity distribution network in fast-growing industrial and urban areas around Dhaka. The project aims to improve the reliability, efficiency and resilience of electricity supply for businesses and households, according to an ADB statement yesterday.

Under the Power Distribution Network Enhancement Project, the Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) will upgrade distribution infrastructure across 13 Palli Bidyut Samities serving rapidly growing industrial and urban areas around the capital. The project will install 1,150 megavolt-amperes (MVA) of new transformer capacity across 52 substations and increase the capacity of 12 existing substations by 115 MVA. It will also construct or upgrade more than 2,600 kilometres of overhead and underground distribution lines and install insulated conductors to improve network reliability, efficiency and safety. Another 900 fault locator sets will be deployed to speed up fault detection and service restoration. The project will also build river-crossing transmission structures and switching stations to modernise system operations.

"This project will help future-proof the power system in key growth corridors around Dhaka through advanced technologies, stronger infrastructure, and enhanced resilience measures," said ADB Country Director for Bangladesh Qingfeng Zhang. The ADB loan is part of a broader financing package for the project. The government will provide about $108 million in cofinancing, while BREB will contribute about $141 million. The Republic of Korea's e-Asia and Knowledge Partnership Fund will provide a $1 million technical assistance grant.

US Awami League Holds Protest Outside UN Headquarters in New York

NEW YORK CORRESPONDENT

The US Awami League, Awami family members, and affiliated and associate organizations held a protest rally outside the United Nations headquarters in New York on Thursday, September 24, protesting the ban on all activities of the Bangladesh Awami League, death sentences against former Prime Minister Sheikh Hasina and other senior party leaders, and what they described as moves to hand over Saint Martin's Island, ports and transit corridors to foreign interests. The rally was held at noon outside the UN headquarters, with Awami League leaders and activists arriving from different states across the United States. Participants included leaders and activists from the US Awami League, US Jubo League, US Mohila League, US Chhatra League, US Sramik League, US Swechhasebak League, Michigan Awami League, Virginia State Awami League, Metro Washington Awami League, Maryland State Awami League, New York State Awami League, New York City Awami League, US Awami League South, US Awami League East, US Awami League West, and the organization Amra Mujib Sainik, among others.

Awami League supporters hold a protest outside the United Nations headquarters in New York on Thursday,

The protesters chanted a range of slogans, including "Go Back Tarique," "Terrorist Tarique," "Khamba Tarique," "No gas, no electricity—this government is not needed," "No food, no clothing—this government is not needed," "There are poles, but no electricity—this government is not needed," "Police killer Tarique—go back, go back," and "Grenade Tarique—go back, go back."

Addressing the rally, speakers said the Awami League played a leading role in the establishment of Bangladesh as an independent and sovereign country. They alleged that banning the party's political activities undermines the values, ideals and spirit of the country's Liberation War. The speakers called for the immediate withdrawal of the ban, arguing that it would create political space for what they described as anti-liberation and extremist forces.

Allow your clients a few days to reflect
on their Walt Disney World. vacation.
Disney's 7-Night Land and Sea Vacation. Two wondrous journeys in one spectacular trip. Your clients' adventures begin with a 3- or 4-night stay at Walt Disney World®, including the royal treatment at their choice of select Walt Disney World® Resort hotels. Then it's time to sail away aboard Disney Cruise Line® on a 3- or 4-Night Bahamian Cruise. And, as always, everyone at every age will experience the magical moments and legendary service that can only come from Disney.
Disney CRUISE LINE
Book online via disneytravelagents.com

শাবনূর-তাসকিনের রাতভর আড্ডা

● বিনোদন প্রতিবেদক

হঠাৎই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে একটি ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঢাকাই চলচ্চিত্রের নন্দিত নায়িকা শাবনূরের সঙ্গে সেলফি তুলেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা পেসার তাসকিন আহমেদ।

দুই ভিন্ন অঙ্গনের দুই পরিচিত মুখকে এক ফ্রেমে দেখে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে–তাসকিনের সঙ্গে শাবনূরের দেখা হলো কোথায়, কীভাবে? পেছনের গল্প জানতে যোগাযোগ করা হয় শাবনূরের সঙ্গে।

জানা গেল, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে শাবনূরের ভাইয়ের বাসায় আয়োজিত এক ঘরোয়া বারবিকিউ আড্ডায় পরিবারসহ যোগ দিয়েছিলেন তাসকিন।

অস্ট্রেলিয়া সফরে থাকা এ ক্রিকেটার গত শুক্রবার স্ত্রী, সন্তান ও স্বজনদের নিয়ে সেখানে যান। শাবনূরের সঙ্গে ছিলেন

তার ভাই তমাল, বোন ঝুমুরসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। খাওয়াদাওয়া, গল্প আর হাসি-আনন্দে জমে ওঠা সেই আড্ডা গড়ায় ভোর চারটা পর্যন্ত।

শাবনূর জানালেন, তাসকিনের সঙ্গে তাদের পরিবারের পরিচয় নতুন নয়। বহু বছর ধরেই দুই পরিবারের মধ্যে চেনাজানা ও যোগাযোগ রয়েছে। বিশেষ করে তাসকিন ও শাবনূরের ভাই পূর্বপরিচিত। এবার সিডনিতে এসে স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাসকিন। সেই সুযোগেই শাবনূরের ভাইয়ের বাসায় তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

আয়োজনটি ছিল একেবারেই পারিবারিক, ছিল না কোনো আনুষ্ঠানিকতা। দুই পরিবারের বড়দের পাশাপাশি সন্তানেরাও আনন্দে সময় কাটিয়েছে। শাবনূর বলেন, আমার ভাইয়ের বাসায় তাসকিনের পুরো পরিবারের দাওয়াত ছিল।

আমাদের সবারও দাওয়াত ছিল। সেখানেই দারুণ আড্ডা হয়। ভোর চারটা পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করেছি, অনেক আড্ডা হয়েছে। আমাদের সন্তানেরাও খুব মজা করেছে।

সেই আড্ডারই একটি মুহূর্ত ধরা পড়ে তাসকিনের তোলা সেলফিতে। পরে শাবনূর ছবিটি নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন। শুধু ছবি নয়, তাসকিন ও তার পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময়ের কথাও অনুসারীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন এই অভিনেত্রী।

আবারও বিতর্কে সিডনি

● বিনোদন ডেস্ক

হলিউড অভিনেত্রী সিডনি সুইনি এবার সিনেমা বা সিরিজে নয়, আলোচনায় এসেছেন একটি বিজ্ঞাপনকে ঘিরে। নতুন স্পোর্টস ট্রেডিং ও প্রেডিকশন অ্যাপ নোভিগের বিজ্ঞাপনে প্রায় পুরোপুরি নগ্ন হয়ে ক্যামেরার সামনে হাজির হয়েছেন 'ইউফোরিয়া' অভিনেত্রী।

বিজ্ঞাপনটিতে সুইনিকে দেখা যায় বিভিন্ন খেলাধুলার সরঞ্জামের সঙ্গে। কোথাও বাস্কেটবল ও ফুটবল দিয়ে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঢেকেছেন, কোথাও আবার হকি গোলপোস্ট, ফুটবল প্যাড, বেসবল ক্যাচারের হেলমেট কিংবা হকি গোলকিপারের মাস্ক ব্যবহার করেছেন। সুইনি শুধু এ বিজ্ঞাপনের মুখ নন, নোভিগের কৌশলগত অংশীদার ও শেয়ারহোল্ডারও হয়েছেন। বিজ্ঞাপনটি নিয়ে এক বিবৃতিতে সুইনি বলেন, মজার একটি ধারণাকে সামনে আনাই ছিল এই প্রচারের উদ্দেশ্য।

ভাবনাটি খুব সহজ– সব ধরনের বাড়তি শব্দ সরিয়ে মনোযোগটা পুরোপুরি খেলাধুলার দিকে নেওয়া। বিজ্ঞাপনের শুরুতেই সুইনিকে বলতে শোনা যায়, ভাবছেন খেলাধুলা সম্পর্কে আপনি সব জানেন? তাহলে প্রমাণ করুন।

এরপর ক্যামেরার সামনে নগ্ন অবস্থায় একটি বাস্কেটবল হুপের ওপর বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। শরীর ঢেকে রেখেছেন কয়েকটি বাস্কেটবল ও ফুটবল দিয়ে। এরপর বিজ্ঞাপনটি আরও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। কখনও হকি গোলকিপারের পোশাকের অংশ, কখনও ফুটবল প্যাড, আবার কখনও বেসবল ক্যাচারের হেলমেট পরে দেখা যায় সুইনিকে।

একপর্যায়ে তিনি নোভিগের জার্সিও পরেন। নোভিগ গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে কার্যক্রম শুরু করেছে। ফেডারেল নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় পরিচালিত এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের জন্য বয়স হতে হবে অন্তত ২১ বছর। আধুনিক আর্থিক বাজারের ট্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে খেলাধুলাকেন্দ্রিক প্রেডিকশন মার্কেটের ধারণা মিলিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

তবে খোলামেলা বিজ্ঞাপনে সুইনির উপস্থিতি এবারই প্রথম নয়। চলতি বছর নিজের অন্তর্বাসের ব্র্যান্ড সির্ন চালু করার পর সেখানকার প্রচারণাতেও একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে তাকে। গত বছর আমেরিকান ইগলের একটি জিনসের বিজ্ঞাপনেও অভিনয় করেছিলেন সুইনি। বিজ্ঞাপনে 'গুড জিনস' শব্দ নিয়ে করা শব্দখেলা নিয়ে অনলাইনে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

সিডনি সুইনি

শিল্পীদের রাজনৈতিক প্রশ্ন করবেন না – শ্বেতা

● বিনোদন ডেস্ক

শিল্পীদের রাজনৈতিক প্রশ্ন করে লাভ নেই– এমন মন্তব্য করেছেন বলিউড অভিনেত্রী শ্বেতা ত্রিপাঠী। তার মতে, অভিনয়শিল্পীরা রাজনীতি বা সরকারি সিদ্ধান্তের সব তথ্য জানেন না। তাই শুধু শিরোনাম তৈরির জন্য তাদের এমন প্রশ্ন করা অর্থহীন। সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ, নিজের বক্তব্য এবং 'মির্জাপুর' চরিত্র গোলু থেকে পাওয়া শিক্ষাসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন শ্বেতা।

অভিনেতাদের রাজনৈতিক বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করার প্রবণতা নিয়ে শ্বেতা বলেন, আমরা শিল্পী এবং আমরা বুঝি, আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে এক ধরনের দায়িত্ব জড়িয়ে আছে। কিন্তু অনেক কক্ষের ভেতরে কী হচ্ছে, কোন নথিতে কী আছে কিংবা সরকারি পর্যায়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে– এসব আমরা জানি না।

তিনি আরও বলেন, আমাদের জ্ঞান যখন সীমিত, তখন কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আমরা ভুল কিছু বলতেই পারি। আর ভুল বললে আপনারা সমালোচনা করবেন। বরং আমাদের অভিনয় আর আমাদের জীবন নিয়ে প্রশ্ন করুন। শ্বেতার মতে, একজন তারকার বক্তব্য অনেক সময় মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপন করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তারের ফলে বিষয়টি আরও বেড়েছে। তিনি বলেন, আপনি একটা কথা বললেন, কিন্তু সেখান থেকে অন্য কিছু বেরিয়ে এলো। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে তথ্যের আধিক্য, নিরন্তর কনটেন্ট গ্রহণ এবং সব সময় বিনোদন চলছে। ফলে কোন কথাটা কোথায়, কোন ক্লিপটা কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হলো– সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিজের বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এখন ভয় পান না বলেও জানান এ অভিনেত্রী। তার ভাষ্য, কোনও মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে– এ আশঙ্কায় নিজের মতামত প্রকাশ বন্ধ করতে চান না তিনি।

জয়ার ফ্যাশন সিনেমা লন্ডনের উৎসবে

● বিনোদন প্রতিবেদক

জয়া আহসান অভিনীত ফ্যাশন ফিল্ম 'হিউজ অব লংগিং' যুক্তরাজ্যের ১৩তম লন্ডন ফ্যাশন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-এ নির্বাচিত হয়েছে। যৌথভাবে ছবিটির গল্প লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন রণদীপ ভট্টাচার্য ও যুধাজিৎ বাগচী। মুম্বাইভিত্তিক প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইয়ানুস ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত হয়েছে 'হিউজ অব লংগিং'। ফরাসি কবি ও নাট্যকার জঁ ককতোর কালজয়ী মনোড্রামা 'দ্য হিউম্যান ভয়েস' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত হয়েছে 'হিউজ অব লংগিং'। ভালোবাসার অনুপস্থিতি, স্মৃতি ও অপেক্ষার অনুভূতি ঘিরে তৈরি হয়েছে ৩ মিনিট ২৫ সেকেন্ডের এ স্বল্পদৈর্ঘ্য ফ্যাশন ফিল্ম। মূলত ফ্যাশন ও চলচ্চিত্রের নান্দনিকতার সঙ্গে গল্প বলার শিল্পকে মিলিয়ে নির্মিত হয় এ ধরনের ফ্যাশন ফিল্ম।

'হিউজ অব লংগিং' ছবিটির শুটিং হয়েছে গত বছর, জানালেন জয়া আহসান। দুই পরিচালকের নিজ শহর পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরাম-পুরে হুগলি নদীর তীরের একটি পুরোনো বাড়িতে পুরো ছবির শুটিং হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের ওই বাড়ির দেয়াল, বারান্দা ও আলোছায়ার আবহে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অপেক্ষা ও বিরহের অনুভূতি। জয়া আহসান জানালেন, ছবিটির পরিচালকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, জানতে চেয়েছেন এ রকম একটা এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে পারি কি না? তখন আমরা এটি করি।

Walt Disney World.
4-Day, 4-Park Magic Ticket
from
$99
per day, + tax
Total price: from $396 + tax.
One admission per Theme Park.
One Theme Park per day.
Ticket valid 4/2/24–9/28/24.
Ticket must be used within 7 days of first use. Ticket may not be used to enter the same Theme Park more than once. Admission is subject to capacity, closures and other restrictions. Parks, attractions and other offerings are subject to availability, closures and change or cancellation without notice or liability. The ticket does not require Theme Park reservations to enter the Parks.
©Disney

অ্যালার্ম নয়, শরীরের ঘড়িতেই ভাঙবে ঘুম

স্বাস্থ্য ডেস্ক

সকালে ঘুম ভাঙাতে অ্যালার্মের ওপর নির্ভর করেন অনেকেই। বিশেষ করে রাতে দেরিতে ঘুমানো, অনিয়মিত জীবনযাপন কিংবা পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ার কারণে সকালে অ্যালার্ম ছাড়া ঘুম থেকে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে ঘুমের সময় ঠিক রাখা এবং কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করলে শরীরের নিজস্ব ঘড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অ্যালার্ম ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে ঘুম থেকে ওঠা সম্ভব বলে জানিয়েছেন ঘুম বিশেষজ্ঞরা। ঘুম নিয়ে পরীক্ষা চালানো এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নিয়মিত ঘুমের সময়সূচি মেনে চলা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন প্রায় একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং পর্যাপ্ত সময় ঘুমানো শরীরকে নির্দিষ্ট ছন্দে অভ্যস্ত করে তোলে। প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণত ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন হলেও ব্যক্তিভেদে এ সময় কম-বেশি হতে পারে।

ঘুমের এই স্বাভাবিক ছন্দ ঠিক রাখতে দিনের আলোও গুরুত্বপূর্ণ। সকালে ঘুম থেকে উঠে দ্রুত পর্দা সরিয়ে প্রাকৃতিক আলো নেওয়া শরীরকে দিনের শুরু সম্পর্কে সংকেত দেয়। অন্যদিকে ঘুমানোর প্রায় দুই ঘণ্টা আগে আলো কমিয়ে ধীরে ধীরে ঘুমের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ঘুমের ঘাটতি পূরণে কতটা বেশি ঘুমাবেন: রাতে অতিরিক্ত গরম থাকলেও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কারণ ঘুমের সময় শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কমে যায়।

তাই শোবার ঘর আরামদায়ক ও ঠান্ডা রাখা ঘুমের মান বাড়াতে সহায়ক। এছাড়া ঘুমানোর আগে স্মার্টফোন ব্যবহার কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ফোনের আলো যেমন মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করতে পারে, তেমনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘ সময় স্ক্রল করার অভ্যাসও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাই রাতে নির্দিষ্ট সময়ের পর ফোন থেকে দূরে থাকা উপকারী। খাবারের সময়ও নিয়মিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা। ঘুমানোর অন্তত তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার শেষ করা এবং অতিরিক্ত ক্যাফেইন ও অ্যালকোহল এড়িয়ে চলাও ঘুমের জন্য সহায়ক। এক সপ্তাহ অ্যালার্ম ছাড়া ঘুম থেকে ওঠার পরীক্ষায় দেখা যায়, কয়েক দিনের মধ্যেই শরীর নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম ও জাগরণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করে। পরীক্ষার পরও নিয়মিত ঘুমের সময়সূচি ও রাতে ফোন ব্যবহার কমানোর অভ্যাস ধরে রাখায় স্বাভাবিকভাবে ঘুম থেকে ওঠা সহজ হয়েছে। অর্থাৎ, অ্যালার্ম ছাড়াই ঘুম থেকে ওঠার জন্য মূল বিষয় হলো পর্যাপ্ত ও নিয়মিত ঘুম। শরীরকে নির্দিষ্ট ছন্দে অভ্যস্ত করতে পারলেই সকালে ঘুম ভাঙার জন্য অ্যালার্মের ওপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব। সূত্র: বিবিসি

জিম নয়, ঘরেই বুকের পেশি গঠনের ৬ ব্যায়াম

স্বাস্থ্য ডেস্ক

শরীর ফিট রাখতে কিংবা বুকের পেশি শক্ত করতে সবসময় জিমে যেতে হবে এমন নয়। বাড়িতেই নিজের শরীরের ওজন ব্যবহার করে করা যায় বেশ কিছু কার্যকর ব্যায়াম। নিয়মিত এসব ব্যায়াম করলে বুকের পেশির পাশাপাশি কাঁধ, হাত ও শরীরের ভারসাম্যও উন্নত হতে পারে।

ফিটনেস বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যায়ামের ধরন ও সঠিক কৌশল মেনে নিয়মিত অনুশীলন করলে কোনো ধরনের ভারী সরঞ্জাম ছাড়াই শরীরের ওপরের অংশের শক্তি বাড়ানো সম্ভব। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এনডিটিভির প্রতিবেদনে বাড়িতে করার মতো এমন ৬টি ব্যায়ামের কথা বলা হয়েছে। পুশ-আপ বুকের পেশি শক্ত করার সবচেয়ে পরিচিত ব্যায়ামগুলোর একটি পুশ-আপ। এটি বুকের পাশাপাশি কাঁধ, ট্রাইসেপস ও শরীরের কেন্দ্রীয় অংশের পেশিতেও কাজ করে। পুশ-আপ করার সময় শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোজা রাখতে হবে। এরপর ধীরে বুক মেঝের কাছাকাছি নামিয়ে আবার হাতের ওপর ভর দিয়ে শরীর ওপরে তুলতে হবে।

ইনক্লাইন পুশ-আপ যারা সাধারণ পুশ-আপে নতুন, তাদের জন্য ইনক্লাইন পুশ-আপ তুলনামূলক সহজ। এতে হাত মেঝের বদলে শক্ত ও উঁচু কোনো জায়গায় রেখে ব্যায়াম করতে হয়। টেবিল বা শক্ত কাউন্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। শরীর সোজা রেখে বুক উঁচু জায়গার দিকে নামিয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরতে হবে। ডিক্লাইন পুশ-আপ এই ব্যায়ামে পা উঁচু জায়গায় রেখে পুশ-আপ করতে হয়। ফলে সাধারণ পুশ-আপের তুলনায় ব্যায়ামটি বেশি কঠিন হয় এবং বুকের ওপরের অংশে বেশি চাপ পড়ে। তবে পা রাখার জন্য শক্ত ও স্থির জায়গা ব্যবহার করা জরুরি।

ওয়াইড পুশ-আপ সাধারণ পুশ-আপের তুলনায় হাত কিছুটা বেশি ছড়িয়ে এই ব্যায়াম করতে হয়। এতে বুকের পেশিতে তুলনামূলক বেশি চাপ পড়ে। শরীর সোজা রেখে নিয়ন্ত্রিতভাবে নিচে নামা এবং আবার ওপরে ওঠাই এর মূল কৌশল।

প্লাইওমেট্রিক পুশ-আপ যারা তুলনামূলক কঠিন ব্যায়াম করতে অভ্যস্ত, তারা প্লাইওমেট্রিক পুশ-আপ করতে পারেন। সাধারণ পুশ-আপের মতো নিচে নেমে দ্রুত শক্তি প্রয়োগ করে শরীর ওপরে তুলতে হয়, যাতে দুই হাত সাময়িকভাবে মেঝে থেকে উঠে আসে। এতে বুকের পেশির শক্তি ও বিস্ফোরণধর্মী ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। চেয়ার চেস্ট ডিপস বাড়িতে শক্ত ও স্থির চেয়ার থাকলে এই ব্যায়াম করা যায়।

চেয়ারের কিনারায় বসে দুই পাশে হাত রেখে শরীর সামনের দিকে সরিয়ে নিতে হবে। এরপর কনুই ভাঁজ করে শরীর নিচে নামিয়ে আবার হাতের শক্তিতে ওপরে উঠতে হবে।

এ ব্যায়ামে বুকের নিচের অংশের পাশাপাশি হাতের পেশিও কাজ করে।

নিয়মিত ব্যায়ামের পাশাপাশি নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী অনুশীলনের মাত্রা নির্ধারণ করা জরুরি। নতুনরা সহজ ব্যায়াম দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে কঠিন ধরনের ব্যায়ামে যেতে পারেন।

কোনো ব্যায়াম করতে গিয়ে ব্যথা বা অস্বস্তি হলে তা বন্ধ করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

সূত্র: এনডিটিভি

যে ৯ জিনিস কখনোই মুখে লাগানো উচিত নয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে বিভিন্ন সৌন্দর্যচর্চার কৌশল ও 'ডিআইওয়াই' টিপসের বন্যা বয়ে যায়। তবে এসব ঘরোয়া টিপস বা হ্যাকস মুখের ত্বকের জন্য কতটা নিরাপদ, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় মুখের ত্বক অনেক বেশি সংবেদনশীল।

বিশেষ করে চোখ ও ঠোঁটের চারপাশের ত্বক আরও অনেক বেশি পাতলা, ভঙ্গুর এবং সংবেদনশীল। তাই মুখে কোন ধরনের পণ্য বা উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

১. বডি লোশন : যে ৯ জিনিস কখনোই মুখে লাগানো উচিত নয়

সকালে ফোন হাতে নেওয়ার আগে যে ১০ কাজ করা উচিত

শরীরের ত্বকের জন্য তৈরি বডি লোশনগুলো ফেসিয়াল ময়েশ্চারাইজারের তুলনায় বেশ ঘন হয় এবং এতে সুগন্ধির পরিমাণও বেশি থাকে। মুখের ত্বকে বডি লোশন ব্যবহার করলে ত্বকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে ব্রণ বের হতে পারে এবং অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই মুখের জন্য সবসময় সুগন্ধিহীন এবং তেলহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উচিত।

২. চিনি : শরীরের চামড়ার মরা কোষ দূর করতে চিনির স্ক্রাব চমৎকার এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করলেও মুখের ত্বকে চিনি ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। চিনির কণাগুলোর ধারালো আকৃতি মুখের অতিসংবেদনশীল ত্বককে ছিলে ফেলতে পারে এবং ত্বকে অনুবীক্ষণিক বা মাইক্রোস্কোপিক টিয়ার তৈরি করতে পারে।

৩. পেট্রোলিয়াম জেলি : শুষ্ক ত্বক কিংবা শীতকালে ঠোঁটের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং পোকামাকড়ের কামড়ে পেট্রোলিয়াম জেলি কার্যকর ভূমিকা রাখে। কিন্তু ঠোঁটের বাইরের পুরো মুখের ত্বকে এটি ব্যবহার করলে তা আর্দ্রতার পাশাপাশি ধুলোবালি ও ময়লাও ত্বকের ওপর আটকে ফেলে। ফলে ত্বক অতিরিক্ত বাতাস ও আর্দ্রতার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে ত্বক আরও বেশি শুষ্ক হয়ে পড়ে।

৪. ফুট ক্রিম: মুখের ময়শ্চারাইজার ফুরিয়ে গেলে কখনোই বিকল্প হিসেবে পায়ে দেওয়ার ফুট ক্রিম মুখে লাগানো যাবে না। ফুট ক্রিমে শক্তিশালী কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েন্ট থাকে, যা পায়ের শক্ত ও মোটা চামড়ার জন্য উপযোগী হলেও মুখের কোমল ত্বকের জন্য অত্যন্ত কঠোর ও ক্ষতিকর।

৫. গরম পানি: অনেকের ধারণা গরম পানি দিয়ে মুখ ধুলে ত্বকের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়, যা একটি ভুল ধারণা। স্টিম নেওয়া উপকারী হতে পারে, তবে সরাসরি গরম পানি দিয়ে মুখ ধুলে তা ত্বকের সবচেয়ে বাইরের স্তরের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা পুরোপুরি কেড়ে নেয়।

৬. লেবুর রস: লেবুর মতো সাইট্রাস জাতীয় ফল ত্বকে তীব্র জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে। লেবুতে 'সোরালেন' নামক একটি রাসায়নিক উপাদান থাকে, যা ত্বককে সূর্যের আলোর প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ড. কিরণ লোহিয়ার মতে, লেবুর রস মুখে লাগিয়ে রোদে গেলে ত্বকে র‍্যাশ ও ফোসকা পড়তে পারে এবং ত্বক পুড়ে যেতে পারে।

৭. রসুন: ব্রণ বা মুখের দাগ কমাতে কাঁচা রসুন লাগানোর ভুল অভ্যাস অনেকেরই আছে। ড. কিরণের মতে, মুখে রসুন লাগালে ত্বকে তীব্র ইরিটেশন বা জ্বালাপোড়া হতে পারে। এর ফলে ত্বকে র‍্যাশ দেখা দিতে পারে, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'ইরিট্যান্ট ডার্মাটাইটিস' নামে পরিচিত।

৮. পারফিউম বা সুগন্ধি: সুগন্ধি স্প্রে করার সময় খেয়াল রাখা উচিত যেন তা কোনোভাবেই মুখে না লাগে। কিছু পারফিউমে এমন কিছু উপাদান থাকে যা সূর্যালোকের সংস্পর্শে এলে ত্বককে অতি-সংবেদনশীল করে তোলে। ড. কিরণ সতর্ক করে বলেন, এর ফলে বিরল চর্মরোগ হতে পারে এবং ত্বকে গাঢ় বেগুনি রঙের দাগ বা পিগমেন্টেশন তৈরি হতে পারে।

৯. টুথপেস্ট: মুখে ব্রণ হলে তাতে টুথপেস্ট লাগিয়ে রাখার প্রবণতা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। তবে ড. কিরণ লোহিয়া একে পুরোপুরি নিষিদ্ধ বলেছেন। টুথপেস্ট ব্যবহারের ফলে ব্রণের স্থানে ত্বক লাল হয়ে যেতে পারে এবং পোড়া দাগ বা বার্ন তৈরি হতে পারে।

চুল পড়া কমাতে প্রতিদিন খান এই ৩ ফল

স্বাস্থ্য ডেস্ক

চুল পড়া এখন নারী-পুরুষ উভয়েরই একটি সাধারণ সমস্যা। অনিয়মিত জীবনযাপন, মানসিক চাপ, দূষণ, হরমোনের পরিবর্তন এবং পুষ্টির ঘাটতির কারণে অনেকেরই অল্প বয়সে চুল ঝরতে শুরু করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চুল পড়া কমাতে, চুলের গোড়া শক্ত করতে এবং নতুন চুল গজাতে সঠিক পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান হলো ভিটামিন সি।

ভিটামিন সি শরীরে কোলাজেন উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। কোলাজেন চুলের গোড়া মজবুত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি এটি খাবার থেকে আয়রন শোষণ বাড়ায়। আয়রনের ঘাটতি থাকলে অনেকেরই অতিরিক্ত চুল পড়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল রাখা চুলের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

বাংলাদেশে সহজেই পাওয়া যায় এমন তিনটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল নিয়মিত খেলে চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা মিলতে পারে।

১. আমলকী: চুলের জন্য প্রাকৃতিক সুপারফুড ডায়াবেটিসে কোন ফল খাবেন, কোনগুলো এড়িয়ে চলবেন? আমলকী দীর্ঘদিন ধরেই চুলের যত্নে জনপ্রিয় একটি ফল। এতে প্রচুর ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য উপকারী উদ্ভিজ্জ উপাদান রয়েছে, যা চুলের গোড়া শক্ত করতে সাহায্য করে। নিয়মিত আমলকী খেলে চুলের অকালপক্বতা কমানো, খুশকি নিয়ন্ত্রণ এবং চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে।

কখন খাবেন?

সকালে খালি পেটে কাঁচা আমলকী অথবা হালকা গরম পানির সঙ্গে আমলকীর রস পান করলে শরীর দ্রুত এর পুষ্টিগুণ গ্রহণ করতে পারে।

২. পেয়ারা: ভিটামিন সি-এর দারুণ উৎস অনেকেই জানেন না, পেয়ারায় কমলার তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে। এই ফল মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে, যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি পৌঁছাতে এবং নতুন চুল গজানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

কখন খাবেন?

দুপুরের খাবারের এক থেকে দুই ঘণ্টা আগে বা পরে, অর্থাৎ দুই বেলার খাবারের মাঝামাঝি সময়ে পেয়ারা খাওয়া সবচেয়ে ভালো। খালি পেটে বা ভারী খাবারের সঙ্গে পেয়ারা না খাওয়াই ভালো।

৩. পাতিলেবু: কোলাজেন বাড়িয়ে চুল রাখে মজবুত

পাতিলেবু ভিটামিন সি-এর সহজলভ্য উৎস। এটি শরীরে কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে, ফলে চুলের গোড়া আরও শক্ত হতে পারে। এ ছাড়া দুপুরের খাবারের সঙ্গে লেবুর রস খেলে খাবারে থাকা আয়রন শরীরে ভালোভাবে শোষিত হয়, যা পরোক্ষভাবে চুল পড়া কমাতে সহায়তা করতে পারে।

সকালে হালকা গরম পানির সঙ্গে লেবুর রস পান করতে পারেন। এ ছাড়া দুপুরের খাবারের সঙ্গে পাতিলেবুর রস খাওয়াও উপকারী।

চুল পড়া কমাতে এই ভুল করবেন না ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খাওয়ার পর অন্তত এক ঘণ্টা চা বা কফি পান না করাই ভালো। কারণ ক্যাফেইন কিছু পুষ্টি উপাদানের শোষণে প্রভাব ফেলতে পারে।

শুধু ভিটামিন সি নয়, প্রয়োজন সুষম খাদ্যও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে শুধু ভিটামিন সি যথেষ্ট নয়। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত প্রোটিন, আয়রন, জিংক, বায়োটিন, ভিটামিন ডি এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার রাখাও জরুরি। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান, নিয়মিত ঘুম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্ব দিতে হবে।

তবে দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত চুল পড়া, মাথার ত্বকে চুলকানি, খুশকি বা হঠাৎ চুল ঝরে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ অনেক ক্ষেত্রে থাইরয়েডের সমস্যা, রক্তস্বল্পতা বা অন্যান্য শারীরিক জটিলতার কারণেও চুল পড়তে পারে।

মনে রাখবেন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল কোনো ওষুধ নয়। এগুলো স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে খেলে শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পূরণে সাহায্য করতে পারে এবং চুলের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

কোরিয়ান নারীদের স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য

স্বাস্থ্য ডেস্ক

কোরিয়ান নারীদের রূপের রহস্য জানতে চান অনেকেই। বিশ্বজুড়ে এখন কে-বিউটির রমরমা অবস্থা। তবে সুন্দর ত্বক পেতে শুধু রূপচর্চাই নয়, ডায়েটেও নজর দেন তারা। পেটের সঙ্গে ত্বকের যোগ থাকায় সবার আগে পেটের খেয়াল রাখা জরুরি। কোরিয়ানদের মতো টানটান ও সুন্দর ত্বক পেতে ডায়েটে যা রাখা প্রয়োজন:

ভিটামিন সি ত্বকের জন্য খুবই কার্যকর। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক রাখতে ভূমিকা রাখে। কোরিয়ানরা নিয়মিত ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খান। তারা সাইট্রাস ফল, বেরি ও সবুজ শাকসবজি বেশি করে খান। ত্বক তরুণ রাখতে কোলাজেনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি প্রোটিন, যা ত্বক, চুল এবং নখ সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। কোরিয়ানরা তাদের বিউটি ডায়েটে কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট যোগ করেন। এই সাপ্লিমেন্ট ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ও হাইড্রেশন বাড়াতে দারুণভাবে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, ত্বকের বলিরেখা কমাতেও এটি সাহায্য করে।

স্যামন ও ম্যাকেরেলের মতো ফ্যাটযুক্ত মাছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়, যা হৃদরোগের ঝুঁকি

কমায়। যেহেতু কোরিয়ানরা নিয়মিত মাছ খান না, তাই অনেকেই ওমেগা থ্রি সাপ্লিমেন্ট নেন। আপনিও চাইলে এটি খেতে পারেন। পাশাপাশি চাল ধোয়া পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নেন কোরিয়ানরা। চাল ধোয়া পানি ত্বক টানটান ও সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। এতে ত্বকের বলিরেখা দূর হওয়ার পাশাপাশি পিগমেন্টেশনের সমস্যাও কমে। এ ছাড়া ভাতের মাড় দিয়ে চুল ধুলে চুল চকচকে হয় এবং চুল পড়াও কমে। কোরিয়ান মেয়েদের কথা মনে আসতেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, দীপ্তিময় ও মসৃণ মুখের অবয়ব ভেসে ওঠে। সৌন্দর্য সচেতনতা ও নিয়মিত স্কিন কেয়ার রুটিনের মাধ্যমে তারা ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তাদের প্রসাধনসামগ্রী থেকে শুরু করে রূপচর্চার পদ্ধতি ও জীবনযাত্রা বেশ আলাদা। কে-বিউটি বা কোরিয়ান বিউটি ট্রেন্ড এখন সারা বিশ্বে রাজত্ব করছে।

১. ক্লেনজিং: কোরিয়ান স্কিন কেয়ার রুটিনের প্রথম ধাপ হলো অয়েল এবং ফোম ক্লেনজারের মাধ্যমে ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করা। ডাবল ক্লেনজিং পদ্ধতিতে অয়েল বেইজড ক্লেনজার ত্বকের সিবাম ও ময়লা পরিষ্কার করে এবং ফোম ক্লেনজার ধুলোবালি দূর করে ত্বক পরিষ্কার রাখে। বিভিন্ন কোরিয়ান ব্র্যান্ডের স্কিন কেয়ার রেঞ্জে ফোম ও অয়েল বেইজড ক্লেনজার পাওয়া যায়। সময় নিয়ে আলতো হাতে নিচ থেকে ওপরে ম্যাসাজ করুন। এরপর একটি পাতলা কাপড় উষ্ণ গরম পানিতে ভিজিয়ে মুখ মুছে নিন।

২. এক্সফোলিয়েট: কোরিয়ান স্কিন কেয়ারে এক্সফোলিয়েট হিসেবে ব্ল্যাক সুগার ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এটি ব্ল্যাকহেডস দূর করে, ভেতর থেকে ত্বক পরিষ্কার করে এবং উজ্জ্বল ভাব আনে। ফেসিয়াল ম্যাসাজের সময় হাতের নড়াচড়া গুরুত্বপূর্ণ। বেশি ঘষাঘষি না করে বৃত্তাকার উপায়ে আঙুল দিয়ে এটি লাগাতে হবে। ব্ল্যাক সুগার গলে গেলে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে মুখে ছিটা দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

অস্ট্রেলিয়া সরকারের ওয়েবসাইট হ্যাক করেছিল ওপেনএআই!

প্রযুক্তি ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়া সরকারের একটি ওয়েবসাইটে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করেছিল মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের তৈরি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এজেন্ট। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এ তথ্য জানিয়েছেন। বিবিসি বলছে, এটিকে বিশ্বের প্রথম প্রকাশ্যে জানানো কোনো সরকারি ওয়েবসাইটে এআই-চালিত সাইবার অনুপ্রবেশের ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনার পর এআই প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং এর নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে থাকা আলবানিজ গতকাল এ ঘটনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিষয়টি ‘স্পষ্টতই অগ্রহণযোগ্য’। আলবানিজ জানান, তিনি ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম অল্টম্যানের সঙ্গে কথা বলে এ ঘটনায় নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে সরকারকে ঘটনাটি জানাতে ওপেনএআইয়ের অনেক বেশি সময় নেওয়া এবং যেভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে, তাতেও তিনি হতাশা প্রকাশ করেন।

তবে গতরাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ ঘটনা নিয়ে কথা বলেছেন কি না, তা জানাননি আলবানিজ।

আলবানিজের যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন রিচার্ড মার্লেস। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত তথ্য শক্তিশালী নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তার তথ্য একটি দুর্গের মতো নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যে রাখি।’ তবে এবারের ঘটনায় যেসব তথ্যের নাগাল পাওয়া গেছে, সেগুলো তুলনামূলকভাবে কম সুরক্ষিত একটি ব্যবস্থার মধ্যে ছিল বলে জানান তিনি। মার্লেস বলেন, ‘এআই এজেন্টটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা টপকে ঢুকে পড়েছিল। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি অনিচ্ছাকৃত ছিল। এজেন্টটিকে এমনটা করতে বলা হয়নি।’

ওপেনএআই জানিয়েছে, গত জুনে অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণার সময় এ ঘটনা ঘটে। তখন এআই এজেন্টটি অস্ট্রেলিয়া সরকারের বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইটে থাকা ফাইলের নাগাল পায়। এর মধ্যে দেশটির সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা মেডিকেয়ারের এমন কিছু তথ্যও ছিল, যা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ওপেনএআই বলেছে, আগস্টের আগে তারা ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পারেনি।

পরে ১০ সেপ্টেম্বর তারা অস্ট্রেলিয়ার সরকারি সংস্থা সার্ভিসেস অস্ট্রেলিয়াকে বিষয়টি জানায়।

তবে এজন্য সংস্থাটির সাধারণ জিজ্ঞাসা গ্রহণের ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছিল।

এরপর অস্ট্রেলিয়ার সাইবার নিরাপত্তা সংস্থাকে বিষয়টি জানানো হয়। কয়েক দিন পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেও অবহিত করা হয়। অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, এআই এজেন্টটি কোনো সংবেদনশীল ফাইলে প্রবেশ করেনি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে উদ্বেগজনক এবং এর বিষয়ে ওপেনএআইয়ের প্রতিক্রিয়াকে অগ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ঘটনায় বিশ্বজুড়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের ইনস্টিটিউট ফর সাইবার সিকিউরিটির জ্যেষ্ঠ প্রভাষক হ্যামন্ড পিয়ার্স বিবিসিকে বলেন, প্রকাশ্যে জানানো তথ্য অনুযায়ী এটি এআই এজেন্টের মাধ্যমে সংঘটিত এ ধরনের প্রথম ঘটনা।

৩ প্রতিষ্ঠানকে হ্যাক করেছে জেমিনাই, স্বীকার গুগলের

প্রযুক্তি ডেস্ক

গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল জেমিনাই। ছবি: রয়টার্স

সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা যাচাইয়ের একটি পরীক্ষার সময় গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল জেমিনাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিনটি প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষিত ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে। গুগলের দাবি, তাদের কোনো এআই সিস্টেমের স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার এটিই প্রথম ঘটনা।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রথম এই ঘটনাটি প্রকাশ করে। গুগলের বরাত দিয়ে বিবিসি ও এএফপি জানিয়েছে, গত মে মাসে একটি স্বাধীন সাইবার নিরাপত্তা মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ইরেগুলারের পরিচালিত পরীক্ষার সময় ঘটনাগুলো ঘটে। জুলাইয়ে বিষয়টি শনাক্ত করে গুগল। গুগলের নিরাপত্তা প্রকৌশল বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিদার অ্যাডকিনস জানান, একটি সাধারণ পরীক্ষার অংশ হিসেবে জেমিনাই ইন্টারনেটে প্রকাশ্য তথ্য খুঁজে বের করে এবং পরীক্ষার আওতাভুক্ত মনে করা কয়েকটি ওয়েবসাইটে প্রবেশের জন্য লগইন তথ্য অনুমান করে। তিনি বলেন, তিনটি ঘটনার প্রতিটিতেই জেমিনাই শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই ওই কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থায় জেমিনাই প্রবেশ করেছিল, তাদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ অংশীদারের সঙ্গে কাজ করেছে গুগল। পাসওয়ার্ড অনুমান করে সুরক্ষিত ব্যবস্থায় প্রবেশ:

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনটি ঘটনার একটিতে জেমিনাই পাসওয়ার্ড অনুমান করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটি সুরক্ষিত ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। অন্য দুটি ঘটনায় মডেলটি একটি উন্মুক্ত রিপোজিটরিতে থাকা লগইন তথ্য খুঁজে পায়। পরে ওই তথ্য ব্যবহার করে সুরক্ষিত ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। তবে গুগল আক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম প্রকাশ করেনি। গুগলের অ্যাডকিনস বলেন, এসব ঘটনা শক্তিশালী এআই মডেলকে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।

ইরেগুলারের এক মুখপাত্র জানান, ঘটনাটি এআই খাতের অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা একই ধরনের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। সংশ্লিষ্ট এআই প্রতিষ্ঠানগুলোকে জুলাইয়ের শেষ দিকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তাদের পক্ষের জানা সমস্যাগুলো কয়েক সপ্তাহ আগেই সমাধান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। অন্য এআই মডেলেও একই ধরনের ঘটনা: জেমিনাইয়ের এই ঘটনা এমন সময়ে সামনে এলো, যখন অন্যান্য এআই প্রতিষ্ঠানের মডেল নিয়েও একই ধরনের সাইবার নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ইরেগুলারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একই ধরনের ঘটনায় মেটা, অ্যানথ্রপিক ও ওপেনএআইয়ের মডেলগুলোর নামও এসেছে। অ্যানথ্রপিকের ক্লড জুলাইয়ে পরীক্ষার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিনটি প্রতিষ্ঠানে সাইবার হামলা চালিয়েছিল বলে বিবিসি জানিয়েছে। একই মাসে ওপেনএআইও জানিয়েছিল, তাদের দুটি মডেল নির্ধারিত বন্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে ইন্টারনেটে প্রবেশ করে এবং এআই প্ল্যাটফর্ম হাগিং ফেসের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে।

ওপেনএআইয়ের মডেলগুলো কয়েকটি ‘সবার জন্য উন্মুক্ত’ অনলাইন সেবায় সাইবার হামলা চালিয়েছিল বলেও ওই সময় জানানো হয়। মেটা আগস্টে জানিয়েছিল, তাদের সংশ্লিষ্ট ঘটনায় স্যান্ডবক্স থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা অত্যাধুনিক কোনো সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেনি।

এআইয়ের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে নতুন উদ্বেগ: এআই মডেলগুলোকে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ব্যবস্থায় আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

এআই কি মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে?

প্রযুক্তি ডেস্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কি একদিন পৃথিবীর সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে? এআই খাতের কিছু গবেষক ও প্রযুক্তিবিদ মনে করেন, আগামী এক দশকের মধ্যেই এ ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে। তবে ঠিক কীভাবে একটি কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থা ৮৩০ কোটি মানুষকে হত্যা করবে, সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর নেই। সিএনএন জানিয়েছে, সম্প্রতি এআই প্রতিষ্ঠান অ্যানথ্রপিকের কর্মী জ্যাকব কক্সন প্রতিষ্ঠানের কাজকে অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে চাকরি ছাড়ার ঘোষণা দিলে বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে। একই প্রতিষ্ঠানের আরেক কর্মী ইভান হাবিঙ্গার বলেন, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এআইয়ের কারণে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা ১০ শতাংশের বেশি। মেশিন ইন্টেলিজেন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এমআইআরআই) প্রেসিডেন্ট নেট সোয়ারেসও মনে করেন, অতিমানবীয় সক্ষমতার এআই তৈরি হলে পুরো মানবজাতির অস্তিত্ব হুমকিতে পড়তে পারে। তার ভাষায়, বিষয়টি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যেখানে পৃথিবীর শেষ মানুষটির শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার মধ্য দিয়ে মানবজাতির সমাপ্তি ঘটবে। তবে এআই জগতের সবাই এই ‘দুনিয়াধ্বংসী’ আশঙ্কার সঙ্গে

একমত নন। সমালোচকদের বড় প্রশ্ন, এমন দাবির পেছনে সুনির্দিষ্ট ও পরীক্ষাযোগ্য প্রমাণ কতটা আছে। এআই নাও ইনস্টিটিউটের প্রধান বিজ্ঞানী ও ওপেনএআইয়ের সাবেক নিরাপত্তা প্রকৌশলী হেইডি খলাফ বলেন, বৈজ্ঞানিক দাবির ক্ষেত্রে তা প্রমাণ বা ভুল প্রমাণ করার সুযোগ থাকা জরুরি। তার মতে, কোনো দাবি যদি পরীক্ষাই করা না যায়, তাহলে সেটি বৈজ্ঞানিক যুক্তির বদলে ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো হয়ে যেতে পারে।

প্রাণঘাতী ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে? মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাব্য একটি দৃশ্যপট হিসেবে এআইয়ের মাধ্যমে জৈব অস্ত্র তৈরির কথা বলা হয়। এআই ফিউচারস প্রজেক্টের গবেষক ও এমআইআরআইয়ের সাবেক কর্মী থমাস লারসেন মনে করেন, অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো এআই ব্যবস্থা মানুষকে প্রভাবিত করে প্রাণঘাতী ভাইরাস তৈরিতে সহযোগিতা করাতে পারে।

তিনি বলেন, বর্তমানে গবেষকরা পরীক্ষাগারে ভাইরাস ও বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে এআইয়ের সহায়তা নিচ্ছেন। ফলে ভবিষ্যতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও কৌশলী কোনো এআই মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে ভাইরাস তৈরি ও ছড়িয়ে দিতে কাজে লাগাতে পারে–এমন সম্ভাবনা কল্পনা করা কঠিন নয়। নেট সোয়ারেস আরও চরম একটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তার মতে, ভবিষ্যতের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে উন্নত করতে সক্ষম কোনো এআই মানুষের সরাসরি সহায়তা ছাড়াই কোনো স্বয়ংক্রিয় জৈব গবেষণাগারে নিজস্ব জীবসত্তা তৈরির চেষ্টা করতে পারে।

তবে এআই দিয়ে একটি মহামারি সৃষ্টিকারী ভাইরাস তৈরি করা কেবল বড় কোনো ভাষাভিত্তিক মডেলকে প্রাণঘাতী ভাইরাসের নকশা তৈরি করে দিতে বলার মতো সহজ বিষয় নয়। কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেশিন লার্নিংয়ের অধ্যাপক এরিক জিং বলেন, জৈবপ্রযুক্তির কাজ অত্যন্ত জটিল। তিনি বিষয়টিকে নির্দেশনা ছাড়া লেগো দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরির সঙ্গে তুলনা করেন। ভাইরাস তৈরির ক্ষেত্রে জিনগত ক্রম, তাপমাত্রা, পরিবেশ ও বিভিন্ন ধাপের সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন। একটি ধাপে ভুল হলেই পুরো প্রক্রিয়া ব্যর্থ হতে পারে। জিংয়ের মতে, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া গেলেও সেগুলো দিয়ে বাস্তবে অস্ত্র তৈরি করা সহজ নয়। কারণ বিদ্যমান আইন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এসব উপকরণ ও সরবরাহব্যবস্থার ওপর নজর রাখে।

রোবট দিয়ে মানুষ হত্যা?

আরেকটি সম্ভাব্য দৃশ্যপট হলো স্বয়ংক্রিয় রোবটের মাধ্যমে মানুষের ওপর হামলা। সোয়ারেস মনে করেন, এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যদি স্বয়ংক্রিয় রোবট নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ অবকাঠামো ও কারখানা তৈরি করতে পারে এবং সেই কারখানা ব্যবহার করে আরও রোবট বানাতে শুরু করে। তখন এগুলো এক ধরনের নতুন ‘যান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা’ হয়ে উঠতে পারে বলে তার আশঙ্কা। তবে বাস্তবে এখনো এমন প্রযুক্তি দেখা যায়নি। উদাহরণ হিসেবে ইলন মাস্কের টেসলার অপ্টিমাস রোবটের কথা বলা হয়েছে। রোবটটি ব্যাপকভাবে বাজারে আনার ক্ষেত্রে ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী এখনো সাফল্য আসেনি। ফলে লাখ লাখ রোবট তৈরি হয়ে নিজেদের মতো করে আরও রোবট তৈরির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পরিস্থিতি এখনো অনেক দূরের বিষয়।

পোল্যান্ডের ওয়ারশতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আয়োজিত এক বিক্ষোভে হিউম্যানয়েড ও চারপেয়ে রোবট অংশ নেয়। ছবি: এএফপি

পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নেবে? মানবজাতি ধ্বংসের আরেকটি সম্ভাব্য পথ হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্রের কথাও আসে। প্রশ্ন হলো, এআই কি কোনোভাবে এসব অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে? হেইডি খলাফ বলেন, পারমাণবিক স্থাপনাগুলো সাধারণত ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন বা ‘এয়ার-গ্যাপড’ থাকে। ফলে কোনো এআই ব্যবস্থার জন্য সরাসরি এসব স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া কঠিন। তিনি উদাহরণ হিসেবে স্টাক্সনেট কম্পিউটার ওয়ার্মের কথা উল্লেখ করেন। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ক্ষতি করতে সক্ষম এই ম্যালওয়্যারটি সেখানে প্রবেশ করাতে শারীরিকভাবে একটি ইউএসবি ড্রাইভ ব্যবহার করতে হয়েছিল।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হারবার্ট লিনের মতে, এআই নিয়ে যারা মানবসভ্যতা ধ্বংসের আশঙ্কা করছেন, তাদের অনেকেরই পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা বা উদ্বেগ নেই। তার মতে, পারমাণবিক যুদ্ধের মতো অস্তিত্বগত হুমকিতে এআই কিছু ঝুঁকি বাড়াতে পারে, কিন্তু বাস্তব বস্তুগত ঝুঁকির মূল উৎস এখনো পারমাণবিক অস্ত্র নিজেই।

এআই নিয়ে সবচেয়ে বড় আশঙ্কাগুলোর একটি হলো ‘রিকার্সিভ সেল্ফ-ইমপ্রুভমেন্ট’ বা নিজেকে নিজে ক্রমাগত উন্নত করার সক্ষমতা।

এ ধারণা অনুযায়ী, কোনো এআই যদি মানুষের সহায়তা ছাড়াই নিজের সক্ষমতা বাড়াতে পারে, তাহলে একপর্যায়ে সেটি এমন কৌশল ও প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে, যা মানুষের পক্ষে আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। সোয়ারেসের মতে, এআই মানুষের পারমাণবিক অস্ত্র দখল করবে–এটাই মূল আশঙ্কা নয়। বরং ভয় হলো, এমন কোনো এআই তৈরি হতে পারে, যার পারমাণবিক অস্ত্র দখল করারই প্রয়োজন হবে না। সেটি প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে নিজেই পারমাণবিক অস্ত্র বা আরও উন্নত প্রযুক্তি তৈরি করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

এআইয়ের লক্ষ্য যদি মানুষের সঙ্গে না মেলে?

সোয়ারেসের মতে, অত্যন্ত শক্তিশালী এআই মানব-বিদ্বেষী না হলেও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। যদি কোনো এআইয়ের লক্ষ্য পূরণে আরও বেশি কম্পিউটার বা সম্পদ প্রয়োজন হয় এবং সেই এআই মানুষের অস্তিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব না দেয়, তাহলে সে এমনভাবে পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারে যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনুপযোগী হয়ে উঠবে–এমনটাই তার আশঙ্কা। সম্প্রতি ওপেনএআই তাদের এআই মডেলগুলোর মধ্যে নতুন কিছু ‘মিসঅ্যালাইনমেন্ট’ বা নির্ধারিত লক্ষ্য ও আচরণের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ঘটনা শনাক্ত করার কথা জানিয়েছে। এর একটি ঘটনায় পরীক্ষাধীন একটি মডেলকে নিজের কাজের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করার নির্দেশ দিতে দেখা যায়। তবে কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এরিক জিং মনে করেন, অতি শক্তিশালী ও মানুষের বোধগম্যতার বাইরে থাকা এআইয়ের ওপর নির্ভর করে বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা অনেকটা অনুমাননির্ভর যুক্তি। নীতি, আইন বা নিয়ন্ত্রণ তৈরির ক্ষেত্রে শারীরিক প্রমাণ, পরিমাপযোগ্য পরিণতি এবং যাচাইযোগ্য তথ্য প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।

কেন এআই নিয়ে এত ভিন্নমত?

এআইয়ের সম্ভাব্য বিপর্যয় নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদের একটি কারণ প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। হারবার্ট লিন বলেন, কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে সেটিকে নিজের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে দেখা মানুষের জন্য গভীর অভিজ্ঞতা হতে পারে। একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রকে নিজের তৈরি নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করানোর মধ্যে অনেকের কাছে জীবন্ত কিছু সৃষ্টি করার অনুভূতি তৈরি হয়। এআইয়ের দ্রুত অগ্রগতি দেখেও কেউ কেউ ভবিষ্যতে এর সীমাহীন উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। সেই উন্নতি শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়কর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা। অন্যদিকে সমালোচকদের প্রশ্ন, বর্তমান প্রযুক্তির বাস্তব সক্ষমতা থেকে মানবজাতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তির মতো একটি চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছানোর মধ্যবর্তী ধাপগুলো কী এবং সেগুলোর পক্ষে পরীক্ষাযোগ্য প্রমাণ কোথায়? ফলে এআই মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে কি না–এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর এখনো নেই।

আশঙ্কাকারীরা সম্ভাব্য বিভিন্ন পথের কথা বলছেন, কিন্তু এসব পরিস্থিতি বাস্তবে কীভাবে ঘটবে, তার অনেকটাই এখনো অনুমাননির্ভর। আর এ কারণেই এআইয়ের অস্তিত্বগত ঝুঁকি নিয়ে প্রযুক্তি ও গবেষণা মহলে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

CIVA USA INC
CIVA USA INC
RESPONSIBLE. ETHICAL. TRANSPARENT.
YOUR TRUSTED IMMIGRATION PARTNER
EB-3 ভিসার মাধ্যমে
আমেরিকায় আসার
সুবর্ণ সুযোগ!
বৈধ উপায়ে
স্থায়ী ভবিষ্যতের পথে
সফল জীবনের দিশায়
Habibur R. Tuhin
President - CIVA USA INC
স্থায়ী চাকরির সুযোগ
যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তাদের মাধ্যমে স্থায়ী, ফুল-টাইম চাকরি
গ্রিন কার্ডের নিশ্চয়তা
আপনি এবং আপনার পরিবারের জন্য
পরিবারের নিরাপদ ভবিষ্যৎ
শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা
আইনগত ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া
কোন শর্টকাট নয়, সম্পূর্ণ বৈধ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া
নিরাপদ ভবিষ্যৎ, প্রকৃত সুযোগ
আজই যোগাযোগ করুন!
+1 347-656-5207
luckytuhin@civa.network
+1 929 519 0084
civa@civa.network
3722 73rd St, Suite-1D, Jackson Heights, NY-11372
civa.network
চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন সেক্টর – প্রচুর চাকরি, নিশ্চিত সুযো
ম্যানুফ্যাকচারিং, লজিস্টিকস, সাপ্লাই চেইন ও ওয়্যারহাউজিং
খাদ্য সেবা, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড ও হসপিটালিটি
নির্মাণ, সিভিল ও আবাসন রেনোভেশন
ধরনের সুযোগ
আমাদের সেবাসমুহ
টাক্স (W2, 1099) ও ইমিগ্রেশন সেবা
ডিসিটি ভিসা
স্টুডেন্ট ভিসা
J1 ভিসা
নার্স ভিসা
কানাডা ভিসা
মেক্সিকো ভিসা
এবং অন্যান্য সকল স্থানের ভিসা
ইমিগ্রেশন ও ট্যাক্স সেবা একই ছাদের নিচে
যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তার সাথে কাজ
DOL সার্টিফাইড নিয়োগকর্তা
স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া
পরিবার কেন্দ্রিক সহায়তা
আজই পদক্ষেপ নিন!
আপনার ভবিষ্যৎ আজই শুরু হোক!
আপনার স্বপ্নের আমেরিকা
আমরাই পথ দেখাবো!
আমরা সহায় করি,
আমরা পথ দেখাই,
আমরা পৌঁছে দিই!
স্বপ্ন থেকে গন্তব্যে আমরাই সঙ্গী
সঠিক পরামর্শ • পরিস্কার প্রক্রিয়া • শক্তিশালী ভবিষ্যৎ
CIVA USA INC এর সাথে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ মুক্ত সফলতার পথে!

জাতিসংঘে রেকর্ড গড়লেন

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংকট এবং রোহিঙ্গা ইস্যু গুরুত্ব পায়। রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর নিরাপদে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের ওপর গুরুত্ব দেন তারেক রহমান। বাংলাদেশ নয় বছরের বেশি সময় ধরে ১২ লাখের বেশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে উল্লেখ করে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর সহযোগিতা চান। জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান–বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনটি পরিচিত নাম। এবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ইতিহাসেও একই পরিবারের তিন সদস্যের নাম যুক্ত হলো। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে, খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং তারেক রহমানও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মঞ্চে বক্তব্য দিয়েছেন। ফলে ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমানের ভাষণ থেকে ২০২৬ সালে তারেক রহমানের প্রথম ভাষণ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৬ বছর। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিরল পারিবারিক ধারাবাহিকতা। তবে বিষয়টিকে 'বিশ্ব রেকর্ড' বা 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' হিসেবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত এমন কোনো আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই ঘটনাটিকে 'বিরল নজির' বা 'অনন্য রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা' হিসেবে বর্ণনা করাই তথ্যগতভাবে অধিক যথাযথ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কেবল রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতার জায়গা নয়; আন্তর্জাতিক পরিসরে একটি দেশের অবস্থান, সংকট, প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা তুলে ধরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মঞ্চগুলোর একটি। ১৯৮০ সালে সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। ১৯৯৩ সালে সেখানে দাঁড়ান খালেদা জিয়া। ২০২৬ সালে একই মঞ্চে দাঁড়ালেন তাঁদের ছেলে তারেক রহমান।

সংঘাত নয়, সমঝোতা ও

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বীর ছাত্র জনতার গণ অভুত্থানে সকল শহীদ এবং আহতদের প্রতিও আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাই। ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে বর্তমানে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ।

এই বাংলাদেশে চলতি বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনে জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। আমি দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে অভিনন্দন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণই আমাদের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

মাননীয় সভাপতি,

জাতিসংঘের এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আজ আমি কিছুটা স্মৃতিকাতর। এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়েই আমার পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং আমার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা খালেদা জিয়া দেশ এবং জনগণের পক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন। একইভাবে আজ আমিও আমার দেশ এবং জনগণের স্বার্থের পক্ষে এবং একটি শান্তিময় বিশ্ব সমাজের প্রত্যাশায় এখানে দাঁড়িয়েছি। গ্লোবালাইজেশনের এই সময়ে বিশ্বের যে প্রান্তে যা কিছুই ঘটুক, প্রতিটি রাষ্ট্রেই কমবেশি এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানব সৃষ্ট বিরাজমান সংঘাতের ফলে বর্তমানে অনেক দেশে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ছে। তৈরি হচ্ছে মানবিক সংকট। যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি তীব্র চাপের মুখে রয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা-সংকট, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

আমরা বিশ্বাস করি, যেকোনো সংঘাতের সমাধান আলোচনা, কূটনৈতিক প্রক্রিয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমতা, ন্যায্যতা, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা এবং সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাই হওয়া উচিত দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি। আমাদের প্রত্যাশা একটি শান্তিময় বিশ্ব, এমন একটি মানবিক বিশ্ব সমাজ, যেখানে মারণাস্ত্র নয় বরং পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে যুক্তি-তর্ক, কূটনীতি, শিক্ষা ও মানবতা। একে অপরের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি সমঝোতামূলক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘকে দেখতে চায় ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন খাতের বাজেট সামরিক খাতে সরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বিশ্বশান্তির অন্তরায়। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব মানবতা এবং বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের যেকোনো উদ্যোগের পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন আমি আজ আবারো পুনর্ব্যক্ত করছি। স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের মনে উদ্বেগ রয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি বাংলাদেশ পুনরায় তার অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে।

মাননীয় সভাপতি,

চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য ÔRestoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for AllÕ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিকতার নীতিতে অটল। 'পিসবিল্ডিং কমিশনের' ভাইস-চেয়ার হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই শান্তি, সংঘাত প্রতিরোধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নারীদের সাহসী অংশগ্রহণ 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা' বিষয়ক কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। বাংলাদেশ এ বছর 'উন্নয়নের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা'র ৪০তম এবং 'ডারবান ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা'র ২৫তম বার্ষিকী পালন করছে। অভিবাসন প্রক্রিয়া মানবসভ্যতার মতোই প্রাচীন। বিশ্বের অনেক দেশেই অভিবাসীগণ তাদের জন্মভূমি এবং অভিবাসিত দেশ, উভয় দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অভিবাসীদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও জোরালো বৈশ্বিক সহযোগিতা আশা করে।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশকে দীর্ঘ নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিতে হচ্ছে। এর ফলে আমাদের সম্পদ, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। জনবহুল বাংলাদেশ মনে করে, রোহিঙ্গা সংকটের উৎস ও উৎপত্তি মিয়ানমারে; তাই এর সমাধানও সেখানেই নিহিত। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে নিরাপদে ফিরিয়ে নেওয়াই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় এবং কার্যকর সমর্থন প্রত্যাশা করে।

পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তা কর্মসূচিঅব্যাহত রাখার জন্যও আমি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাই। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্যর্থ হলে অদূর ভবিষ্যতে এটি এক মানবিক সংকটে রূপ নিতে পারে।

মাননীয় সভাপতি,

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের তেমন ভূমিকা না থাকলেও বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বহন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ঝুঁকি মোকাবিলা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং, ক্লাইমেট জাস্টিস, জলবায়ু অর্থায়ন এবং অভিযোজন সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ COP-৩১ এ আরও জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপ আশা করে। বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার কর্মসূচি জোরদার করেছে। এরই অংশ হিসেবে সরকার আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর কর্মসূচি শুরু করেছে। ক্লিন এনার্জি এবং সোলার এনার্জি ব্যাবহারের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। দেশকে বন্যা-খরার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সারাদেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছে। বাংলাদেশে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ 'সুন্দরবনে' মিঠা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বৃহৎ জলাধারের মাধ্যমে পানি সংরক্ষনের জন্য তিস্তা মহাপরিকল্পনা এবং 'পদ্মা ব্যারেজ' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও শুরু করেছে। একইসঙ্গে পানি সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ জোরদার করার পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে সরকার ১৯৯২ সালের 'ওয়াটার কনভেনশন' স্বাক্ষর করেছে।

মাননীয় সভাপতি,

দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শাসন শোষণের অবসান ঘটিয়ে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী শাসনামলে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হওয়া গুম খুন, অপহরণ, দুর্নীতি, লুটপাট আর টাকা পাচারের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে পুনরায় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করছে। ফ্যাসিবাদী শাসন শোষণে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ মেরামতের জন্য সরকার Recovery, Restoration Ges Reconstruction অর্থাৎ ৩-জ কৌশল অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশের সামনে বর্তমানে এক অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোযে বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশকে 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব' হিসেবে গড়ে তুলতে বিস্তারিত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই কর্মযজ্ঞে বাংলাদেশ তাঁর উন্নয়ন সহযোগীদের পাশে পেতে চায়। দেশের তরুণ উদ্যোক্তা, গবেষক এবং উদ্ভাবকদের জন্য স্টার্ট আপ উদ্যোগ বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করে দিতে সরকার চলতি অর্থ বছরে ৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রেখেছে।

মাননীয় সভাপতি,

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে নারীরা সরকারের সব পরিকল্পনার অগ্রভাগে রয়েছেন। নারী শিক্ষা, নারীদের কর্মসংস্থান এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিষয়টিকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে নারীদের জন্য সরকার নগদ অর্থায়নের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত নারীদের বিনাবেতনে শিক্ষার সুযোগ অবারিত করা হয়েছে। শুধু ভোটের গণতন্ত্র নয় সরকার অর্থনীতির গণতন্ত্রায়নও নিশ্চিত করতে চায় যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির সুফল প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে। সেই লক্ষ্য পূরণে ইতোমধ্যেই ফ্যামিলি কার্ড, ফার্মার্স কার্ড, স্পোর্টস কার্ড এবং ই-হেলথ কার্ড এর মত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে। প্রতিটি পরিবারের নারী প্রধানের নামে ইস্যু করা 'ফ্যামিলি কার্ডকে' সরকার নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবেই বিবেচনা করে।

প্রতিটি সেক্টরে সহায়তার জন্য প্রবর্তন করা কার্ডগুলোকে সমন্বয় করে একটি 'ইউনিভার্সাল কার্ড' চালু করাও সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে।

মাননীয় সভাপতি,

চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে দেয়া ৩১ দফা কর্মসূচি সরকার বাস্তবায়ন করে চলেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র ' Leave No One Behind' এই প্রতিপাদ্যের সঙ্গে বর্তমান সরকারের ৩১ দফা কর্মসূচির কমপক্ষে ৭৩ শতাংশ কার্যক্রমের সরাসরি এবং ২৭ শতাংশ কার্যক্রমের পরোক্ষভাবে মিল রয়েছে। সরকার আশা করে, এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শহর এবং গ্রামের মধ্যে উন্নয়ন বৈষম্য দূর হবে এবং একইসঙ্গে ২০৩০ এজেন্ডার সব ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্পোর্টসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শিক্ষাখাতে জিডিপি বাড়িয়ে ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। নৈতিক মানসম্পন্ন কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কারিগরি এবং ব্যাবহারিক শিক্ষা উপর জোর দিয়ে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণি থেকে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ এবং পোশাক অর্থাৎ স্কুল ইউনিফর্ম এবং বিনা মূল্যে দুপুরের খাবার দেওয়া হচ্ছে। সরকার আশা করে, এর ফলে স্কুলে শিক্ষার্থীর হার এবং স্কুলে শিক্ষার মান বাড়বে। খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষা সিলেবাসে প্রথমবারের মতো স্পোর্টসকেও একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গত জুন মাসে স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে সারাদেশে মাসব্যাপী আয়োজিত একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে ২ মিলিয়নের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে।

মাননীয় সভাপতি,

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই গড়বে আগামী বিশ্বের ভবিষ্যৎ। আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স,বায়ো-টেকনোলোজি এবং বিজ্ঞানের এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি। প্রযুক্তি খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তবে এর সুযোগ এখনো সবার জন্য সমান নয়। বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল সক্ষমতা আমাদের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে উন্নত প্রযুক্তি, জ্ঞান ও গবেষণার সুযোগ সবার নাগালের মধ্যে আনতে হবে। আমরা চাই না, আজকের ডিজিটাল বিভাজন আগামী দিনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিভাজনে পরিণত হোক। বাংলাদেশ উদ্ভাবন ও মেধাস্বত্বকে সম্মান করে। একই সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে সাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রায় কোনো দেশ যেন পিছিয়ে না থাকে। সবার জন্য ন্যায্য ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়তে বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিকাশ এবং দ্রুত সম্প্রসারণের সুফল যাতে দেশে দেশে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানো যায় এ ব্যাপারে জাতিসংঘের একটি কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

মাননীয় সভাপতি,

রাষ্ট্রের নাগরিকদেরে ক্ষমতাহীন রেখে রাষ্ট্র কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। জনগণের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা এমন একটি সমৃদ্ধ স্বনির্ভর কল্যানমুলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই যে রাষ্ট্রে দলমত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই নিশ্চিন্তে, নিরাপদে সমান অধিকার, সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে সক্ষম হবে।

মাননীয় সভাপতি,

গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগ পরিবেশ সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকার ব্যাবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশবান্ধব একটি নিরাপদ এবং স্থিতিশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে চলছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে আমরা অংশীদারত্ব উদ্ভাবন এবং দেশি বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে তরুণরা নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পাবে, নারীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবন পরিচালনা করতে পারবে, প্রতিটি শিশু তাদের সকল সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ নিয়ে বেড়ে উঠবে, সর্বোপরি জনগণ পাবে নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা। এ জন্যই আমরা বলি 'সবার আগে বাংলাদেশ : সবার জন্য বাংলাদেশ' বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সকল নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি পুনরায় বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় সভাপতি

আপনাকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

১৩১.৫ মিলিয়ন ডলারের

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্কের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শ্রম-আইন প্রয়োগমূলক নিষ্পত্তি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোনো পৌর সরকারের ক্ষেত্রে ডেলিভারি কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় নিষ্পত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছে। তবে এই ঘটনার তাৎপর্য শুধু ১৩১.৫ মিলিয়ন ডলারের অঙ্কে সীমাবদ্ধ নয়। নিষ্পত্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি হলো–আগামী তিন বছর ডোরড্যাশকে মাসে মাসে বিস্তারিত তথ্য নিউইয়র্কের Department of Consumer and Worker Protection (DCWP)-কে দিতে হবে। একই সঙ্গে কর্মীরাও নিজেদের ট্রিপ ও আয়ের তথ্য সরাসরি শহর কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ, এত দিন যে প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব ডেটা দিয়ে কর্মীদের পারিশ্রমিকের হিসাব করা হতো, সেই হিসাব যাচাই করার জন্য এখন কর্মীদের ডেটাও ব্যবহৃত হবে। এই তদন্তের শুরুটা ছিল তুলনামূলক ছোট পরিসরে। অভিযোগ থেকে শুরু, পরে খুলে যায় বিশাল হিসাব। কয়েক ডজন ডেলিভারি কর্মী উঈডচ-কে অভিযোগ করেন, কাজ করার পরও তাঁরা সময়মতো অর্থ পাননি–কেউ পাননি একেবারেই, কেউ পেয়েছেন দেরিতে। Workers Justice Project-এর সহায়তায় এসব অভিযোগের কিছু সিটির কাছে জমা পড়ে। এরপর তদন্তকারীরা ডোরড্যাশের পেমেন্ট-সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ তথ্য হাতে নিয়ে তদন্তের পরিধি বাড়ান।

উঈডচ জানিয়েছে, তারা ডোরড্যাশের কাছ থেকে টেরাবাইট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ছিল ১৫ কোটি ২০ লাখের বেশি পৃথক পেমেন্ট লেনদেন এবং ১১ কোটি ঘণ্টার কাজের তথ্য। সেই ডেটা বিশ্লেষণ করে সিটি কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার কর্মীর পারিশ্রমিক-সংক্রান্ত অনিয়ম শনাক্ত করার কথা জানিয়েছে।

এই সংখ্যাগুলো দেখায়, বিরোধটি কেবল কয়েকজন কর্মীর ভুল পেমেন্টের ঘটনা ছিল না। নিউইয়র্কের তদন্তকারীদের মতে, পারিশ্রমিক কীভাবে গণনা করা হচ্ছে–তার কাঠামোর মধ্যেই সমস্যা ছিল।

নিউইয়র্ক সিটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ডেলিভারি কর্মীদের জন্য ন্যূনতম পারিশ্রমিকের নিয়ম কার্যকর করে। বর্তমানে টিপস বাদে সেই ন্যূনতম হার ঘণ্টায় ২২.১৩ ডলার। সিটির তদন্তে বলা হয়েছে, ডোরড্যাশ ন্যূনতম পারিশ্রমিক হিসাবের সময় কিছু ধরনের ট্রিপের সময় এবং 'অন-কল' সময় বাদ দিয়েছিল। বিশেষ করে বাতিল হওয়া ট্রিপ এবং শহরের সীমানা অতিক্রম করা কিছু ট্রিপের সময় কীভাবে গণনা করা হবে, তা নিয়ে সমস্যা ছিল বলে সিটি জানিয়েছে।

এখানেই গিগ অর্থনীতির একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে: একজন কর্মী যখন অ্যাপের নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন, তখন তিনি কি কাজ করছেন? একটি ডেলিভারি শুরু হওয়ার পর তা বাতিল হলে সেই সময়ের মূল্য কত? একাধিক অর্ডার একসঙ্গে দেওয়া হলে প্রতিটি অংশের জন্য পারিশ্রমিক কীভাবে হিসাব হবে? প্রচলিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্নের উত্তর তুলনামূলকভাবে সরল। কিন্তু অ্যাপভিত্তিক কাজে কর্মীর সময়কে কয়েকটি ডিজিটাল শ্রেণিতে ভাগ করে হিসাব করা হয়। সেই শ্রেণিবিন্যাসই পারিশ্রমিকের পরিমাণ বদলে দিতে পারে। সব কর্মী সমান পরিমাণ অর্থ পাবেন না। সিটির হিসাব অনুযায়ী, যাঁদের কোনো অর্থই দেওয়া হয়নি, তাঁদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হবে পাওনা অর্থের প্রায় তিন গুণ। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, কারও ১ হাজার ডলার পাওনা থাকলেও যদি তিনি কিছুই না পেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ৩ হাজার ডলার পাবেন। আর ১ হাজার ডলার পাওনা থাকলেও যদি নির্ধারিত সময়ের পরে তা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতিপূরণ হবে ২ হাজার ডলার। মামদানি প্রশাসনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২ লাখ ৬০ হাজারের বেশি কর্মীর মধ্যে ২৭ হাজারের বেশি কর্মী ১ হাজার ডলারের বেশি পাবেন এবং ৪ হাজারের কিছু বেশি কর্মী ৫ হাজার ডলারের বেশি পাবেন। কর্মীদের আলাদা করে দাবি জানানো বা প্রমাণ জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। উঈডচ ডোরড্যাশের রেকর্ড বিশ্লেষণ করে যাঁরা অর্থ পাবেন, তাঁদের শনাক্ত করেছে। অক্টোবরের শেষ দিকে তাঁদের শেষ ব্যবহৃত ডোরড্যাশ ই-মেইল ঠিকানায় অর্থের পরিমাণ জানিয়ে বার্তা পাঠানোর কথা। কর্মীরা ইলেকট্রনিক পেমেন্ট অথবা ডাকযোগে চেক বেছে নিতে পারবেন। কিছু কর্মীকে কম বা দেরিতে অর্থ দেওয়া হয়েছিল–এটি ডোরড্যাশ স্বীকার করেছে এবং এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। তবে কোম্পানির ভাষ্য, এসব ঘটনা ইচ্ছাকৃত ছিল না; জটিল ডেলিভারি, প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং পারিশ্রমিক গণনার ব্যবস্থায় ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে। অর্থাৎ, নিউইয়র্ক সিটির তদন্তকারীরা যেখানে পারিশ্রমিক গণনার কাঠামোগত অনিয়মের কথা বলছেন, উড়ড়ৎউধংয সেখানে অনিচ্ছাকৃত প্রযুক্তিগত ও পরিচালনাগত ভুলের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। এবার কর্মীরাই হবে 'ডেটা সোর্স' এই নিষ্পত্তির সবচেয়ে পরীক্ষামূলক অংশটি সম্ভবত এখানেই।

Workers Justice Project Ges Workers' Algorithm Observatory-এর সঙ্গে কাজ করে উঈডচ এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করবে, যার মাধ্যমে কর্মীরা ডোরড্যাশ অ্যাপে তাঁদের ট্রিপ ও পারিশ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করে সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে পারবেন। এর ফলে উঈডচ-এর কাছে ভবিষ্যতে দুটি উৎস থাকবে–একদিকে কোম্পানির দেওয়া তথ্য, অন্যদিকে কর্মীদের নিজেদের সংগৃহীত তথ্য।

দুই তথ্যের মধ্যে অমিল দেখা দিলে সেটি সম্ভাব্য অনিয়মের সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

সরকারি তদারকির প্রচলিত মডেলে সাধারণত কোনো কর্মী অভিযোগ করেন, সরকার তদন্ত করে এবং এরপর ব্যবস্থা নেয়। নতুন ব্যবস্থাটি তার আগের ধাপে যাওয়ার চেষ্টা করছে: কর্মীর ডেটা থেকেই সম্ভাব্য অনিয়ম শনাক্ত করা।

নিষ্পত্তি অনুযায়ী, ডোরড্যাশকে তিন বছর ধরে প্রতি মাসে DCWP-কে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। এর মধ্যে থাকবে ন্যূনতম পারিশ্রমিক, সর্বোচ্চ ট্রিপ দূরত্ব, ট্রিপ-সংক্রান্ত তথ্য এবং পারিশ্রমিক ও টিপসের স্বচ্ছতার তথ্য। কোম্পানিকে এমন সফটওয়্যার পরিবর্তনও করতে হবে, যাতে নিউইয়র্কে কোনো কর্মীকে এমন ডেলিভারি প্রস্তাব না দেওয়া হয় যার সময় আইন অনুযায়ী পারিশ্রমিকযোগ্য সময় হিসেবে গণনা হচ্ছে না।

গ্রেসি ম্যানশনে

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ভবনটিতে গিয়েছেন। তবে সোমবারের সফরটি ছিল প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর গ্রেসি ম্যানশনে আনুষ্ঠানিক সফর এবং নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোর একটি। বিকেল ৪ টার কিছু আগে গ্রেসি ম্যানশনে পৌঁছান ট্রাম্প। বৈঠকের পর মামদানির সঙ্গে যৌথভাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। গ্রেসি ম্যানশনে নিজের আগের সফরের কথা স্মরণ করে ট্রাম্প বলেন, ভবনটি তাঁর কাছে অনেকটা 'বাড়ি ফেরার' মতো। এটি ট্রাম্প ও মামদানির তৃতীয় মুখোমুখি বৈঠক। এর আগে হোয়াইট হাউসে তাঁদের বৈঠক হয়েছিল।

মামদানিকে উদ্দেশ করে ট্রাম্প বলেন, তিনি আশা করেন নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে মামদানি অনেক ভালো করবেন। এর জবাবে মামদানি জানান, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নিউইয়র্কবাসীর জন্য বাস্তব সুবিধা আনার ক্ষেত্রে তিনি ফেডারেল সরকারের সঙ্গে কাজ করে যেতে চান। বৈঠকের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল কুইন্সের সানিসাইড ইয়ার্ড। প্রায় ১৮০ একরজুড়ে থাকা এই রেলইয়ার্ডকে নতুন আবাসিক এলাকায় রূপান্তরের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা নিয়ে ট্রাম্প ও মামদানি আলোচনা করেন। মামদানি বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১২ হাজার বাড়ি এবং ৩০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাঁর ভাষায়, নিউইয়র্কে আবাসন ব্যয় যখন মানুষের জীবনের অন্যতম বড় চাপ, তখন সানিসাইড ইয়ার্ডে একটি নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ফেডারেল অনুমোদন এবং সম্ভবত ফেডারেল অর্থায়ন প্রয়োজন হবে। তিনি জানান, বহু বছর ধরে সানিসাইড ইয়ার্ড উন্নয়নের আলোচনা চলছে। মামদানি বলেন, বৈঠকে সানিসাইড ইয়ার্ড নিয়ে সিটি হলের আবাসন ও পরিচালন দল এবং হোয়াইট হাউসের সংশ্লিষ্ট দলের মধ্যে আরও উচ্চপর্যায়ের ও কারিগরি আলোচনা চালুর বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ২১ বিলিয়ন ডলার বলে আগে আলোচনা হয়েছে। তবে সোমবারের বৈঠকে ফেডারেল সরকার ওই নির্দিষ্ট অর্থের অঙ্ক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে–এমন ঘোষণা হয়নি। বৈঠক শেষে মামদানি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর একাধিক বিষয়ে স্পষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে।

ইরান আত্মসমর্পণ করবে না

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন ও ইরানি প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে–জুনের পর এটিই দুই দেশের মধ্যে প্রথম সরাসরি আলোচনার উদ্যোগ। মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ আলোচনাকে 'গঠনমূলক ও আশাব্যঞ্জক' বলেছেন। ট্রাম্পও আলোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইরানের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বুধবার বলেছেন, যুদ্ধ কীভাবে শেষ হবে–এ বিষয়ে দুই পক্ষ এখনো অনেক দূরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, একই সময়ে দুটি বিপরীত স্রোত চলছে: একদিকে সামরিক হুমকি ও অর্থনৈতিক চাপ, অন্যদিকে যুদ্ধ থামানোর জন্য আলোচনার চেষ্টা।

দুই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে মামলা

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন না করেই প্রতি কার্ড ৫০০ ডলারে ঙঝঐঅ ও ঝঝঞ কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে তদন্তকারীরা অভিযোগ করেছেন। তবে এসব অভিযোগ এখনো আদালতে প্রমাণিত হয়নি। নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব ইনভেস্টিগেশনের (DOI) তদন্তকারীরা ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে নির্মাণশ্রমিকের পরিচয়ে RedCode-এর ব্রুকলিন ও কুইন্সের কার্যালয়ে যান। ব্রুকলিন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয় বলছে, তদন্তকারীদের অভিযোগ অনুযায়ী, রহমান ও তুষার তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন না করেই ঝঝঞ ও ঙঝঐঅ কার্ড দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এর জন্য প্রতি ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০০ ডলার নেওয়ার কথা বলা হয়। তদন্তকারীদের আরও অভিযোগ, তাঁদের এমন উপস্থিতি-সংক্রান্ত কাগজে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছিল, যাতে মনে হয় তাঁরা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। পরে RedCode সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার তথ্য জমা দেয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে OSHA-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে OSHA কার্ড এবং নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংসের মাধ্যমে SST কার্ড ইস্যু হয় বলে প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন।

তারেক রহমানের হোটেলের

● শেষ পৃষ্ঠার পর

যানবাহন ও পথচারী চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। নিরাপত্তার কারণে ক্রাইসলার বিল্ডিংয়ের প্রথম পাঁচ তলাও খালি করে দেওয়া হয়। প্রায় ৯০ মিনিট ধরে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলের সদস্যরা স্যুটকেসটি পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা শেষে এনওয়াইপিডি জানায়, স্যুটকেসের ভেতরে কোনো বিস্ফোরক ছিল না এবং এটি কোনো ধরনের হুমকি তৈরি করেনি। এরপর ভবন ও আশপাশের এলাকায় আরোপ করা নিরাপত্তা বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। ঘটনায় কেউ আহত হননি।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে এ সময় নিউইয়র্কে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা অধিবেশনে যোগ দিতে শহরটিতে অবস্থান করছেন। ২১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ম্যানহাটনে অতিরিক্ত সড়ক নিয়ন্ত্রণ, যানজট ও নিরাপত্তা তৎপরতা থাকবে বলে আগেই সতর্ক করেছে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। এদিকে ৮১তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পাঁচ দিনের সফরে নিউইয়র্কে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সফরকালে তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের নৈশভোজে

● শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন প্রধানমন্ত্রী। অধিবেশনকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরাও এ সময় নিউইয়র্কে রয়েছেন।

ফের সিটির ম্যানহোল

● শেষ পৃষ্ঠার পর

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তা বলে মনে হওয়া ব্যক্তিকেও তদন্তে সহায়তা করতে দেখা গেছে। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।
ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল, যখন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতে বিভিন্ন দেশের নেতারা নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। এ কারণে ম্যানহাটনের ইস্ট সাইডসহ আশপাশের এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে। তবে ম্যানহোলে প্রবেশের সঙ্গে অধিবেশনকেন্দ্রিক কোনো নিরাপত্তা হুমকির যোগসূত্র পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানায়নি।
এনওয়াইপিডির সাবেক ডেপুটি কমিশনার রিচ এসপোসিটো বলেন, অধিবেশনের আগে ম্যানহাটনের ইস্ট সাইডের সব ম্যানহোল সিল করা হয়নি জেনে তিনি বিস্মিত। তাঁর মতে, বাড়তি নিরাপত্তার মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো আবারও খতিয়ে দেখে প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি রয়ে গেছে কি না।
নিউইয়র্ক সিটির পরিবেশ সুরক্ষা বিভাগ বারবার পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রবেশ না করার সতর্কতা দিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, এসব জায়গায় বিষাক্ত ও প্রাণঘাতী গ্যাস, পিচ্ছিল ও অনিরাপদ পৃষ্ঠ, হঠাৎ পানি বেড়ে যাওয়া এবং সংকীর্ণ স্থানে আটকে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

জলবায়ু কার্যক্রম ও ন্যায্য রূপান্তর

● শেষ পৃষ্ঠার পর

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, জলবায়ু ন্যায়বিচার এবং টেকসই ও ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাঁর বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলোর আরও কার্যকর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং জলবায়ু ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
জাতিসংঘের এ উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক, ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকের মূল লক্ষ্য ছিল প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বাস্তবভিত্তিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা।

বোয়িংয়ের থেকে আরও ১১

● শেষ পৃষ্ঠার পর

সময়ে বিমান আরও ১০টি এয়ারবাস উড়োজাহাজ কেনার একটি পৃথক প্রস্তাবও বিবেচনা করছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা বিমান চলাচল খাতের চাহিদা ও বহর সম্প্রসারণের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। নতুন উড়োজাহাজের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রুট সম্প্রসারণ এবং যাত্রীসেবা বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

জন্ম পর্যটন ঠেকাতে নতুন ভিসা

● শেষ পৃষ্ঠার পর

যুক্ত বা এতে সহায়তা করেন, তাদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। নীতিটির আওতায় বিশেষভাবে বাণিজ্যিক জন্ম পর্যটন নেটওয়ার্কের মালিক, পরিচালনাকারী ও ব্যবস্থাপক; ভিসা আবেদনকারীদের প্রতারণা করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া 'ভিসা ফিক্সার'; এবং জেনেশুনে এ ধরনের ভ্রমণ ও মেডিকেইড ব্যবস্থার অপব্যবহারে সহায়তাকারী বিদেশি চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
রুবিও বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন নাগরিকত্বের অখণ্ডতা রক্ষা, সরকারি সুবিধা ও মার্কিন করদাতাদের সুরক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা ব্যবহার করছে। এরপর পৃষ্ঠা ২৭ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো শিশুর জন্য মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিতে যাওয়া 'বার্থ ট্যুরিজম' ভিজিটর ভিসার অনুমোদিত উদ্দেশ্য নয়। রুবিওর ঘোষিত নতুন নীতি শুধু যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম দিতে ভ্রমণকারীদের নয়, বরং এ ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা, অর্থায়ন বা সহায়তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নতুন বিধিনিষেধের আওতায় নির্দিষ্ট কিছু পরিবারের সদস্যও পড়তে পারেন। তবে এটি মার্কিন নাগরিকত্বের আইন পরিবর্তনের ঘোষণা নয়; বরং জন্ম পর্যটনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের একটি ব্যবস্থা। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর সাম্প্রতিক সময়ে ভিসা আবেদনকারীদের স্ক্রিনিং ও ভেটিং আরও বিস্তৃত করেছে। ১ অক্টোবর থেকে আরও কয়েকটি নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা শ্রেণিতে অনলাইন উপস্থিতি যাচাই সম্প্রসারণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্কে শিক্ষার্থীদের

● শেষ পৃষ্ঠার পর

থাকবে না। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিট স্ক্রিন ব্যবহার করতে পারবে। উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অবশ্য নির্দিষ্ট সময়সীমা না রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাগত প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় নির্ধারণ করা হবে। তবে সব পরিস্থিতিতে এই সীমা কার্যকর থাকবে না। ডিজিটাল পরীক্ষা এবং দূরশিক্ষণের দিন নির্ধারিত স্ক্রিন-টাইম সীমা প্রযোজ্য হবে না। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং ভাষা অনুবাদের প্রয়োজন রয়েছে–এমন শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রয়োজন অনুযায়ী ছাড় রাখা হয়েছে। এদিকে, নগর পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাদের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে অনলাইন পরীক্ষার পরিবর্তে সরাসরি পরীক্ষা নেওয়া এবং ছোট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে দেওয়া ডিভাইস বাড়িতে না পাঠানো। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে, প্রযুক্তির অপ্রয়োজনীয় ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কমানোই নতুন বিধিনিষেধের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করার পরিবর্তে শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী এর ব্যবহারকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নিউইয়র্ক সিটির সরকারি স্কুলব্যবস্থায় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিস্তারের পর এবার তার ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের স্কুল ও বাড়িতে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ধরনেও পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে।

নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী

● শেষ পৃষ্ঠার পর

সময় ফুরিয়ে য়ায়নি। মাওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতা হিসেবে মর্যদা দেওয়া এখন সময়ের দাবী। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে স্মরণ করা উচিৎ। সম্মেলনে ১০ দফা রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়। খবর ইউএনএ'র। রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ষষ্ঠ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বিশিস্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান। গেস্ট অর্ব অর্নার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয় উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া সাথী, ভাসানী চর্চা কেন্দ্র-কলকাতা'র প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও নির্মাতা সৌমিত্র দস্তিদার এবং ভাসানী গবেষক জুনাইদ এহসান। ফাউন্ডেশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মূল পর্বের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
স্বাগত বক্তব্য রাখেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক'র সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের এবং ভাসানীর উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তফা করিম ফরিদ। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন ষষ্ঠ মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২৬ উদযাপন কমিটির পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ টিপু সুলতান, আহ্বায়ক গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক নাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলন উদযাপন কমিটির সাংস্কৃতিক পর্বের প্রধান নূর আমীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব শাহাব উদ্দিন সাগর। সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের মোড়ক উম্মোচনও করা হয় মূল মঞ্চে। কবিতা আবৃত্তি করেন সাদেক খান ও হারুন উজ জামান ভূঁইয়া। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, নীলিমা শশী ও করিম হাওলাদার। এই পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক এসএম ফেরদৌস। নতুন কমিটি গঠিত: সম্মেলনে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির মেয়াদ চলতি বছরে শেষ হওয়ায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সভাপতি ও সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ৬ষ্ট মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
প্রসঙ্গত: আলী ইমাম দ্বিতীয়বারের মতো সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ২৫ সদস্যের কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- মোস্তফা করিম ফরিদ, সহ সভাপতি- কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, যুগ্ম সম্পাদ- নাজমুল আলম শ্যামল, সাংগঠনিক সম্পাদক- এস এম ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ- নূর আমিন, ওভারসিস সম্পাদক- আতাউর রহমান আতা, প্রচার, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক- তানভির করিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- নার্গিস রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- দেলোয়ার হোসেন শিপন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- সৌমিত্র দস্তিদার। কার্যকরী সদস্যরা হলেন: এম এ সাদেক, শাহ আলম দুলাল, খন্দকার ফরহাদ, মাহমুদ খান তাসের, কিউ জামান, আবদু রহিম হাওলাদার, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, বাসেত রহমান, বিল্লাল চৌধুরী, মইন উদ্দিন নাসের (পদাধিকার বলে সদস্য)। এ কমিটি ঘোষণা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। কমিটি ঘোষণার সময় জানানো হয় সম্মেলনোত্তর কার্যকরী কমিটির বৈঠকে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করা হবে। এ কমিটি ২০২৭-২০৩০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।
সম্মেলনে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, এটিএন বাংলা ইউএসএ'র পরিচালক ফখরুল আলম, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সংসদ সদস্য মমতাজ আলো এবং ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ হোসেন খান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ আহমেদ, সমন্বয়কারী কাজী আজম সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাসনী ভক্ত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ১৩২তম জুনিয়র কমান্ড ও স্টাফ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ (ছবি- আইএসপিআর)

বিমানবাহিনীর ১৩২তম জুনিয়র কমান্ড ও স্টাফ কোর্সের সনদ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ১৩২তম জুনিয়র কমান্ড ও স্টাফ কোর্সের (জেসিএসসি) সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজারে এ সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সনদপত্র ও ট্রফি বিতরণ করেন বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। কার্সে সেরা নৈপুণ্যের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হাসিন তানভীরকে 'বিমান বাহিনী প্রধানের ট্রফি' দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী প্রধান কোর্সে উত্তীর্ণ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা পেশাগত দায়িত্ব পালনে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, ১৩২তম জুনিয়র কমান্ড ও স্টাফ কোর্সে দেশ-বিদেশের বিমানবাহিনীর মোট ৫৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে কমান্ড, স্টাফ ও নির্দেশমূলক দায়িত্ব পালনে কর্মকর্তাদের দক্ষ করে তুলতে কোর্সটি বিশেষভাবে পরিচালিত হয়।
সমাপনী অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজারের এয়ার অধিনায়ক, বিমান সদর ও ঘাঁটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (সিএসটিআই) প্রশিক্ষক এবং কক্সবাজারের আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

মশক নিধন কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি

ডিএনসিসিতে দুদকের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মশক নিধন কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান। দুদক জানায়, মশার ওষুধ ও যন্ত্রপাতি কেনায় অনিয়ম, মানহীন ও কার্যকারিতাহীন কীটনাশক ক্রয় এবং বিভিন্ন কর্মসূচির নামে সরকারি অর্থ অপচয় ও আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের তথ্য যাচাই করতে ডিএনসিসিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। টিম সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছে। সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পা হারানো নার্গিসের পাশে জেলা প্রশাসন, হবে মুদি দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত বৃহস্পতিবার নার্গিসের হাতে একটি হুইলচেয়ার ও আর্থিক অনুদান তুলে দেন ঢাকার জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম

ডায়াবেটিসের জটিলতায় প্রায় নয় মাস আগে একটি পা হারিয়েছেন নার্গিস আক্তার লিজা। এরপর বন্ধ হয়ে যায় রাঁধুনির কাজ, থেমে যায় আয়। স্বামী-সন্তানহীন এই নারী রাজধানীর উত্তর বাড্ডার একটি ঘরে অনেকটা একাকী জীবন কাটাচ্ছিলেন। তার অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরে পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকা জেলা প্রশাসন। শুধু হুইলচেয়ার ও আর্থিক সহায়তা নয়, নার্গিসকে স্বাবলম্বী করতে একটি মুদি দোকান করে দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নার্গিসের হাতে একটি হুইলচেয়ার ও আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়। ঢাকার জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমের উদ্যোগে তাকে এ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, একসময় নিজের শ্রমেই জীবন চালাতেন নার্গিস। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রাঁধুনির কাজ করে যে আয় করতেন, তা দিয়েই চলত তার জীবন। কারও ওপর নির্ভর না করে কাজ করেই দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রায় নয় মাস আগে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের জটিলতায় তার একটি পা কেটে ফেলতে হয়।
অস্ত্রোপচারের পর বদলে যায় তার স্বাভাবিক জীবন। হাঁটাচলায় দেখা দেয় বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা। শারীরিক পরিস্থিতির কারণে হারাতে হয় কর্মসংস্থানও। ফলে চিকিৎসা ও দৈনন্দিন খরচ চালানোর পাশাপাশি নিয়মিত আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়। নার্গিসের স্বামী নেই, সন্তানও নেই। বিপদের সময়ে পরিবারের কাছ থেকে নিয়মিত সহায়তা পাওয়ার সুযোগও নেই। এ অবস্থায় উত্তর বাড্ডার একটি ঘরে অনেকটা নিঃসঙ্গভাবেই দিন কাটছিল তার। নার্গিসের পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম তার জন্য সহায়তার উদ্যোগ নেন।
প্রথম ধাপে দেওয়া হয়েছে চলাফেরার জন্য একটি হুইলচেয়ার ও আর্থিক অনুদান। তবে তাৎক্ষণিক সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ। নার্গিসকে স্বাবলম্বী করতে তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মুদি দোকান প্রতিষ্ঠা করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শারীরিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি যেন নিজে ব্যবসা পরিচালনা করে নিয়মিত আয় করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম বলেন, অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রশাসনের মানবিক দায়িত্ব। নার্গিসকে শুধু তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়া নয়, দীর্ঘমেয়াদে তাকে স্বাবলম্বী করে তোলাই লক্ষ্য। নিজের আয় ও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার সুযোগ তৈরিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

অভিমত প্রকাশে উন্মুক্ত দৈনিক

তরুণ কণ্ঠ

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ E-mail: torunkanthabd@gmail.com
www.dailytorunkantho.com
e.dailytorunkantho.com

LiveNewsbangla.com

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ editorlivenewsbangla@gmail.com
infolivenewsbangla@gmail.com

Scan for quote
PERFECT DAY AT COCOCAY®

নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির সামাবেশ

আওয়ামীলীগের বিক্ষোভ

Sandals
CREATING MEMORIES
JAMAICA | ANTIGUA | SAINT LUCIA | THE BAHAMAS | GRENADA | BARBADOS | CURAÇAO

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৩৯
১০ আশ্বিণ ১৪৩৩ ■ ১৪ রবিউস সানি ১৪৪৮
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ■ শুক্রবার

তারেক রহমানের হোটেলের কাছে বোমা আতঙ্ক

▶ ম্যানহাটনের ইস্ট ৪৩তম স্ট্রিট ও থার্ড অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটি কালো স্যুটকেস পড়ে থাকতে দেখা যায়

▶ প্রায় ৯০ মিনিট ধরে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলের সদস্যরা স্যুটকেসটি পরীক্ষা করেন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হোটেলের কাছে একটি পরিত্যক্ত স্যুটকেস ঘিরে নিরাপত্তা তৎপরতা চালিয়েছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি)। পরে পরীক্ষা করে স্যুটকেসটিতে কোনো বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) ম্যানহাটনের ইস্ট ৪৩তম স্ট্রিট ও থার্ড অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটি কালো স্যুটকেস পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানটি প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানরত হায়াত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্ক হোটেলের কাছাকাছি। পুলিশের একটি প্রশিক্ষিত কুকুর স্যুটকেসটিকে সন্দেহজনক হিসেবে শনাক্ত করার পর ঘটনাস্থলে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ও জরুরি সেবা বিভাগের সদস্যরা পৌঁছান।

নিরাপত্তার অংশ হিসেবে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস ও ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৪২তম থেকে ৪৪তম স্ট্রিট এবং লেক্সিংটন অ্যাভিনিউ থেকে সেকেন্ড অ্যাভিনিউ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সড়কে এরপর পৃষ্ঠা ২৭

মার্কিন প্রেসিডেন্টের নৈশভোজে সস্ত্রীক প্রধানমন্ত্রী

● মশিউর রহমান

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে বিশ্বনেতাদের সম্মানে আয়োজিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের নৈশভোজে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান। মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় রাতে নিউইয়র্কের লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে এ নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতে নিউইয়র্কে আসা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং তাঁদের সহধর্মিণীরা এতে অংশ নেন। এর আগে মঙ্গলবার সকালে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সম্মানে আয়োজিত প্রাতরাশ অনুষ্ঠানে অংশ নেন এরপর পৃষ্ঠা ২৭

ফের সিটির ম্যানহোল থেকে বের হলেন তিনজন

ড্রোন নামিয়ে তল্লাশি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ঘিরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ম্যানহাটনের ইস্ট সাইডে একটি ম্যানহোল দিয়ে ভূগর্ভস্থ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা থেকে তিনজনকে বের হতে দেখা গেছে। বুধবার ভোরে পার্ক অ্যাভিনিউ ও ইস্ট ৬১ স্ট্রিটের কাছে ঘটনাটি ঘটে। পরে সেখানে ড্রোন নামিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তবে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে গত ৩/৪ মাস ধরে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলাকায় ম্যানহোল দিয়ে লোকজনের প্রবেশ ও বের হওয়ার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। লং আইল্যান্ডেও একই ধরনের ঘটনা দেখা গেছে। আগের ঘটনাগুলো নিয়ে পুলিশ সূত্র জানিয়েছিল, জড়িত ব্যক্তিদের কেউ মূল্যবান জিনিসের সন্ধানে বা ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো ঘুরে দেখার কৌতূহল থেকে সেখানে ঢুকে থাকতে পারেন। তবে বুধবারের ঘটনায় ওই তিনজনের উদ্দেশ্য জানা যায়নি।

সিবিএস নিউইয়র্কের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ভোর ৪টা ৩৫ মিনিটে জরুরি সেবা নম্বর ৯১১ এ ঘটনাটি জানিয়ে ফোন আসে। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ জানিয়েছে, ম্যানহোল থেকে বের হওয়ার পর ওই তিনজন দুটি আলাদা গাড়িতে উঠে পার্ক অ্যাভিনিউ ধরে উত্তর দিকে চলে যান।

প্রায় আট ঘণ্টা পর পুলিশ ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ভেতরে ড্রোন পাঠায়। তদন্তের সময় বুধবার বিকেলে ইস্ট ৬১ স্ট্রিটের কাছে পার্ক অ্যাভিনিউয়ের উত্তরমুখী লেনগুলো কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হয়। সিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেখানে অন্তত দুজন ফেডারেল এরপর পৃষ্ঠা ২৭

জলবায়ু কার্যক্রম ও ন্যায্য রূপান্তর বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● মশিউর রহমান

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের সপ্তাহের অংশ হিসেবে আয়োজিত 'High-Level Meeting on Climate Action and the Just Transition'-এ বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান।

আজ বুধবার বিকেলে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের Trusteeship Council Chamber-এ জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের আহ্বানে এ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এরপর পৃষ্ঠা ২৭

বোয়িংয়ের থেকে আরও ১১ উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি

● শিব্বীর আহমেদ, *নিউইয়র্ক*

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জন্য মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের কাছ থেকে আরও ১১টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে নিউইয়র্কে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফর ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের ফাঁকে বুধবার এ চুক্তি স্বাক্ষরের আয়োজন করা হয়েছে।

চুক্তিটিকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় তিনি বোয়িং ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আরও ১১টি বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ কেনার এই উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের জন্য আরেকটি পারস্পরিক লাভজনক অর্জন। নিউইয়র্কে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান দেখার অপেক্ষায় থাকার কথাও জানান তিনি।

নতুন ১১টি উড়োজাহাজের চুক্তিটি গত ৩০ এপ্রিল বোয়িংয়ের সঙ্গে করা ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তির অতিরিক্ত

নতুন ১১টি উড়োজাহাজের চুক্তিটি গত ৩০ এপ্রিল বোয়িংয়ের সঙ্গে করা ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তির অতিরিক্ত। ওই চুক্তির আওতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জন্য ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে আটটি বোয়িং ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, দুটি ৭৮৭-৯ এবং চারটি ৭৩৭-৮। নতুন ১১টি উড়োজাহাজ যুক্ত হলে বোয়িংয়ের কাছ থেকে বিমানের পরিকল্পিত উড়োজাহাজ সংগ্রহের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫টি। তবে অতিরিক্ত ১১টি উড়োজাহাজের নির্দিষ্ট মডেল, মোট মূল্য, অর্থায়ন কাঠামো এবং সরবরাহের সময়সূচি এখনো প্রকাশ করা হয়নি। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নতুন উড়োজাহাজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। একই এরপর পৃষ্ঠা ২৭

জন্ম পর্যটন ঠেকাতে নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের

● ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিকভাবে 'বার্থ ট্যুরিজম' বা জন্ম পর্যটন পরিচালনা ও এতে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতির ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। বুধবার এক বিবৃতিতে রুবিও বলেন, বিদেশি বাণিজ্যিক জন্ম পর্যটন নেটওয়ার্কগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করছে। এসব নেটওয়ার্ক বিদেশি নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদনে মিথ্যা তথ্য দিতে প্রশিক্ষণ দেয় এবং বিপুল অর্থের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যবস্থা করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

নতুন নীতিটি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের (ওঘঅ) ধারা ২১২(ধ)(৩)(ঈ)-এর অধীনে কার্যকর করা হচ্ছে। এর আওতায় যারা জেনেশুনে যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক জন্ম পর্যটনে এরপর পৃষ্ঠা ২৭

নিউইয়র্কে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে নতুন বিধিনিষেধ

কম্পিউটার-আইপ্যাডেও ইউটিউব বন্ধ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটির সরকারি স্কুলে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এবার স্কুল থেকে দেওয়া কম্পিউটার ও আইপ্যাডেও ইউটিউব বন্ধ করে দিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে স্কুলের সরবরাহ করা ডিভাইস ব্যবহার করে স্কুলে কিংবা বাড়িতে ইউটিউবে প্রবেশ করতে পারবে না শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হলো। এর আগে স্কুলে ব্যক্তিগত সেলফোন, আইপ্যাড ও ল্যাপটপ ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

এবার সেই নিয়ন্ত্রণের আওতায় এল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে সরবরাহ করা ডিভাইসও। মঙ্গলবার সিটি হলে অনুষ্ঠিত এক শুনানিতে ইউটিউব বন্ধের সিদ্ধান্তের কথা জানান নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলসের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা স্কট স্ট্রিকল্যান্ড। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ বিবেচনায় নিয়ে স্কুল-সরবরাহকৃত সব শিক্ষার্থী ডিভাইসে ইউটিউবের প্রবেশাধিকার বন্ধ করা হয়েছে। শুধু ইউটিউব নয়, শিক্ষার্থীদের স্ক্রিন ব্যবহারের সময়ও শ্রেণিভেদে সীমিত করা হয়েছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে পর্দাভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের নির্ধারিত সময় এরপর পৃষ্ঠা ২৭

নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত 'ভাসানী ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক'-এর উদ্যোগ ও আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন-২০২৬। সম্মেলনে বক্তারা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, মওলানা ভাসানী এমন একজন নেতা ছিলেন যাকে চিনতে-জানতে আরো গবেষানা করতে হবে, তাঁর উপর আরো পড়াশুনা করতে হবে, জানতে হবে। বক্তারা বলেন, মাওলানা ভাসানী বিরুদ্ধে নানা আপ্রচার হয়েছে, অপপ্রচার চলছে।

তিনি কখনোই হিন্দু বিদ্ধেষী নেতা ছিলেন না। ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টার-বৌদ্ধ তথা সর্বস্তরের জনমানুষের নেতা। জাতীয় নেতা হিসেবে আমরা তার যথাযথ সম্মান জানাতে পারিনি। বক্তারা বলেন, কিন্তু এরপর পৃষ্ঠা ২৭

প্রধান সম্পাদক: শিব্বির আহমেদ, প্রকাশক ও সম্পাদক: মো মশিউর রহমান মজুমদার। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইর্য়ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com